Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভারত-পুরুষ

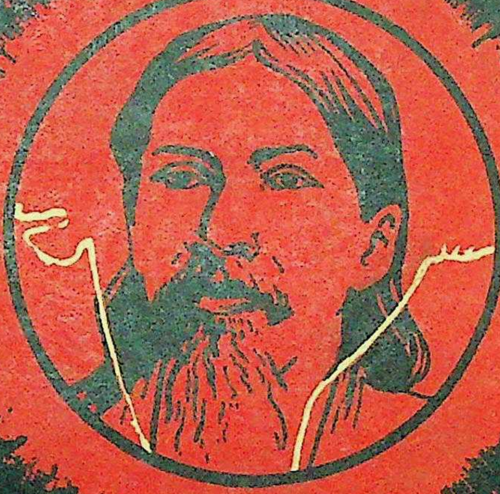

শ্রীঅরবিন্দ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ओ३म्
पुस्तक संख्या 43 ब/८
पञ्जिका-संख्या 2865
पुस्तक पर सर्व प्रकार की निशानियां लगाना वर्जित है। कोई सज्जन पन्द्रह दिन से अधिक देर तक पुस्तक अपने पास नहीं रख सकते। अधिक देर तक रखने के लिये पुनः आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ॐ अहते ग्रन्थालय शक्तिः ॐ
पुस्तक सं० 834/C
आगत सं० 28165
तिथि 30-11-5
गुरुकुल ग्रन्थालय काँगड़ी

Presented to the
Principal Gurukul Vedic
with author's
best compliments.
[signature]
6/3/52

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভারতপুরুষ—শ্রীঅরবিন্দ

ভারতপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, সচিত্র গীতা,
ভারতের নারী প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
প্রণীত

শ্রী উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

কলিকাতার প্রাপ্তিস্থান ঃ
মডার্ণ বুক্ এজেন্সি
১০নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২
এবং
অন্যান্য সকল পুস্তকালয়

মূল্য আড়াই টাকা মাত্র

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পাকিস্তান ও ভারতের প্রধান প্রধান প্রাপ্তিস্থান :

ঢাকা—বুক্ কোম্পানী
" —আসাম বেঙ্গল লাইব্রেরি
চাটগাঁ—শিক্ষক সমবায় লাইব্রেরি
মৈমনসিং—মডার্ণ বুক্ ডিপো
বরিশাল—ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরি
খুলনা—চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স
মাণিকগঞ্জ—গীতা লাইব্রেরি
বাগেরহাট—রবীন্দ্র ঘোষ ব্রাদার্স
বগুড়া—ছাত্র ভাণ্ডার
সিলেট—চন্দ্রনাথ লাইব্রেরি
দিনাজপুর—কমলা ভাণ্ডার
কুমিল্লা—পপুলার বুক্ এজেন্সি
পাবনা—আশুতোষ লাইব্রেরি
রংপুর—চৌধুরী ব্রাদার্স
ফেনি—ব্যানার্জ্জি ব্রাদার্স

ফরিদপুর—মোহন লাইব্রেরি
কুষ্টিয়া—আসমাতুল্লা লাইব্রেরি
কৃষ্ণনগর—নিউ স্টুডেণ্ট লাইব্রেরি
কুচবিহার—গুহস্ বুক্ ডিপো
তমলুক—দেশপ্রাণ লাইব্রেরি
বহরমপুর—বিমলা ষ্টোরস্
বর্দ্ধমান—শিক্ষা-সঙ্ঘ
কাটোয়া—রাখালদাস লাইব্রেরি
কালনা—অম্বিকা পুস্তকালয়
মালদা—মালদা বুক্ ডিপো
বসিরহাট—রবীন্দ্র লাইব্রেরি
গৌহাটী—ট্রিয়ো ষ্টোরস্
" —লইয়ার্স বুক্ ষ্টল
শিলং—চপলা বুক্ ডিপো
ঝাড়গ্রাম—চৌধুরী ব্রাদার্স

রেঙ্গুন—বার্ম্মা নিউস্ এজেন্সি

প্রকাশক :
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
শ্রীঅরবিন্দ বিদ্যামন্দির
আড়বালিয়া, ২৪ পরগণা

মুদ্রাকর :
শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১১নং মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভারত-পুরুষ—শ্রীঅরবিন্দ—

কৈশোরে—শ্রীঅরবিন্দ (ইংলণ্ড)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উৎসর্গ

বাবা শৈলেন,

শ্রীঅরবিন্দ-প্রসঙ্গ উঠিলেই তুমি সব কাজ ফেলিয়া তন্ময় চিত্তে শ্রীঅরবিন্দের কথা শুনিতে। তাই তোমার শেষ অসুখের সময় (ডিসেম্বর, ১৯৪৭) বড় আশা করিয়া বলিয়াছিলাম "অসুখ সারিলেই তোমার দাদার সহিত তোমাকে শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনে পাঠাইব"। আমার বাসনা শ্রীভগবান্ পূর্ণ না করিলেও আমার বিশ্বাস তুমি জন্ম-জন্মান্তরে শ্রীঅরবিন্দের যোগের সাধক হইয়াই জন্মগ্রহণ করিবে। তাই "ভারতপুরুষ—শ্রীঅরবিন্দ" গ্রন্থখানি তোমার নামে উৎসর্গ করিলাম। ভগবান্ তোমাকে চিরশান্তিতে রাখুন ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা। ইতি—

তোমার

হতভাগ্য পিতা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে আজ শুধু ভারতবাসীর নহে, সমগ্র পৃথিবীর কৌতূহল জাগ্রত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালের দৃষ্টি আজ পণ্ডিচেরীর তীর্থে। আগামী কালের দৃষ্টিও সেখানে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একমাত্র আশা-ভরসা তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া আজ ইতিহাসের সঙ্কটময় পথে আবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে। সেই মানুষটি সম্পর্কে অনেকেই অনেক কথা লিখিয়াছেন। সেইসব জীবনবৃত্তান্ত অনেকের কাছেই পরিচিত। তথাপি একথা নিঃসংশয়েই বলা যায় যে শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে এখনও বহু জিনিষ জানিবার, ভাবিবার এবং লিখিবার আছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উপাদান-গুলিই ত অদ্যাবধি সম্পূর্ণভাবে সংগৃহীত হয় নাই। তাঁহার জীবনের অনেক কথাই আজও অপ্রকাশিত। তাঁহার জীবনীর আলোচনা তাই এখনও শেষ হয় নাই।

"ভারতপুরুষ—শ্রীঅরবিন্দ" যিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার সম্পর্কে প্রথম কথা এই যে তিনি শ্রীঅরবিন্দের সান্নিধ্যে আসিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং যে পরিবেশের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনের বিকাশ, এই লেখক সেই পরিবেশের অন্তঃপুরে অবাধ বিচরণের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন ; এবং শুধু শ্রীঅরবিন্দ নহে, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া বাংলাদেশে নব-জাতীয়তার যেসব বরেণ্য পুরোহিত দেশসেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া-ছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই সঙ্গে এই লেখকের অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল। তাই তাঁহার রচিত "ভারতপুরুষ—শ্রীঅরবিন্দ" অনেকের কৌতূহল চরিতার্থ করিবে এবং অনেক বিষয়ে নূতন আলোকসম্পাত করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

পুস্তকালয়
গুরুকুল কাংগড়ী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

লেখক আমার বাল্যের ক্রীড়াসাথী, কৈশোরের স্বদেশমন্ত্রসাধনায় সহকর্ম্মী ও যৌবনে ফ্রেজার হত্যা-প্রচেষ্টায় অন্যতম উৎসাহদাতা এবং শ্রীঅরবিন্দের স্বদেশী যুগের নিত্যসহচর শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি ইঁহার স্বর্গত মধ্যম পুত্র শৈলেন্দ্রনারায়ণের আত্মার তৃপ্তির জন্য আগামী ১৯৫০ সালের ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের ৭৯তম আবির্ভাব-দিবসে স্বগ্রাম আড়বালিয়ায় একটি শ্রীঅরবিন্দ বিদ্যামন্দির স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য লেখক যথাসম্ভব অর্থসাহায্য করিবেন, উপরন্তু এই গ্রন্থখানি নিজ ব্যয়ে ছাপাইয়া বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ ও গ্রন্থখানির স্বত্ব শ্রীঅরবিন্দ বিদ্যামন্দিরের জন্য দান করিলেন।

আমাদের আড়বালিয়া গ্রামে একটি শ্রীঅরবিন্দ বিদ্যামন্দির অনেক দিন আগেই স্থাপিত হওয়া উচিত ছিল। কারণ স্বদেশী যুগের পূর্ব্বেই এই গ্রামের বহু যুবক শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ গ্রহণ করিয়া বারীন্দ্রের বিপ্লবী দলে যোগ দিয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রধান হইলেও স্বদেশী যুগে এই গ্রামের অবিনাশদা'র দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতা নরেন্দ্র-নাথ ভট্টাচার্য্য (মানবেন্দ্র রায়), শৈলেন্দ্রনাথ বসু, দীনদয়াল বসু প্রভৃতি অনেকেই শ্রীঅরবিন্দের সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। অতএব আমাদের গ্রামই শ্রীঅরবিন্দ বিদ্যামন্দির স্থাপনের উপযুক্ত স্থান।

লেখকের মনোবাসনা যাহাতে পূর্ণ হয় সেজন্য আমি ভারতপুরুষ—শ্রীঅরবিন্দ ও আশ্রমমাতা শ্রীমার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিলাম। ইতি—

আড়বালিয়া
শ্রীঅরবিন্দ বিদ্যামন্দির
২৬-১-৫০

বিনীত
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শ্রীঅরবিন্দ-বন্দনা

প্রশান্ত নির্ম্মল-কান্তি, রাজীব-নয়ন
বিরাট স্বজনে তুমি কে তপোমগন ?
প্রজ্ঞার উদার দৃষ্টি নয়নে তোমার
দীপ্ত বাণী-মূর্ত্তি তুমি স্বদেশ-আত্মার।

আশা তুমি, আলো তুমি নিখিল-বিশ্বের,
কবি তুমি, ঋষি তুমি নব-ভারতের।
আনিয়াছ জাগরণ, মুক্তির পিপাসা,
তুমি দিলে প্রাণ—তুমি দিলে নবভাষা।

ভারত-আত্মার মূর্ত্তি তুমি, নরোত্তম,
কণ্ঠে তব ঝঙ্কারিত—বন্দে মাতরম্।
অধ্যাত্মশক্তির তুমি ভাস্বর প্রকাশ,
তোমার জীবন মহামুক্তির নিশ্বাস।

"সম্ভবামি যুগে যুগে"—আসিয়াছ তাই
নরদেহে নারায়ণ—কোন ভুল নাই।
হৃদয়-বীণায় তুলি' সত্যের ঝঙ্কার
শুনালে আলোকময়ী বাণী শ্রীগীতার।

পথের দিশারী তুমি, হে যুগ-সারথি,
দ্যুলোকে ভূলোকে তাই তোমার আরতি।
মৃত্যুমাঝে অমৃতের ধারা মূর্ত্তিমান্—
বিশ্বের প্রণতি লও, ওহে জ্যোতিষ্মান্।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিষয়-সূচি

	ভূমিকা	।৶৹
প্রথম অধ্যায়ঃ	ভারতের ইতিহাসে ১৮৭২ সালের ১৫ই আগষ্ট	১
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ	শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাব—শিক্ষা-দীক্ষা	৭
তৃতীয় অধ্যায়ঃ	বরোদার জীবন—আত্মপ্রস্তুতি	২০
চতুর্থ অধ্যায়ঃ	বাংলার কর্ম্মক্ষেত্রে বিপ্লবের সূচনা	৪০
পঞ্চম অধ্যায়ঃ	স্বদেশী আন্দোলন—উদ্যোগপর্ব্ব	৪৬
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ	"জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্" ও "বন্দে মাতরম্"	৬১
সপ্তম অধ্যায়ঃ	শ্রীঅরবিন্দ ও আলিপুর বোমার মামলা	১০৩
অষ্টম অধ্যায়ঃ	"কর্ম্মযোগিন্" ও "ধর্ম্ম"	১২১
নবম অধ্যায়ঃ	"আর্য্য" পত্রিকা ও যোগজীবন	১৫৬
দশম অধ্যায়ঃ	শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁহার অধ্যাত্মজীবন	১৮৩

চিত্র-সূচি

১। কৈশোরে শ্রীঅরবিন্দ

২। কারাগারে শ্রীঅরবিন্দ

৩। চন্দননগরে শ্রীঅরবিন্দ

৪। পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ

৫। শ্রীঅরবিন্দের সহধর্ম্মিণী—৺মৃণালিনী দেবী

৬। আশ্রমমাতা—শ্রীমা

৭। শ্রীঅরবিন্দের মাণিকতলার বাগানে বোমার কারখানা (১৯০৭-৮)

৮। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম—পণ্ডিচেরী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভূমিকা

"Nobody could write about my life, because it has not been on the surface for man to see"—*Sri Aurobindo.*

শ্রীঅরবিন্দ কেবলমাত্র ঋষি নহেন, কবি নহেন, জ্ঞানী নহেন—ইহার চেয়েও তাঁহার বড় পরিচয় আছে। আজিকার সর্ব্বব্যাপী অন্ধকারে জীবনের উৎসারিত আলোক একমাত্র তিনিই। তাঁহার পরিত্যক্ত রাজ-নৈতিক জীবনের ইতিহাস জনসাধারণের অজানা নয়। স্বদেশী আন্দোলনের স্মরণীয় যুগে তিনি ছিলেন বিদ্রোহের সারথিদের প্রধানতম। তাঁহার সতেজ লেখনীর অগ্নিগর্ভ ভাষা, তাঁহার বিপ্লবাত্মক স্বস্থ চিন্তাধারা সেদিন জাতিকে বন্ধন-মুক্তির প্রেরণা দিয়াছিল, তাহাকে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখিতে শিখাইয়াছিল, সেদিনের কারারুদ্ধ দেশপ্রেমিক শ্রীঅরবিন্দের বিরাট ত্যাগের অপূর্ব্ব মহিমায় অভিভূত হইয়া কবিকণ্ঠে শ্রদ্ধার বাণী উচ্চারিত হইল—"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।"

সহসা সেই উত্তেজনাময় নেতৃত্বের পটভূমি হইতে নিগূঢ় সাধনার নিভৃত কন্দরে তিনি আপনাকে নির্ব্বাসিত করিলেন। দীর্ঘকাল তপস্থার পর বিপ্লবী অরবিন্দ আজ সাধক এবং দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দে রূপান্তরিত। আজ তিনি ভারতের যোগগুরুরূপে, ঋষি শ্রীঅরবিন্দরূপে পৃথিবীর নিকট পরিচিত। ১৯০৫এর রণগুরু অরবিন্দ ক্ষত্রিয়ের ধনুঃশর ত্যাগ করিয়া নূতন সাধনায় মগ্ন হইলেন পণ্ডিচেরীর আশ্রমের নিভৃত কক্ষে। ধ্যানের নিভৃত মন্দির হইতে ভগবদ্গীতার যে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা "আর্য্য" পত্রিকায় তিনি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহা পৃথিবীর পণ্ডিত-সমাজকে চমৎকৃত করিয়া দিল। ভারতীয় সংস্কৃতির মর্ম্মকথাকে উদ্ঘাটিত করিয়া তিনি যে-সকল প্রবন্ধ রচনা করিলেন সেগুলি পাঠ করিয়া

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দেশবিদেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ভারতের সভ্যতাকে নূতন চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি জগতের চিন্তার মোড় ফিরাইয়া দিলেন। যাহা অনাদরের ভস্মরাশিতে উপেক্ষার বস্তু হইয়াছিল তাহাকে তিনি নূতন মর্য্যাদা দান করিলেন।

রাষ্ট্রনেতা ও রাষ্ট্রগুরু হইবার যোগ্যতম ব্যক্তি যিনি ছিলেন তিনি আজ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন যোগগুরু। তাঁহার কাছে দেশ আজ কোন্ বস্তু প্রত্যাশা করিবে? ভারতবর্ষ আপন রাষ্ট্রীয় সত্তাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। এই স্বাধীনতা যে অসম্পূর্ণ, এই দ্বিধা-বিভক্তি যে ভারতের প্রাণসত্তাকে নিরন্তর নিপীড়িত করিতেছে তাহাতে আজ কাহারও সন্দেহ নাই। আত্মঘাতী হীন স্বার্থান্ধতা জাতীয় জীবনকে আজ ক্লিষ্ট, খিন্ন, বিষণ্ণ করিয়া তুলিয়াছে। ভারতের নেতৃবৃন্দ আজ দশদিকে সমস্যা-পরিবৃত। অন্ধকারে তাঁহারা যেন কিসের সন্ধানে হাতড়াইয়া ফিরিতেছেন। ভারতসাগর-উপকূলে একমাত্র পণ্ডিচেরীর তীর্থে আজ দেখা যায় আশার আলোকবর্ত্তিকা। এই অন্ধকারে আজ একমাত্র শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার ধ্যানলব্ধ অচঞ্চল দীপশিখাটি তুলিয়া ধরিয়াছেন। গান্ধীজীর স্বপ্ন ছিল "রামরাজ্য" আর শ্রীঅরবিন্দের লক্ষ্য হইল "সত্যরাজ্য"—জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির যথার্থ সমন্বয়ের সাহায্যেই আমাদের জীবনে সত্যরাজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং কর্ম্ম-সন্ন্যাস লাভের পথে দিব্যজীবন লাভ—শ্রীঅরবিন্দের সাধনার ইহাই মর্ম্মকথা।

দিব্যজীবনের সাধক শ্রীঅরবিন্দ সাধারণ মানুষের মঙ্গলচিন্তা হইতে আপনাকে যেমন বিমুক্ত করেন নাই, তেমনই বিচ্ছিন্ন করেন নাই আপনার জন্মভূমি ভারতবর্ষের মুক্তিচিন্তা হইতে। সেই ত্যাগী মহাপুরুষ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশ্য রাজনীতি হইতে আপনাকে বিমুক্ত করিয়া যে যোগসাধনায় ব্রতী হইয়াছিলেন, ভারতমাতার মুক্তিসাধনাই ছিল সেই দুশ্চর তপস্যার প্রেরণার মূলে। যুগযুগসঞ্চিত অধ্যাত্মসম্পদে সম্পন্ন ভারত—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কপিল-কণাদ, ব্যাস-বশিষ্ঠের ভারত—শঙ্কর-বুদ্ধ, চৈতন্য-রামকৃষ্ণের ভারত বিশ্ববাসীকে আত্মার পরম বাণী শুনাইবে, নূতন আলোকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে—শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার দিব্যদৃষ্টিতে ইহা দেখিতে পাইয়াছিলেন তখনই। জগতে নূতন বাণী শুনাইবার বিধিদত্ত অধিকার ও দায়িত্ব রহিয়াছে ভারতবর্ষের—একথা তিনি তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভেই বুঝিয়াছিলেন।

তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে, বেদ উপনিষদ্ ও গীতার অধ্যাত্ম-সম্পদের মধ্যেই, ভারতের সনাতন ধর্ম্মের মধ্যেই ভারতের আত্মা বাঁচিয়া রহিয়াছে। এই আশ্রয়কে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে কিংবা পরিত্যাগ করিলে ভারতের আত্মার মৃত্যু ঘটিবে। বিশ্বের দরবারে তাহার দান করিবার মত কিছু থাকিবে না। এই বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্যই ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের প্রয়োজন ছিল। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন যে "দীর্ঘ সুষুপ্তির পর ভারত আজ মাত্র জাগিয়া উঠিয়াছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা সেই সুষুপ্তিভঙ্গ মাত্র; প্রকৃতপক্ষে ইহা ভারতের আধ্যাত্মিক চেতনার সূত্রপাত। ভারতকে আত্মোপলব্ধির পথে লইয়া যাইবে যুগযুগ-সঞ্চিত ভারতের এই অধ্যাত্মসম্পদ্, এই ঐশীশক্তি, ভারতের 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা ধরিয়া যে রথচক্র দিবারাত্রি মুখরিত হইতেছে, তাহার সারথি স্বয়ং ঈশ্বর'—গভীর প্রত্যয়ের সহিত শ্রীঅরবিন্দের কণ্ঠে ইহাই পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হইয়াছে।

আজ এই যুগসন্ধিক্ষণে শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে আমাদের গভীরভাবে ভাবিবার সময় আসিয়াছে। কারণ তিনিই একমাত্র পুরুষ, যিনি কোনও দিন তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করেন নাই। ভারত তাহার স্বধর্ম্মচ্যুত না হইতে, তাহার আত্মাকে বিক্রয় না করিতে, যদি চায় তাহা হইলে শ্রীঅরবিন্দের নির্ভুল নির্দ্দেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারতের ভাগ্য-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তরণীকে চালাইয়া লইতে হইবে। তিনি নবজীবনের ঋষি—তাই তাঁহার নির্দ্দেশকে ধ্রুবতারার মত গণ্য করিতে কে অস্বীকার করিবে?

আধ্যাত্মিক ভারতের মহিমান্বিত বিগ্রহ শ্রীঅরবিন্দের বিস্ময়কর জীবনেতিহাস রচনা করিবার মত শক্তি আমার নাই, বর্ত্তমানে কাহারও আছে কিনা জানি না। ভবিষ্যতের নূতন বেদব্যাস একদিন এই নরোত্তমের পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখিবেন, আশা করা যায়। তবে বর্ত্তমানের এই প্রয়াস অকিঞ্চিৎকর হইলেও শুধু এই জন্যই যে, শ্রীঅরবিন্দকে আজ আমাদের জানিতেই হইবে। তাঁহার দিব্যজীবনের সাধনার মর্ম্মকথা বুঝিতেই হইবে। দেশাত্মবোধের কবি, ভারতের জাতীয়তায় মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষী শ্রীঅরবিন্দের কাব্যপ্রতিভা যেমন অতুলনীয়, তেমনি অনন্যসাধারণ তাঁহার মৌলিক সাহিত্যসৃষ্টি। একাধারে তিনি ঐতিহাসিক, রাজনীতিবিদ্ এবং দার্শনিক। স্বাধীন ভারতের আজ তিনিই একমাত্র মন্ত্রগুরু এবং রাষ্ট্রগুরু, কারণ তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য-মিলনে এবং দেবজাতিগঠনে প্রয়াসী। তপস্যা তাঁহার বিরাট, চরিত্র তাঁহার চির-উন্নত, পাণ্ডিত্য তাঁহার অপরিমেয়, দৃষ্টি তাঁহার স্বচ্ছ এবং সংস্কারমুক্ত, আর বিশাল তাঁহার ব্যক্তিত্ব। যোগৈশ্বর্য্যের শিখরচূড়ায় নিত্য সমাহিত এই ভারত-পুরুষকে আশ্রয় করিয়াই ভারতের ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠিতে চলিয়াছে। ভবিষ্যতের ভারত শ্রীঅরবিন্দেরই ভারত—প্রত্যেক ভারত-বাসীকে আজ ইহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে।

এই পুস্তক প্রণয়নে যতদূর পারিয়াছি আমার স্মৃতিশক্তির সাহায্য লইয়াছি। অন্যান্য উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে মৎপ্রণীত "স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস", আর্য্য পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত "Sri Aurobindo and his Ashram", শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ-প্রণীত "Sri Aurobindo—Prophet of Nationalism" এবং শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুহরায়-প্রণীত "শহীদ যুগল"—এই কয়েকখানি পুস্তক হইতে। আমার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

স্নেহভাজন বন্ধু, সুসাহিত্যিক শ্রীমণিভূষণ বাগচী পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সংশোধনে, পরিবর্ত্তনে এবং পরিবর্দ্ধনে আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। প্রচ্ছদপটের সুষ্ঠু পরিকল্পনাটিও তাঁহার।

শ্রীঅরবিন্দের প্রবন্ধ ও বাণী প্রায় সবই ইংরেজীতে। উহার কোন কোন অংশের বঙ্গানুবাদ দিয়া তৃপ্ত হইতে না পারিয়া সামান্য ইংরেজীও উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। প্রবন্ধ ও বক্তৃতাগুলি সুদীর্ঘ, উহা সম্পূর্ণ না দিলে তৃপ্ত হওয়া যায় না, কিন্তু স্থানাভাববশতঃ অসংলগ্নভাবে কিছু দিলাম।

শ্রীঅরবিন্দকে যাঁহাদের জানিবার ও বুঝিবার আগ্রহ আছে, এই পুস্তক পাঠ করিয়া তাঁহাদের সে আগ্রহ যদি কিছুমাত্র পূর্ণ হয়, তাহা হইলেই আমার এই শ্রম সার্থক হইবে। ইতি—

১৩।১ কালিদাস সিংহির লেন,
কলিকাতা।
১৩৫৬ সাল, ১২ই মাঘ।

গ্রন্থকার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভারত-পুরুষ—শ্রীঅরবিন্দ—

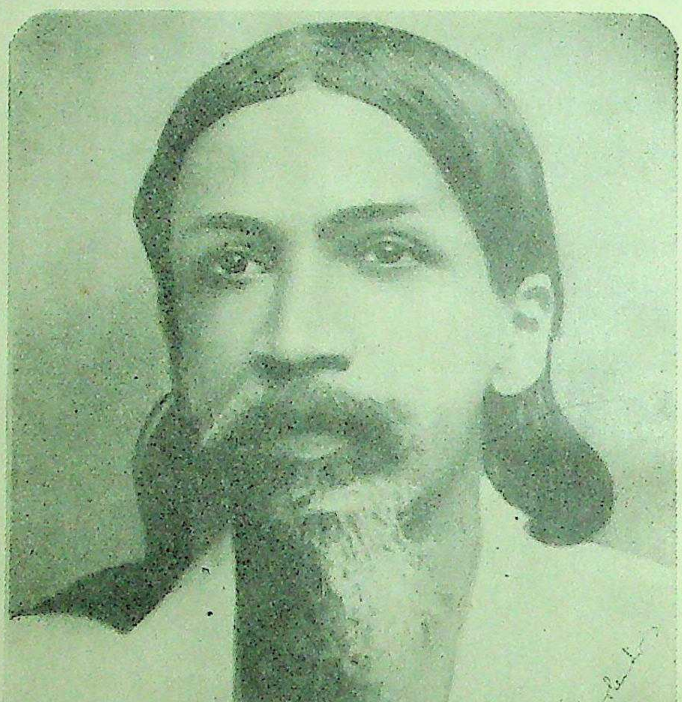

পণ্ডিচেরীতে—শ্রীঅরবিন্দ (১৯২৩-২৪)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রথম অধ্যায়

ভারতের ইতিহাসে ১৮৭২ সালের ১৫ই আগষ্ট *

"……এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত। এই মহাব্রত সাধন করিতে ভগবান্ আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন।……"—শ্রীঅরবিন্দ (১৯০৫ সালে, স্ত্রীকে লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত)।

"……এই জন্মদিবস (১৫ই আগষ্ট) কেবলমাত্র একটি ব্যক্তিবিশেষের নহে, যে বিশাল আন্দোলন একদিন সমস্ত জন্মদিবসের নিগূঢ়ার্থ উদ্‌ঘাটিত করিবে, তাহারই সূচনা এই জন্মদিবস। ব্যক্তিবিশেষের মহত্ত্বের উৎসব ইহা নহে, যে শাশ্বত সঙ্গীতে প্রত্যেক মানুষের মহত্ত্ব ও শক্তি বিঘোষিত হইবে, এই জন্মদিবস সেই সঙ্গীতের প্রথম সুরঝঙ্কার মাত্র।…" —শ্রীঅরবিন্দ (১৯৪০ সালে স্বীয় জন্মদিবস উপলক্ষে শিষ্যবর্গের উদ্দেশে শ্রীঅরবিন্দ-প্রদত্ত "নব বিধান" (New order)-শীর্ষক বাণী হইতে উদ্ধৃত)।

"……আমার জন্মের প্রথম দিন থেকে যে বিধাতা আমাকে জীবনের এই নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মধারায় পরিচালিত করেছেন, এই যোগাযোগে যেন তাঁরই সহৃদয় অনুমোদন রয়েছে বলে আমার প্রতীতি হয়।……"—শ্রীঅরবিন্দ (১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট, স্বাধীনতা-দিবসে শ্রীঅরবিন্দ-প্রদত্ত বাণী হইতে উদ্ধৃত)।

পূণ্যভূমি এই ভারতবর্ষ। দেবভূমি এই ভারতবর্ষ। পৃথিবীর প্রাণকেন্দ্র এই ভারতবর্ষ। এখানে আগে ভগবান্, পরে মানুষ। আগে পরমাত্মা, পরে জীবাত্মা। আগে ব্রহ্মজ্ঞান, পরে জাগতিক জ্ঞান। আগে আত্মদর্শন, পরে ঐহিক জীবন। পৃথিবীর ইতিহাসে সভ্যতার ইতিহাসে ভারতবর্ষ তাই সকলের উপরে। ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভারতের পরাবিদ্যা পৃথিবীর বিস্ময়। আধ্যাত্মিকতার মূর্ত্ত বিগ্রহ এই ভারতবর্ষ। ইহাই এদেশের গৌরব, ইহাই এদেশের বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর শিক্ষাগুরু

---

* Hon'ble Dr. Kailashnath Katju (Governor, West Bengal) শ্রীঅরবিন্দ আবির্ভাব মহোৎসব-উপলক্ষে বলিয়াছিলেনঃ—"……It will be an impertinence for me to recall to you the leading events of his life since his birth on the 15th August, 1872. These events have already woven themselves into the story of our National life………"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাই ভারতবর্ষ। মানবসভ্যতার ইতিহাস তাই সাক্ষ্য দেয় যে, ভারতবর্ষই জ্ঞান-বিজ্ঞানের জননী, শক্তিসাধনার পীঠভূমি।

কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে ১৮৭২ সালটি বিশেষভাবে চিহ্নিত। এই তারিখটির ঐতিহাসিকতা উপলব্ধি করিতে না পারিলে আমরা যাঁহার সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই শ্রীঅরবিন্দকে ঠিকমত বুঝিতে পারিব না। কারণ ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই এই ভারতবর্ষে ভারতপুরুষ শ্রীঅরবিন্দের পুণ্য আবির্ভাব। ইহা ভক্তির কথা নহে, যুক্তির কথা। ভারতের সভ্যতা-সাধনা যখন উন্নতির চরমে গিয়া দাঁড়াইল, তখনই দেখা দিল ইহার আশ্চর্য্য প্রতিক্রিয়া। বৈরাগী ভারত ঐহিক ভোগসুখের জন্য কোনও দিন লালায়িত ছিল না, তাহার দৃষ্টি ছিল অন্তরের দিকে প্রসারিত। সহসা ইতিহাসের প্রচণ্ড গতিপথে দেখা দিল এক যুগবিপ্লব। পাশ্চাত্য সভ্যতা আসিয়া ভারতের দুয়ারে করাঘাত করিল অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি। খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভারতের রাষ্ট্রনীতিক জীবন তখনও ঠিক-মত গড়িয়া উঠে নাই। মুঘল শাসনের শেষ অধ্যায়ে এই যে নবযুগের সূচনা, ইহাই বর্ত্তমান ভারতের প্রারম্ভিক ইতিহাস। বিপুল পরিবর্ত্তনের সূচনা করিয়া জন্ম নিল উনবিংশ শতকের ভারত। অষ্টাদশ শতকে ভারত যখন জড়বাদী ইউরোপের সংস্পর্শে আসিল, তখন হইতেই তাহার সৃষ্টির পথ রুদ্ধ হইল। ইউরোপে চিন্তার সাধনা—বেগবতী শক্তির খেলা ভারতের চোখের সম্মুখে যেন ইন্দ্রজাল রচনা করিল। ইউরোপের চিন্তা জড়বিজ্ঞানের চতুঃসীমার মধ্যেই বিস্ময়ের পর বিস্ময় সৃষ্টি করিল। সেই বিস্ময়ের বর্ণদ্যুতিতে ভারতের চক্ষু ধাঁধিয়া গেল। ইউরোপের সংস্পর্শে আসিয়া ভারত একদিকে ভুলিয়া গেল তাহার আধ্যাত্মিকতা, অন্যদিকে না পারিল সে মনে-প্রাণে গ্রহণ করিতে ইউরোপের জড়বিজ্ঞানকে। ইতিহাসে হইল তাহার অপমৃত্যু। স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম ভুলিয়া পরানুকরণ করিতে গিয়া ভারতের অবস্থা দাঁড়াইল এইরকম: ঘরের হারাইল,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বাহিরেরও পাইল না। বিজয়-গর্ব্বে আসিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতকে যেন গ্রাস করিতে উদ্যত হইল।

কী সেই ভারতের দুর্দ্দিন! ভারত ত নহে, রসরক্তহীন, প্রাণশূন্য একটি কঙ্কাল যেন অষ্টাদশ শতকের প্রান্তরে পড়িয়া আছে। ইতিহাসের চক্ষে সেই ভারত—১৮৭২ সালের পূর্ব্বের ভারত—যেন বদহজমের অজীর্ণ-উদ্গার। দলে দলে ভারতবাসী সমুদ্র পাড়ি দিয়া ইউরোপে যাইতেছে, ইংলণ্ডে গিয়া সাহেব হইতেছে। সাহেব হইতেছে পোষাকে-পরিচ্ছদে যতটা, শিক্ষায়-সদ্‌গুণে ততটা নহে। সাহেবিয়ানার একটা নেশা লাগিয়া গেল তাঁহাদের মধ্যে। ভারতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য তাঁহারা ত্যাগ করিলেন, কিন্তু পাশ্চাত্যের একাত্মবোধ, একপ্রাণতা, সাম্যমৈত্রী, সংসার-যাত্রার উপকরণ, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, অধ্যবসায়, নৈতিক বীর্য্য, দেশাত্মবোধ কিছুই গ্রহণ করিতে পারিলেন না। ক্রমে তাঁহারা ধাপে ধাপে অবনতির এমন গভীরে নামিয়া গেলেন যে তাঁহাদের দৃষ্টিতে ভারতের হাজার বছরের গরিমাময় মূর্ত্তি ধূসর বিবর্ণ হইয়া গেল। গুরু, দেবতা ও ব্রাহ্মণ যে এই দেশে একদিন ছিল সে বিশ্বাস পর্য্যন্ত তাঁহারা হারাইলেন। আচার ও বিচারভ্রষ্ট উন্মার্গগামীর দল স্বদেশের আধ্যাত্মিকতাকে বিদ্রূপ করিতে ইতস্ততঃ করিলেন না। এ দেশের ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি যাঁহারা আঁকড়াইয়া রহিলেন, তাঁহাদের লোকে উপহাস করিতে লাগিল। ফলে, এ দেশের জনসাধারণ ধর্ম্মহীন, কর্ম্মহীন এবং আদর্শহীন হইয়া ভূতাবিষ্টের মত অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িল। তখন এ দেশের জীবনে ধর্ম্মের সাড়া রহিল না, কর্ম্মের দ্যোতনা রহিল না। রহিল একমাত্র ধর্ম্মের খোলস, কর্ম্মের ভান।

এমন সময় উনবিংশ শতকের নবীন ভারত জন্মগ্রহণ করিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐতিহাসিক আবির্ভাবকে কেন্দ্র করিয়া। পাশ্চাত্যের জড়বাদী শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া ভারতবর্ষ তখন অতিমাত্রায়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বহির্মুখী। ঈশ্বর আছেন কি না—ইহা তখন সে বুঝিতে চাহিল ইউরোপের ঈশ্বর-বিমুখ জ্ঞানের সাহায্যে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ভগবানের লীলাভূমি এই ভারতবর্ষ। ইহার অধ্যাত্মসম্পদ্ যে কত বড় সম্পদ্ তাহা নূতন করিয়া বুঝিবার জন্য পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিবার একটা প্রয়োজনীয়তা ছিল। সে প্রয়োজনীয়তা কেবলমাত্র আমাদের জন্য নহে, বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্যও বটে। তাই অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে পাশ্চাত্য সভ্যতার তরঙ্গাঘাতে ভারতের যে চিত্তবিকার, তাহা তাহার চিত্তশুদ্ধির ভূমিকা-মাত্র—চিরন্তন সত্য নহে

উনবিংশ শতক ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বর্ণযুগ—সত্যযুগ। রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবে ইহার সূচনা, শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাবের মধ্যে ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি। উনবিংশ শতকের একপ্রান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ, অন্যপ্রান্তে শ্রীঅরবিন্দ —ইহারই মাঝখানে প্রলম্বিত যে স্বর্ণসেতু—সেই সেতুবন্ধনের কার্য্যে অংশ লইয়াছিলেন সমাজ-সংস্কারে রাজনারায়ণ, বিদ্যাসাগর, ভূদেব; দেশাত্ম-বোধ জাগ্রত করিতে বঙ্কিম-হেম-মধুসূদন-রঙ্গলাল-নবীন; ধর্ম্ম-সংস্কারের কাজে বিজয়কৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-কেশবচন্দ্র। উনবিংশ শতকের প্রারম্ভ হইতে শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাবসময় পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৮৭২ সাল পর্য্যন্ত বাংলার নবজাগরণের যে ইতিহাস, নব্য-ভারতের ইতিহাস তাহাই। কিন্তু এই যে বাহাত্তর সাল ইহার নানা পর্ব্বে নানা কাজের সূচনামাত্র, ভূমিকামাত্র পরিলক্ষিত হয়। দক্ষিণেশ্বরের দেববিগ্রহ ধর্ম্মসমন্বয়ের যে বিপ্লবী সাধনা স্বরু করিলেন, আমরা দেখিতে পাই তাহা ভারতসমুদ্র অতিক্রম করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকায় ব্যাপ্তিলাভ করিল ১৮৭২ সালের পর। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' বাস্তবের রূপ লইল ১৮৭২ সালের পর। মানবতার যে আদর্শ, প্রাচ্য পাশ্চাত্যে মিলন ঘটাইবার যে স্বপ্ন বেদান্তকেশরী বিবেকানন্দ পরিব্রাজকরূপে দেখিয়াছিলেন, তাহাও সিদ্ধিলাভ করে ১৮৭২ সালের পর। ভারতে নবজাতীয়তা উদ্বোধনের জন্য সুরেন্দ্রনাথ প্রথম

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যৌবনে যে ব্রত গ্রহণ করেন তাহা সফল হইল ১৮৭২ সালের পর। অথচ এতগুলি কাজের সূচনা প্রত্যেকের কর্ম্মের ভিতর দিয়া পূর্ব্বাহ্নেই হইয়া গিয়াছিল। উনবিংশ শতকের প্রারম্ভ হইতেই দেখিতে পাই ভারতের প্রাণপুরুষ দলে দলে বিকশিত হইয়া একেবারে শতদলে প্রস্ফুটিত হইলেন ১৮৭২ সালে শ্রীঅরবিন্দকেই আশ্রয় করিয়া। নবীন ভারতের ইতিহাসে তাই এই ১৮৭২ সালের একটি ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক মূল্য আছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।* তাঁহার নামটির মধ্যেই তাঁহার আবির্ভাবের সার্থকতা পরিলক্ষিত হয়। ইতিহাসের নেপথ্য বিধান ইহাই। সেইজন্য দেখা যাইতেছে যে বাংলায় ১৮৭২ সালের পর যেসব কার্য্যের সূচনা, তাহার পরিসমাপ্তির ভার ইতিহাসের বিধাতাপুরুষ যেন অর্পণ করিলেন শ্রীঅরবিন্দেরই উপর। তাহার লক্ষণও অতি সুস্পষ্ট। এই পরমাশ্চর্য্য মানুষটির জীবনপুঁথির পৃষ্ঠা একটির পর একটি উল্টাইলে দেখা যায় যে, পূর্ব্বাপর দেশনায়কদের সমস্ত গুণ একাধারে আশ্রয় করিয়াই প্রস্ফুটিত হইয়াছেন শ্রীঅরবিন্দ। রামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম-সম্পদ্, বিবেকানন্দের বৈরাগ্য, বিদ্যাসাগরের উদারতা ও তেজ, বিজয়কৃষ্ণের ভগবৎপ্রেম, বঙ্কিমচন্দ্র-বিপিনচন্দ্রের দেশাত্মবোধ, সুরেন্দ্রনাথের জাতীয়তা, রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-মানবতা—এসবই শ্রীঅরবিন্দের চরিত্র, চিন্তা, কার্য্য, রচনা এবং সাধনায় উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট। এমন দেদীপ্যমান, এমন ভাস্বর, এমন স্বয়ংপ্রকাশ এই মূর্ত্তি যে ইহাকে বুঝিতে কষ্ট হয় না, ভুল হয় না।

পুরাণে কথিত আছে অসুরশক্তির প্রভাবে দেবতারা যখন স্বর্গভ্রষ্ট

* এই ১৮৭২ সালে বঙ্কিম "বঙ্গদর্শন" মাসিক পত্রিকা বাহির করেন এবং ১৮৭২ সালে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র লইয়া আনন্দমঠ লিখিতে আরম্ভ করেন। এই ১৮৭২ সালে জাতির পিতা সুরেন্দ্রনাথের চাকুরী যায় এবং এই সময় হইতেই তাঁহার স্বাধীনতাস্পৃহা জাগিয়া উঠে। এই ১৮৭২ সালে মহামতি রাণাডে মহারাষ্ট্রদেশে "সার্ব্বজনিক সভা" স্থাপন করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করেন। ভারত-ইতিহাসে এই সাল হইতে নানাস্থানে দেশাত্মবোধের উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

পুস্তকালয় গুরুকুল কাংগড়ী
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইলেন, তখন হৃত স্বর্গ উদ্ধারের জন্য দেবতাদিগের পৃথক্ পৃথক্ শক্তি একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছিল। তখন সেই দেবতারা সকলে মিলিয়া তাঁহাদের স্ব স্ব দেবশক্তি একত্র করিয়া যে মাতৃমূর্ত্তি সৃষ্টি করিলেন, তাহাতেই দানবশক্তি পরাজিত ও ধ্বংস হইয়াছিল। বিংশ শতকের মানব আজ স্বর্গভ্রষ্ট। সমস্ত দেবশক্তি পৃথক্‌ভাবে মানুষের স্থায়ী কল্যাণ-বিধানে অসমর্থ। তাই শ্রীঅরবিন্দের ভিতর সমস্ত দেবশক্তির সমাবেশ। দানব-শক্তির পরাজয় এবং মানবের দেবত্বপ্রাপ্তি অনিবার্য্য। ইহাই শ্রীঅরবিন্দের সাধনা। ১৮৭২ সালের ইহাই ঐতিহাসিকতা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাব—শিক্ষা-দীক্ষা

"কাক কোকিলের ডিমে তা' দিয়ে বাচ্ছা বার করে; কোকিল কাকের কাছেই তার শৈশব কাটায়, কিন্তু যেই কোকিলত্বের সন্ধান সে পায়, অমনি আপনার জন চিনে নেয়।"

—শ্রীঅরবিন্দ।

যুগমানবের যখন আবির্ভাব হয়, তখন সেই যুগের চিহ্নিত মানুষ হইয়াই তিনি শুধু জন্মগ্রহণ করেন না, একান্তভাবে সেই যুগের সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে আত্মসাৎ করিয়াই তাঁহার আবির্ভাব। শ্রীঅরবিন্দ যখন বাংলার মানস-সরোবরে সহস্র দলে বিকশিত হইলেন, তখন উনবিংশ শতকের বাংলায় ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে, সমাজে, চিন্তায় বিপুল পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছিল। সেই পরিবর্ত্তনের চিত্তস্পর্শী পরিবেশের মধ্যেই তাঁহার জন্ম। ১৮৭২ সালে ইউরোপের নবজাগরণের অগ্রদূত ম্যাটসিনির মৃত্যুর অব্যবহিত কাল পরেই ঐ ১৮৭২ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতের ম্যাটসিনি* শ্রীঅরবিন্দ ভারতের তৎকালীন রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীঅরবিন্দের পিতা ছিলেন সাহেব ডাক্তার কে. ডি. ঘোষ, আই-এম্-এস্, এম্-ডি। তাঁহার দেশীয় নাম কৃষ্ণধন ঘোষ। কোন্নগরের বিখ্যাত কায়স্থ ঘোষবংশের তিনি মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান। জনসাধারণের কাছে তিনি 'কে. ডি. ঘোষ' নামেই পরিচিত ছিলেন। তাঁহার ব্যবহারে, পোষাক-পরিচ্ছদে তিনি পূরাদস্তুর সাহেবই ছিলেন। শুধু তাহাই নহে—তিনি ছিলেন একজন সংস্কারপন্থী স্বাধীনচেতা মানুষ। ব্রাহ্মসমাজের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা তাঁহাকে আকৃষ্ট করে। প্রথম যৌবনেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা

---

* ভারতে হোমরুল আন্দোলনের প্রবর্ত্তক মহীয়সী ডক্টর এনি বেসাণ্ট শ্রীঅরবিন্দকে ভারতের ম্যাটসিনি বলিয়া অভিহিত করেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গ্রহণ করেন এবং বঙ্গের তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের নেতা, জাতীয়তাবাদের ঋষি রাজনারায়ণ বসুর প্রথমা কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। বিবাহের পর ১৮৫৯ সালে কৃষ্ণধন ইংলণ্ড যাইয়া চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সেখানে কৃতিত্বের বলে তিনি খ্যাতির সঙ্গে আই-এম্-এস্ ও এম্-ডি পরীক্ষা পাশ করেন। পাশ করার পর তিনি ভারত সরকারের অধীনে সিভিল সার্ভিসের চাকুরী গ্রহণ করেন। ভারতবাসীর মধ্যে কৃষ্ণধন ঘোষই প্রথম সাহেব ডাক্তার অর্থাৎ আই-এম্-এস্।

কৃষ্ণধন যখন উচ্চশিক্ষিত হইবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন, সেই সময় তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়া ঋষি রাজনারায়ণ জামাতার উদ্দেশে এই সুন্দর কবিতাটি রচনা করেন ঃ

"Go son belov'd as pilgrim
hold to lands,
Beyond e stormy ocean's
wide domain,
Where commerce, art and
science freely rain
On free men blessing rare
with lib'ral hands.
Go, but still as ours remain
But not like apes, who change
their manners, dress,
And languages, of their trip
becoming vain."

এই কবিতাটির ভিতর দিয়া যুবক কৃষ্ণধনকে বৃদ্ধ রাজনারায়ণ যে উপদেশ দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার স্বাজাত্যবোধ এবং স্বধর্ম্মপ্রীতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। জামাতাকে এইভাবে উপদেশ দিবার উদ্দেশ্য হইল এই যে তিনি যেন বিলাত যাইয়া পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসিয়া নিজের দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিস্মৃত না হন কিংবা তাহা পরিত্যাগ করিয়া পরানুকারী না হন। সেখানকার জ্ঞানবিজ্ঞানের যাহা কিছু ভাল তাহা গ্রহণ করিয়া

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তিনি খাঁটি ভারতীয় হইয়াই দেশে ফিরিয়া আসেন—ইহাই ছিল রাজনারায়ণের বলিবার কথা।

কৃষ্ণধন দেশে ফিরিলেন শুধু সাহেব ডাক্তার হইয়া নয়, একেবারে পূরাদস্তর সাহেব হইয়া। তাঁহার বাড়ীর আদবকায়দা সবই ছিল বিলাতী। কথাবার্ত্তা যাহা বলা হইত তাহাও বেশীর ভাগ ইংরেজীতে; ছেলেদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা ছিল সবই বিলাতী ধরণে। ঘোষ সাহেবের সর্ব্বসমেত চারিটি পুত্র ও একটি কন্যা। ইহাদের মধ্যে প্রথম পুত্র বিনয়কুমার ঘোষ, দ্বিতীয় পুত্র মনোমোহন ঘোষ, তৃতীয় পুত্র শ্রীঅরবিন্দ, চতুর্থ—কন্যা সরোজিনী এবং কনিষ্ঠ পুত্র বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। কৃষ্ণধন সর্ব্বতোভাবে নিজেকে ও পুত্রকন্যাদের ইংরেজ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলেও এক বিষয়ে তিনি এই বাংলার খাঁটি মানুষ ছিলেন। কোন্নগরের ঘোষবংশের দেশজোড়া খ্যাতি ছিল বদান্যতায়। উত্তরাধিকারসূত্রে কৃষ্ণধন ছিলেন সেই গুণের অধিকারী। পলিমাটির দেশের মানুষের মন কোমল ও দয়াপ্রবণ না হইয়া পারে না। সাহেব ডাক্তার কৃষ্ণধনের মন ছিল তাহাই। দানে তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। এই বদান্যতার জন্যই লোকে তাঁহাকে "দাতাকর্ণ" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিল।

শ্রীঅরবিন্দের জন্মের পর যখন তিনি তিন পুত্রের পিতা হইলেন তখন বড় দুই ছেলেকে ইংরেজ করিবার জন্য ইংরেজ শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন এবং শিশু শ্রীঅরবিন্দের লালনপালনের ভার দিলেন একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলার হাতে। শ্রীঅরবিন্দ যখন পাঁচ বছরের বালক, সেই সময় কৃষ্ণধন তাঁহার ছেলেকে দার্জ্জিলিঙে লরেটো কনভেণ্ট স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। শুধু স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন না, তাহাদের তত্ত্বাবধানের ভার পর্য্যন্ত রাখিয়া দিলেন ইংরেজ শিক্ষকের উপর। ছেলেরা কেহই তাহাদের মায়ের কাছে লালিতপালিত ও বর্দ্ধিত হইবার অবকাশ পায় নাই—মায়ের স্নেহময় দৃষ্টি হইতে তাহারা যেন দূরেই পড়িয়া রহিল। বিলাতী শিক্ষার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই ধারা বাংলার কোমলহৃদয়া নারীর পক্ষে মানিয়া লওয়া খুব সহজ ছিল না। যদি গর্ভের সন্তানকে বক্ষে ধারণ করিতে না পারা যায়, তাহাকে বুকে রাখিয়া মানুষ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে সেই ক্ষুব্ধ মাতৃত্ব হৃদয়কে হাহাকারে ভরিয়া তোলে। শ্রীঅরবিন্দের জননীকে এই বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। ফলে তাঁহার গর্ভে যখন চতুর্থ সন্তান (কন্যা সরোজিনী), সেই সময় নিদারুণ মস্তিষ্কবিকৃতি অসুখে তিনি আক্রান্ত হইলেন।

দার্জ্জিলিঙের কনভেণ্টে শ্রীঅরবিন্দ মাত্র দুই বৎসর পড়িয়াছিলেন। একদিন দার্জ্জিলিঙের কাঞ্চনজঙ্ঘার পর্ব্বতশ্রেণী দেখিয়া শিশু শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজী কবিতায় কাঞ্চনজঙ্ঘার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতে কনভেণ্টের শিক্ষয়িত্রী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে কালে এই শিশু একজন শ্রেষ্ঠ কবি হইবে। শ্রীঅরবিন্দের বয়স যখন সাত বৎসর তখন ডাক্তার কে. ডি. ঘোষ দ্বিতীয়বার সপরিবারে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। উদ্দেশ্য ছিল স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং ছেলে তিনটিকে ইংলণ্ডে রাখিয়াই তাহাদের সাহেব করিয়া তোলা--শিক্ষায় এবং আচার-ব্যবহারে। সেটা ছিল ১৮৭৯ সাল। সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ করিয়াই কৃষ্ণধন ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেষ্টার সহরে আসিয়া তিনি স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। কিন্তু উহাতে বিশেষ কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন নাই। তিনটি পুত্রকেই তিনি ম্যাঞ্চেষ্টার গ্রামার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন এবং মিঃ ড্রুয়েট ও মিসেস ড্রুয়েট নামে একটি সুশিক্ষিত ইংরেজ পরিবারের মধ্যে ইঁহাদের রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। মিঃ ড্রুয়েট ও মিসেস ড্রুয়েট বেশীর ভাগ সময় শ্রীঅরবিন্দকে বাড়িতেই পড়াইতেন। অতি অল্পদিনের চেষ্টায় মিঃ ড্রুয়েট শ্রীঅরবিন্দকে ল্যাটিন ভাষায় সুপণ্ডিত করিয়া তোলেন এবং মিসেস ড্রুয়েটের চেষ্টায় শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১৮৮০ সালে কৃষ্ণধনের কনিষ্ঠ পুত্র বারীন্দ্রকুমার ম্যাঞ্চেষ্টার সহরে জন্মগ্রহণ করেন। বারীন্দ্রের জন্মের কিছুকাল পরে ডাক্তার ঘোষ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। ব্যবসায়ে আশানুরূপ কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে না পারায় প্রবাসে অর্থাভাবে তাঁহাকে বড় বিপদে পড়িতে হয় এবং ঋষি রাজনারায়ণের সাহায্যে তিনি সেই বিপদ্ হইতে উদ্ধার পান। শিশু বারীন্দ্র ও কন্যা সরোজিনীকে লইয়া তিনি দেশে ফিরিয়া ভারত সরকারের অধীনে আবার সিভিল সার্জ্জনের চাকুরী গ্রহণ করিলেন। বিলাতে চিকিৎসিত হইয়াও শ্রীঅরবিন্দের জননীর মস্তিষ্কবিকৃতি সারিল না। এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ ঋষি রাজনারায়ণ দেওঘরে বাস করিতেন। কৃষ্ণধন সেইজন্য স্ত্রী, কন্যা ও কনিষ্ঠ পুত্রকে দেওঘরে রাখিয়া কর্ম্মস্থলে গমন করেন। বিলাতে বিনয়, মনোমোহন ও শ্রীঅরবিন্দ লেখাপড়া শিখিতে লাগিলেন। আর বারীন্দ্র মানুষ হইতে লাগিলেন ঋষি রাজনারায়ণের হাতে।

বিনয়কুমার যথাসময়ে শিক্ষা শেষ করিয়া প্রথমে আই-এম্-এস্ এবং পরে আই-সি-এস্ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হন। তিনি দেশে ফিরিয়া কুচবিহারের মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারীর চাকুরী গ্রহণ করেন। মনোমোহন ঘোষ কৃতিত্বের সহিত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইণ্ডিয়ান এডুকেশন্যাল সার্ভিস লইয়া প্রথমে ঢাকা কলেজ এবং পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক-পদ গ্রহণ করেন। বিলাতে থাকিতেই তাঁহার অসামান্য কবিত্বপ্রতিভা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখনকার দিনে মনোমোহনের মত শুধু বাঙ্গালীদের মধ্যে নহে, ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজী সাহিত্যের অত বড় পণ্ডিত আর দ্বিতীয় কেহ ছিলেন না। 'Poet Monomohan Ghosh' এই নাম ইংরেজী সাহিত্যে আজও সসম্মানে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ছয় বৎসর ম্যাঞ্চেষ্টারে ড্রুয়েট পরিবারে থাকিয়া এবং ম্যাঞ্চেষ্টারের সেণ্ট পলস্ স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজী, ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন এবং ইউরোপীয় সকল ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। ১৮৮৫ সালে ড্রুয়েট পরিবার অন্যত্র চলিয়া যাওয়ায় শ্রীঅরবিন্দ লণ্ডনে আসিয়া সেখানকার সেণ্ট পলস্ স্কুলে ভর্ত্তি হন। দুই বৎসরের মধ্যেই ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় ও ব্যাকরণে তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব সকলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কিশোর অরবিন্দের প্রতিভায় তাঁহার অধ্যাপকগণ মুগ্ধ হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ ফরাসী ও ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে তাঁহার অধ্যয়নস্পৃহা নিবদ্ধ ছিল না। ইউরোপের সাহিত্যভাণ্ডারের যেখানে যত রত্নরাজি ছিল, শ্রীঅরবিন্দ একে একে তাহার সবই আহরণ করিলেন। ইতিহাস, কাব্য, সাহিত্য, দর্শন কিছুই বাদ দিলেন না। ইংরেজী কাব্যের রস আকণ্ঠ পান করিয়া সেই বয়সে তিনি কবিখ্যাতি লাভ করেন। এছাড়া ইতালিয়ান, জার্ম্মান, রাসিয়ান ও স্প্যানিস্ ভাষা শিক্ষাতেও তাঁহার চেষ্টা ও আগ্রহের শেষ ছিল না। এক বৎসর ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় কবিতা রচনার জন্য ঐ স্কুলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্ররূপে পরিগণিত হইয়া সমস্ত পারিতোষিক প্রাপ্ত হন এবং চৌদ্দ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়া চল্লিশ পাউণ্ড বৃত্তি লাভ করেন। তারপর ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের বিশেষ তত্ত্বাবধানে শ্রীঅরবিন্দ অচিরে ক্যামব্রিজ ক্লাসিক্স পরীক্ষা দিবার যোগ্যতা লাভ করেন। ১৮৮৮ সালের জানুয়ারি মাসে সেণ্ট পলস্ স্কুলে পারিতোষিক বিতরণী সভায় শ্রীঅরবিন্দ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের 'কোকিলের প্রতি' কবিতাটি আবৃত্তি করায় স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন এবং বাড়ী গিয়া নিম্নের কবিতাটি রচনা করেন :

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

TO THE CUCKOO

Sounds of the wakening world, the year's increase,
Passage of wind and all his dewy Powers
With breath and laughter of new bathed flowers
And that deep light of heaven above the trees,
Awake mid leaves the muse in golden peace
Sweet noise of birds, but most in heavenly showers
The cuckoo's voice pervades the lucid hours,
Is priest and summoner of these melodies,
The spent and weary streams refresh their youth
At that creative rain and barren grows.
Regain their face of flowers, in thee the ruth
Of Nature wakening her dead children moves.
But chiefly to renew thou hast the art
Fresh childhood in the obscured human heart.

১৮৮৯ সালে শ্রীঅরবিন্দ লণ্ডনের কিংস কলেজে ক্লাসিক্স পরীক্ষা দিবার জন্য ভর্তি হন এবং ১৮৯০ সালে ক্যামব্রিজ ক্লাসিক্যাল ট্রাইপোজ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ইংলণ্ডের ছাত্রসমাজ ও বিদ্বৎ-সমাজকে চমৎকৃত করিলেন। এই ক্যামব্রিজ ক্লাসিক্যাল ট্রাইপোজ পরীক্ষায় তিনি এত নম্বর পাইয়াছিলেন যে শ্রীঅরবিন্দের পূর্ব্বে বা পরে সেই সময় পর্য্যন্ত কেহই তত নম্বর পান নাই। ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি রবার্ট ব্রাউনিং-এর সুযোগ্য পুত্র সুকবি ও সাহিত্যিক অস্কার ব্রাউনিং শ্রীঅরবিন্দের প্রশ্নপত্রের উত্তর পরীক্ষান্তে শ্রীঅরবিন্দকে বলিয়াছিলেন :— "I have been examiner for scholarship examinations for thirteen years aad during that time I have never seen such a paper like yours. Your Essays are excellent." অর্থাৎ "আমি গত তের বৎসরকাল যাবৎ স্কলারসিপ পরীক্ষক নিযুক্ত আছি। কিন্তু এই সময়ে আমি যত ছাত্রের উত্তরপত্র পরীক্ষা করিয়াছি তাহার মধ্যে তোমার অপেক্ষা কাহাকেও মেধাবী দেখি নাই। তোমার প্রবন্ধরচনা সর্ব্বোত্তম।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১৮৯০ সালে বি. এ. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইবার পর পিতার অনুরোধে সেই বৎসরই তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়া প্রতিযোগিতায় উচ্চাসন লাভ করেন এবং ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় তিনি এত নম্বর পাইয়াছিলেন যাহা তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে কেহ পায় নাই। পরবর্ত্তী কালে আলিপুর বোমার মামলায় যে বিচারকের কাছে শ্রীঅরবিন্দের বিচার হইয়াছিল সেই বিচক্রফট্ সাহেবই শ্রীঅরবিন্দের পরের স্থান অধিকার করেন। কিন্তু সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় যত উচ্চ স্থানই লাভ করুন না কেন, ভারত সরকারের বিচারবিভাগে কাজ করিতে হইলে উক্ত পরীক্ষার অঙ্গস্বরূপ অশ্বারোহণ পরীক্ষা দিতে হয়। কিন্তু ভবিষ্যজীবনে যে রাজশক্তির বিরুদ্ধে তাঁহাকে দাঁড়াইতে হইবে, তাহার অধীনে এই 'Heaven born' চাকুরী গ্রহণ শ্রীঅরবিন্দের কল্পনার বাহিরে ছিল। পিতাকে তিনি তাই নিরাশ করিলেন। ইচ্ছাপূর্ব্বক তিনি উক্ত পরীক্ষা হইতে অনুপস্থিত হইলেন। পরের বৎসরও শ্রীঅরবিন্দকে অশ্বারোহণ পরীক্ষা দিবার জন্য ডাকা হইয়াছিল কিন্তু সেবারও তিনি পরীক্ষাক্ষেত্রে গেলেন না। শ্রীঅরবিন্দ তখনই স্বীয় ভবিষ্যজীবনের কর্ম্মধারা একপ্রকার ঠিক করিয়া লইয়াছিলেন। তাই শ্রীঅরবিন্দ 'আই-সি-এস্ অরবিন্দ' হইলেন না। ইংলণ্ডে শ্রীঅরবিন্দের দ্বাদশবর্ষব্যাপী যে ছাত্রজীবন, তাহা ছিল দুশ্চর তপস্যার মত। পৃথিবীর ইতিহাসে এইরকম দেদীপ্যমান ও সার্থকতামণ্ডিত ছাত্রজীবন ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখা যায় নাই। আর কোন ভারতীয় আজ পর্য্যন্ত এত দীর্ঘকাল ইউরোপের শিক্ষা ও সভ্যতার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন নাই। কিন্তু এই দীর্ঘকাল ইউরোপের শিক্ষা ও সভ্যতার মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়াও, ভারতের অরবিন্দ তিলমাত্র "সাহেব" অরবিন্দে পরিণত হন নাই। তাঁহার চরিত্র, চিন্তা এবং মনের গঠনে যেসব উপাদান ছিল তাহা যে একান্তভাবেই ভারতীয় তাহাই তিনি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিলেন। বাঙ্গালী তিনি, কিন্তু বাংলা ভাষায় শিক্ষা-লাভ করেন নাই; ভারতীয় তিনি, কিন্তু কোন ভারতীয় ভাষার সঙ্গেই তাঁহার ছাত্রজীবনে কোন পরিচয়ই ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পাশ্চাত্য শিক্ষা শ্রীঅরবিন্দকে পাশ্চাত্য মনোভাবসম্পন্ন এক পরানুকারী 'দেশী সাহেবে' পরিণত করিতে পারে নাই। কাকের বাসায় মানুষ হইয়াও তিনি কোকিলই ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের চরিত্রকে সম্যক্ বুঝিতে হইলে এই তথ্যটি বিশেষভাবে আমাদের মনে রাখা দরকার।

গৌরবময় ছাত্রজীবন শেষ হইল; সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিলেন। তখন তাঁহার বয়স আঠার বৎসর কয়েক মাস মাত্র। পুত্র সিভিল সার্ভিস এবং বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে শুনিয়া ১৮৯০ সালে কৃষ্ণধন ঘোষ তাঁহার বড় শ্যালক, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসুকে এক পত্র লিখিলেন "……Ara I hope will glorify his country by brilliant administration. I shall not live to see it……." পিতার এই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক করিয়া শ্রীঅরবিন্দ কিভাবে দেশের মুখোজ্জ্বল করেন, সেকথা পরে দেখা যাইবে।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ও বি. এ. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইবার পর শ্রীঅরবিন্দ বিলাতের সাময়িক পত্রিকায় কবিতা লিখিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। সেই সঙ্গে তাঁহার চিত্তে রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ক্রমে তীব্র হইয়া উঠিতে থাকে এবং কি করিয়া ভারত উদ্ধার করিবেন সেই চিন্তায় মগ্ন হন। তখনও পর্য্যন্ত ভারতের সঙ্গে তাঁহার কোন পরিচয় ছিল না। তাই নিজের চেষ্টায় ও যত্নে ভারতীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হইবার উদ্দেশ্যে তিনি ভারতীয় দর্শন, পুরাণ ও ইতিহাসের ইংরেজী অনুবাদ যাহা কিছু যেখানে সংগ্রহ করিতে পারিতেন তাহাই নিবিষ্টচিত্তে পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে তরুণ চিত্তে ভারতের উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল—তখনও তাহার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সবগুলি রং ও রেখা স্পষ্ট হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার বয়স যখন এগার বৎসর তখন পিতার এক পত্রে তিনি প্রথম জানিতে পারেন যে শাসক ইংরেজ ভারতবাসীদের নিতান্তই অনুকম্পার চক্ষে দেখিয়া থাকেন এবং ভারতশাসন ব্যাপারে ভারতবাসী সম্পর্কে ইংরেজের নির্ম্মম ঔদাসীন্য দেশের জনগণচিত্তে ইতিমধ্যেই বিদ্বেষের আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে। পিতার নিকট হইতে সেই সময় তিনি যেসব ভারতীয় সংবাদপত্র পাইতেন তাহা পাঠ করিয়া শ্রীঅরবিন্দ জানিতে পারেন যে, ইংরেজের হস্তে ভারতীয়গণ প্রায়ই লাঞ্ছিত হইয়া থাকেন। এইসব হইতে তিনি সেই কিশোর বয়সেই বুঝিতে পারেন যে তিনি একটি পরাধীন দেশের সন্তান, এবং বিদেশী শাসনের নিগড়ে ভারতের এই শোচনীয় পরাধীনতা। সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল স্বাধীনতাস্পৃহা। যখন তিনি ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সেই সময় ভারতীয় ছাত্রদের দ্বারা গঠিত ভারতীয় মজলিসের তিনি একজন সভ্য হইয়াছিলেন, পরে ইহার সম্পাদক হন। এই মজলিসে শ্রীঅরবিন্দ বিপ্লবাত্মক অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার এই রাজনৈতিক চিন্তার জন্য সিভিল সার্ভিসের ইস্পাত কাঠামোয় তাঁহার স্থান হইবে না। নেপথ্যে থাকিয়া তাঁহার জীবনবিধাতার এই বিধানই ছিল যে ভবিষ্যজীবনে স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্ত্তিরূপে একদিন যিনি তাঁহার দেশবাসীর নিকট প্রকাশিত হইবেন, 'আই-সি-এসের স্বর্গ' তাঁহার জন্য নহে। তিন ভাইয়ে মিলিয়া এই সময় প্রবাসে ছাত্রাবস্থাতেই একটি বৈপ্লবিক সমিতি গঠন করেন। এই সমিতিতে আয়ার্ল্যাণ্ডেরও কয়েকজন ছাত্র ছিলেন।

ভারতের তৎকালীন সুবিখ্যাত মডারেটপন্থী নেতা দাদাভাই নৌরজী এই সময় ইংলণ্ডে ছিলেন। দাদাভাই নৌরজীর রাজনৈতিক মতের প্রতিবাদ করিতে কিশোর অরবিন্দ ইতস্ততঃ করেন নাই। ইংলণ্ডে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভারত-পুরুষ—শ্রীঅরবিন্দ—

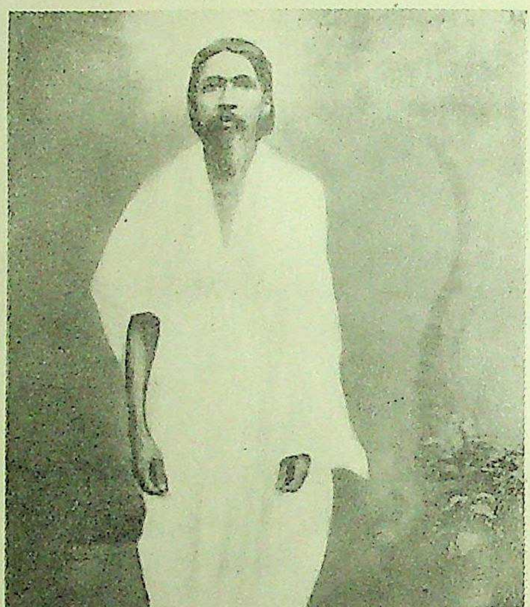

চন্দননগরে—শ্রীঅরবিন্দ (১৯১০)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রবাসজীবনের শেষের দিকে তাই তিনি নিজনামানুসারে "লোটাস অ্যাণ্ড ড্যাগার' নাম দিয়া একটি গুপ্ত সমিতি গঠন করেন। এই সমিতির প্রত্যেক সভ্য এই শপথ গ্রহণ করে, বৈদেশিক শাসনের নাগপাশ হইতে যে যে উপায়ে পারে ভারতকে মুক্ত করিবে। সমিতির কার্য্যকলাপ অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী হয় এবং পরে ইহার অস্তিত্ব বিলোপ হইলেও ব্যক্তিগতভাবে এই সমিতির যে কয়েকজন সভ্য শপথ রক্ষা করিয়াছিলেন, শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে শ্রীঅরবিন্দ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার পর কৃষ্ণধন স্বভাবতঃই আশা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্র এইবার একটা কিছু হইবে। কিন্তু সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার পর পুত্রের মতিগতি দেখিয়া কৃষ্ণধন ছেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হইলেন এবং আর অযথা বিলাতে সময় না কাটাইয়া তাঁহাকে অবিলম্বে দেশে ফিরিতে লিখিলেন। কিছুদিন পরে যে জাহাজে তাঁহার আসিবার কথা ছিল, পথিমধ্যে তাহা ডুবিয়া গেল। পুত্রশোকে কাতর হইয়া ডাক্তার ঘোষ দিবারাত্র মদ্যপান করিতে থাকেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

পিতার পত্র পাইয়া শ্রীঅরবিন্দ দেশে ফিরিবেন স্থির করিলেন। দেশে ফিরিয়া কি করিবেন তাহা তখন পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট অজ্ঞাত ছিল। ঠিক এই সময় এক বিচিত্র যোগাযোগ সংঘটিত হয়। বরোদার মহারাজা এই সময় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ. পরীক্ষা দিবার জন্য লণ্ডনে আসিয়া উপনীত হইলেন। লণ্ডনে পদার্পণ করিয়া তরুণ মহারাজা শ্রীঅরবিন্দের খোঁজ করিতে থাকেন। ভারতত্যাগের পূর্ব্বেই তিনি ইহার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছিলেন। তৎকালীন আসামের চীফ্ কমিশনার স্যার হেনরী কটনের ভ্রাতা শ্রীঅরবিন্দকে একখানি পরিচয়-পত্র দিয়া মহারাজার নিকট তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন। শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রতিভায় উজ্জ্বল মুখ, ধীর গম্ভীর প্রকৃতি, স্বল্পবাক্, অনাড়ম্বর অরবিন্দকে দেখিবামাত্র মহারাজার চিত্ত তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। দুইজনেই প্রায় সমবয়সী। প্রথম দর্শনেই মহারাজা অরবিন্দকে সুহৃদ্ হিসাবে গণ্য করিলেন এবং তখনই তাঁহাকে তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে নিযুক্ত করিয়া নিজের কাছে রাখিলেন। পূর্ব্বসঙ্কল্পমত তাঁহার আর তখনই দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করা হইল না।

আগেই বলা হইয়াছে, দ্বাদশবর্ষ কাল ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করিয়া শ্রীঅরবিন্দ ইউরোপের জ্ঞানভাণ্ডারের সমস্ত রত্নরাজি সযত্নে সংগ্রহ করেন এবং তাহার পর ভারতের কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে পরিচয় লাভ করিতে ব্যগ্র হন। পাশ্চাত্যের জ্ঞানভাণ্ডার নিঃশেষ করিবার পর তাঁহার আগ্রহ হইল প্রাচ্যের জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশ করিতে। বরোদার রাজার সহিত আরও দুই বৎসর কাল ইংলণ্ডে থাকিয়া তিনি প্রচুর অবকাশ ও সুযোগ পাইলেন এবং পরিপূর্ণভাবে তাহার সদ্ব্যবহার করিলেন। ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় দর্শন, বেদ, পুরাণ প্রভৃতির সম্পর্কে অল্পবিস্তর যাহা জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন তাহা প্রধানতঃ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে। এক্ষণে মূল সংস্কৃতের মারফৎ তিনি এইসব বিষয়ের অনুশীলন করিতে লাগিলেন। একদিন তাঁহার হাতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' গিয়া পৌছায়। তখনও পর্য্যন্ত তিনি বাংলা জানিতেন না, কিন্তু স্বাভাবিক ধীশক্তিবলে আনন্দমঠের মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিলেন এবং ঋষিজ্ঞানেই বঙ্কিমচন্দ্রকে হৃদয়ে স্থান দিলেন। শ্রীঅরবিন্দ চিরদিনই স্বল্পবাক্ এবং শান্ত প্রকৃতির। কোনওরূপ চপলভাব বা চাঞ্চল্য তাঁহার স্বভাবের ত্রিসীমানায় ছিল না। নৈঃশব্দ্যই যেন তাঁহার চিরসহচর। তাই দ্বাদশ বৎসর ছাত্রজীবনে বড় একটা কাহারও সহিত মিশিতেন না, বৃথা সময় অতিবাহিত করিতেন না—দিবারাত্র একাগ্রচিত্তে অনলসভাবে জ্ঞান সঞ্চয় করিতেন। সাধারণতঃ 'গ্রন্থকীট' বলিতে যাহা বুঝায় তিনি সেইরকম ছাত্র ছিলেন না। অধ্যয়ন ছিল তাঁহার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তপস্যা। অধীত বিষয় তাই তিনি সহজেই আয়ত্ত করিতে পারিতেন। তাই তাঁহার সমগ্র ছাত্রজীবন জ্ঞানের অন্বেষণে ও অনুশীলনেই অতিবাহিত হয়, অন্যদিকে মন দিবার সময় বা ইচ্ছা তাঁহার আদৌ ছিল না। ছিল না বলিয়াই এই দীর্ঘকাল ইংলণ্ডে থাকিয়া, ইংরেজ পরিবারের মধ্যে থাকিয়া, ইংরেজ ছাত্রদের সঙ্গে মিশিয়াও তিনি যাহাকে আমরা বলি 'smart'—তাহা হইতে পারেন নাই। সহজ সরল অনাড়ম্বর সেই জীবনে পরিচ্ছদের বাহুল্য ছিল না, কৃত্রিমতার লেশমাত্র ছিল না। বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি ত কোটের বোতাম লাগাইতেই জানিতেন না; চুল কাটিতে চাহিতেন না বা নেকটাই ব্যবহার করিতেন না। এইসব হইতেই বুঝা যায় যে শ্রীঅরবিন্দ জন্মাবধি ভারতীয় এবং ভারতীয় হইয়া থাকাতেই গৌরব অনুভব করিতেন। তাঁহার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁহার নামের সহিত একটা অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে।

पुस्तकालय
गुरुकुल कांगड़ी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তৃতীয় অধ্যায়

বরোদার জীবন—আত্মপ্রস্তুতি

"......যুগযুগান্তের ভারত মরে নাই, তাহার সৃষ্টির শেষ কথা এখনও বলা হয় নাই; সে জীবিত রহিয়াছে নিজের জন্য, সমগ্র মানবজাতির জন্য এখনও তাহার কিছু করিবার রহিয়াছে; আর এখন যাহা জাগ্রত হইতে চাহিতেছে, তাহা একটা ইংরেজিভাবাপন্ন প্রাচ্য জাতি নহে, পাশ্চাত্যের শিষ্য হওয়া এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার পুনরভিনয় করাই তাহার নিয়তি নহে......।"—শ্রীঅরবিন্দের (১৯১৪-১৯ সালে লিখিত) " Defence of Indian Culture" হইতে।

পূর্ণ চৌদ্দ বৎসর কাল ইংলণ্ডে অবস্থানের পর ১৮৯৩ সালের প্রথমে শ্রীঅরবিন্দ ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বোম্বাইয়ের এপোলো বন্দরে অবতরণ করিয়া ভারতের মাটিতে প্রথম পা দিবার সময়ই আশৈশব মাতৃস্নেহে বঞ্চিত শ্রীঅরবিন্দ মানসচক্ষে দেশজননীর শৃঙ্খল-জর্জ্জর করুণ-মূর্ত্তি উপলব্ধি করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তরুণ হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা লইয়া দেশমাতৃকার চরণে প্রণাম করিলেন। সদ্য ইংলণ্ডপ্রত্যাগত, পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রীঅরবিন্দের মনে তখন যে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা অপরে বুঝিতে সক্ষম নহে। জন্মাবধি তিনি বিদেশী ভাবধারায় লালিতপালিত, দেশকে তখনও পর্য্যন্ত ভাল করিয়া চিনেন নাই, দেশজননীকেও চিনেন নাই। তথাপি বত্রিশ-নাড়ীর টান তিনি যেন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেন। তাই ভারতের মাটিতে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই এক বিচিত্র বিহ্বলতা তাঁহার চিত্তকে আচ্ছন্ন করিল—সে বিহ্বলতা দেশাত্মবোধের বিহ্বলতা। তাহার পর শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার গর্ভধারিণী মাতাকে এবং দেওঘরের বুড়া শিব মাতামহ রাজনারায়ণকে দেখিতে আসেন। তখন মাতার মস্তিষ্ক এইরূপ বিকৃত যে শ্রীঅরবিন্দকে নিজ সন্তান বলিয়া চিনিতেই পারিলেন না। ভগ্নহৃদয়ে তখন তিনি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

২৫০৬৮
৩০.১১.৫
৪৩ ৪/৮
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বরোদার কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া নিজকার্য্যে মনপ্রাণ সমর্পণ করিলেন। কিছুদিন বরোদায় থাকিবার পর শ্রীঅরবিন্দ বরোদার মহারাজের সহিত কাশ্মীর-ভ্রমণে যান। সেখানেও মা কালীর মূর্ত্তি দেখিয়া একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়েন। ইহার কিছুকাল পরে নর্ম্মদাতীরে মা কালীর সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেন।

কাশ্মীর-ভ্রমণের পর শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় ফিরিলেন। ইংলণ্ডে থাকিবার সময় মহারাজা তাঁহার সান্নিধ্যে থাকিয়া শ্রীঅরবিন্দকে বুঝিবার সম্পূর্ণ স্থযোগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু রাজ্য হারাইবার আশঙ্কায় আইন বাঁচাইয়া শ্রীঅরবিন্দকে লইয়া চলিতে হইত। প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ ছাড়াও মহারাজা তাঁহাকে রাজস্ববিভাগের কাজে নিযুক্ত রাখিয়া তাঁহার রাজত্ব স্থদৃঢ় করিয়া লইলেন। কাজ করিতে হয় তাই করেন, কিন্তু জল হইতে মাছকে ডাঙ্গায় তুলিলে মাছের যে অবস্থা হয়, শ্রীঅরবিন্দও যেন সেইরকম একটা অসোয়াস্তি বোধ করিতেন—কিন্তু মুখে তাহা প্রকাশ করিতেন না। মহারাজা শীঘ্রই ইহা উপলব্ধি করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের যোগ্য কাজের ব্যবস্থা করিলেন। এত বড় একজন উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা ঠিক যে কাজ সম্ভব তিনি তাঁহাকে সেই কাজেই নিয়োগ করিলেন। রাজ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য শ্রীঅরবিন্দকে মহারাজা তাঁহার কলেজে ইতিহাস ও রাজনীতির অধ্যাপকের পদ দান করিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীঅরবিন্দ রাজ-কলেজের সকলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে, মহারাজা তাঁহাকে সহকারী অধ্যক্ষের পদে বরণ করিলেন। তখনও পর্য্যন্ত রাজপ্রাসাদে মহারাজার সঙ্গেই একত্র তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা ছিল। প্রাসাদের ঐশ্বর্য্যবিলাস তাঁহাকে পীড়া দিত। আশৈশব অল্পভোজী, সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্ত শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে রাজকীয় আহার্য্য এবং দুগ্ধফেননিভ স্থকোমল রাজশয্যা স্বচ্ছন্দমনে গ্রহণ করা একান্তই অসম্ভব ছিল। তাহার উপর রাজপ্রাসাদে থাকিলে ছাত্রদের সেখানে

পুস্তকালয়
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar
গুরুকুল কাংগড়ী

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যাতায়াত একরূপ অসম্ভব হইত, তাই তিনি মহারাজাকে বলিয়া রাজবাড়ীর সংলগ্ন একটি বাড়ীতে নিজের থাকিবার স্থান ঠিক করিয়া লইলেন। বাহুল্যবর্জ্জিত, সরল, অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত মানুষটি এখন যেন স্বস্তি অনুভব করিলেন। তাঁহার বাসস্থানে বিলাসিতার লেশমাত্র ছিল না। অত্যন্ত সাদাসিধা ব্যবস্থা। একখানি লোহার খাটিয়ার উপর কম্বল মুড়ি দিয়া নিদ্রা যাইতেন। ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে যতটুকু প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত আহার্য্য তিনি গ্রহণ করিতেন না। রুটি, ভাত ও একটি তরকারী—ইহা ছিল তাঁহার খাদ্যতালিকা। শীতকাল ভিন্ন গায় জামা দিতেন না, দেশী মোটা কাপড় ভিন্ন বাড়ীতে অন্য কোন বেশভূষা তাঁহার ছিল না। পাদুকার মধ্যে ছিল অতি সাধারণ একজোড়া নাগরা জুতা। কেবলমাত্র কলেজে বা রাজসরকারের কাজে যাইবার সময় কোটপ্যাণ্ট ব্যবহার করিতেন, কিন্তু কখনও মাথায় সাহেবী টুপি দিতেন না। টুপির পরিবর্ত্তে পাগড়ী ব্যবহার করিতেন। কল্পনা করিতেও মন অভিভূত হয় কেমন করিয়া রাজপ্রাসাদের পরিপূর্ণ ভোগৈশ্বর্য্যের পার্শ্বে এই মানুষটি বৈরাগ্যের ধুনি জ্বালাইয়া নিরাসক্ত সরল জীবন যাপন করিতেন।

কিন্তু সে জীবনে অবসর বা আলস্য বলিয়া কিছু ছিল না। পঠন ও পাঠনের মধ্যেই তাঁহার সমস্ত সময় অতিবাহিত হইত। কলেজের কাজের বাহিরে বাকী সময় অধ্যয়নেই কাটিত। মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত তন্ময় চিত্তে মোমবাতি জ্বালাইয়া তিনি পড়িতেন। কিন্তু কী পড়িতেন? তখনও কি পড়িবার কিছু বাকী ছিল? ইউরোপের জ্ঞানভাণ্ডার নিঃশেষ করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। ক্যামব্রিজের ডিগ্রি পাইয়া শ্রীঅরবিন্দ বুঝিয়াছিলেন শিক্ষা এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। কারণ তখন পর্য্যন্ত ভারতীয় দর্শন প্রভৃতি তাঁহার ভাল করিয়া পড়িবার সুযোগ হয় নাই। সেই অসম্পূর্ণ শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্যই এই অধ্যয়ন। প্রথমে ভারতীয় ভাষা শিক্ষা, তাহার পর রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, পুরাণ, উপনিষদ্, ইতিহাস, রাজনীতি,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সমাজনীতি—একে একে এইসব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিক্ষা করিবার আগ্রহ হইল। ইহা শেষ করিয়া মাতৃভাষা শিক্ষায় মন দিবার সঙ্কল্প করিলেন। বাংলা ভাষা শিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র-হেমচন্দ্রের রচনার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে হইবে। এই দুঃসাধ্য প্রয়াসেই রাত্রির দীর্ঘ প্রহর পর্য্যন্ত তিনি বিনিদ্র থাকিতেন। প্রথমে মারাঠী, গুজরাটী, সংস্কৃত এবং বরোদারাজ্যে প্রচলিত অন্য দুইএকটি ভাষা—এই পাঁচটি ভাষা আয়ত্ত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ভাষায় লিখিত সমস্ত শ্রেষ্ঠ পুস্তকগুলি গভীরভাবে অধ্যয়ন করিলেন। এইরূপে তিনি ভারতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সহিত সম্পূর্ণভাবে পরিচিত হইলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা মিটিল না। বুঝিলেন যে মাতৃভাষার সঙ্গে ভালরূপে পরিচিত না হইতে পারিলে তাঁহার ভবিষ্য কর্ম্মজীবন ঠিক পথে পরিচালিত হইবে না। এই উদ্দেশ্যেই তিনি এইবার বিশেষ মনোযোগসহকারে নিজে নিজে বাংলা শিখিতে লাগিলেন এবং "বন্দে মাতরম্" মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন।

বরোদার রাজ-কলেজের সহকারী অধ্যক্ষের পদে থাকিবার সময় তিনি প্রতিমাসে কলেজ হইতে বেতন পাইতেন ৭৫০৲ টাকা। কিন্তু তাঁহার মাসিক খরচের তালিকার পরিমাণ ছিল সাড়ে সাতশ টাকারও বেশী। মাকে দিতেন মাসে দুইশত টাকা, আর দুঃস্থ আত্মীয় ও গরীব-দুঃখীদের দিতেন ৪০০।৫০০৲ টাকা। আর ইহার উপর প্রতিমাসে নিজের অধ্যয়নের জন্য বই কিনিতেন এক হাজার হইতে দেড় হাজার টাকার। এত টাকা তিনি পাইতেন কোথায়? বেতন যাহা পাইতেন, ব্যয় ছিল তাহার তিন-গুণ। কিন্তু কেহ জানিত না যে শ্রীঅরবিন্দকে বরোদারাজের অদেয় কিছুই ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ নিজে টাকা স্পর্শ করিতেন না। যখন যাহা দরকার হইত রাজসরকারে লিখিয়া পাঠাইতেন। রাজারও আদেশ ছিল শ্রীঅরবিন্দের স্বাক্ষর থাকিলে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া টাকা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দিতে এবং তাহা রাজার নামে খরচ লিখিয়া রাখিতে। মহারাজের এই ঔদার্য্য শ্রীঅরবিন্দকে মুগ্ধ করিত।

বাংলা ভাষা শিখিবার পর শ্রীঅরবিন্দ বাংলায় আসিয়া বাংলাকেই কর্ম্মক্ষেত্র করিয়া কাজ করিবেন মনঃস্থ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতিও ঠিক করিয়া ফেলিলেন। তিনটি স্তরে সেই কর্ম্ম-পদ্ধতিকে ভাগ করিলেন: প্রথমে ঋষি বঙ্কিমের "বন্দে মাতরম্" মন্ত্র লইয়া বিপ্লবের সাধনা আরম্ভ করিবেন, তাহার পর দেশবাসীর অন্তরে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগাইয়া তুলিবেন, সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহের চেতনা জাগরূক করিবেন, এবং সর্ব্বশেষে অসহযোগ ও নিরস্ত্র প্রতিরোধের পথে সংগ্রাম করিবেন। শেষে অধ্যাত্মশক্তিতে দেশকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া ভারতকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। অর্থাৎ প্রথমে রজোগুণের সাধনা সম্পূর্ণ হইলে সত্ত্বগুণের সাধনা করিবেন। মনের এই ভাব তখনও পর্য্যন্ত কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন নাই। সাধকের নিষ্ঠা লইয়া সঙ্কল্পের আহিতাগ্নি হৃদয়ের মধ্যে অনির্ব্বাণ জ্বালাইয়া রাখিতেন।

তাঁহার মনের এই চিন্তা রচনায় প্রকাশ পাইল। প্রথমে কলেজের ম্যাগাজিনে ভারতীয় ভাবধারায় ইংরেজী কবিতা লিখিলেন। তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া তিনি আর একখানি উপযুক্ত পত্রিকার সন্ধান করিতে লাগিলেন। এমন সময় (১৮৯৩ সালের শেষের দিকে) শ্রীঅরবিন্দের ক্যামব্রিজের সহপাঠী কে. জি. দেশপাণ্ডে বোম্বাই হইতে প্রকাশিত ইন্দুপ্রকাশ নামে রাজনৈতিক-বিষয়ক একখানি পত্রিকার সম্পাদক হন। শ্রীঅরবিন্দ এই পত্রিকায় "ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র" ও "বন্দে মাতরম্" সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে এই পত্রিকায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা করিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিলেন। তিনি কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া লেখেন যে 'কতকগুলি ইংরেজীশিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তিদের জন্যই এই নীতি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ইহাতে কোটি কোটি নিরন্ন দরিদ্র ও অশিক্ষিত লোকের কোন উপকারই হইবে না। দেশে এখন এমন আন্দোলনের প্রয়োজন যাহাতে দরিদ্র জনসাধারণের উপকার হয় এবং সেই সঙ্গে শাসকবর্গের চৈতন্যোদয় হয়'।* ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্"-কে শ্রীঅরবিন্দ প্রথম হইতেই তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের একমাত্র মন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, 'স্লোগান' হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। ভারতের আর কোন রাষ্ট্রনেতার জীবনে ইহা আমরা পাই না। আজ তাই মনে হয়, শ্রীঅরবিন্দ না থাকিলে বঙ্কিমচন্দ্রের এই মহামন্ত্রটির স্বরূপ আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। তাই ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচারে বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনের গুরু বলা যাইতে পারে। এই 'ইন্দুপ্রকাশ' কাগজেই বঙ্কিম সম্বন্ধে ইংরেজীতে তিনি একাধিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষ প্রবন্ধটিতে শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছিলেন:

"যাহাই কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত বা রক্ষা হউক না কেন বঙ্কিমের খ্যাতি কখনো বিনষ্ট হইতে পারে না ...... হে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ধুরন্ধরগণ, আপনাদের দৃষ্টি আজ শাসনপরিষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ...... বঙ্কিমচন্দ্র আপনাদের নিকট একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বৃথা আত্মপ্রশংসায় আমাদের স্ফীত হওয়া উচিত নহে। আদালতের উচ্চাসনে কিম্বা আইনজীবীর গৌরবে অধিষ্ঠিত হইয়া কেবলমাত্র আইনের জ্ঞানকেই সারবস্তু বলিয়া গণ্য করিলে

* শ্রীঅরবিন্দ কংগ্রেসের নীতির যে সমালোচনা করেন, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহার পূর্ব্বে কংগ্রেস সম্পর্কে ঠিক অনুরূপ চিন্তাধারা আর একজন অখ্যাতনামা বাঙ্গালীর রচনায় আমরা পাই। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে বিশেষ কোন ভাবধারা ব্যক্তিবিশেষের সম্পদ্ নহে, প্রকৃতপক্ষে উহা ভগবানেরই। এই অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিচিত প্রবন্ধটির একাংশ এখানে উদ্ধৃত হইল: "যতদিন না আমরা বুঝিতে পারি এবং জনসাধারণকে বুঝাইতে পারি 'ন্যাশানাল কংগ্রেস কি?' ততদিন লোকপ্রচারিত কোন উত্তর পাইলেও আমরা নীরব হইব না। মনে মনে জিজ্ঞাসা করিব—'ন্যাশানাল কংগ্রেস কি?' কংগ্রেসের অনুষ্ঠাতা প্রতিষ্ঠাতা বন্ধুগণ কি আমাদের প্রশ্নে কর্ণপাত করিবেন না? যদি তাঁহারা আমাদের প্রশ্ন অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই বুঝিব, ন্যাশানাল কংগ্রেস অর্থে পাশ্চাত্য শিক্ষিতের প্রদর্শনী বা পাশ্চাত্য শিক্ষিতের মহামেলা।" —শ্রীচন্দ্রশেখর সেন। কালিয়াচক্, মৈমনসিং, ১৮৮৮ সাল (১৯৪৯ সালের ৩১শে আগষ্টের, দৈনিক বসুমতীতে প্রকাশিত)।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চলিবে না। ...... মহৎ চিন্তা, মহৎ কার্য্য এবং অমর রচনা—ইহাই মনুষ্যজীবনের আদর্শ। বঙ্কিম-মধুসূদন পৃথিবীকে এই তিনটি মহৎ জিনিষ দান করিয়া গিয়াছেন—বাংলা সাহিত্যে এবং বাংলা ভাষায় তাঁহারা ইহার প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। ...... তাই তাঁহারা মৃত হইয়াও আজ জীবিত রহিয়াছেন। ভবিষ্যৎ বংশধরেরা যেদিন বিচার করিবে সেদিন তাহারা সংকীর্ণচেতা কোন সমাজ-সংস্কারক কিম্বা ভাগ্যান্বেষী কোন রাজনৈতিককে ভারতের স্রষ্টা বলিয়া স্বীকার করিবে না—স্বীকার করিবে সেই মহানচেতা বাঙ্গালীকে যিনি নিঃশব্দে নিভৃতে প্রকৃতির মত নিঃস্বার্থ হৃদয়ে পরম সৃষ্টির সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন......যিনি একটি ভাষা, সাহিত্য ও জাতি গড়িয়া গিয়াছেন—সেই বঙ্কিমচন্দ্রকে।"

ইন্দুপ্রকাশ কাগজে প্রকাশিত অপর একটি ইংরেজী প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছিলেন ঃ

"যে দেশের শাসনতন্ত্র দেশবাসীর সম্মতি লইয়া রচিত হয় নাই, সেই শাসনতন্ত্রের কাছে আবেদন প্রার্থনা অথবা নিয়মানুগ আন্দোলন নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র।"

কংগ্রেস সম্পর্কে 'ইন্দুপ্রকাশে' শ্রীঅরবিন্দ যখন "পুরাতনের জন্য নূতন প্রদীপ" (New lamp for old)-শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিলেন, তখন প্রবীণ মারাঠী নেতা মহাদেও গোবিন্দ রাণাডের মত লোক পর্য্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ইংরেজের নিকট আবেদন নিবেদন করিতে অভ্যস্ত এইসব কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ 'ইন্দুপ্রকাশ' কাগজে শ্রীঅরবিন্দের নূতন বিপ্লবাত্মক চিন্তা সহজে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। এমন স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ এবং কঠিন সত্যকে তাই তাঁহারা স্বীকার করিতেও পারিলেন না। তাঁহারা ইংরেজ সরকারের কৃপালাভে বঞ্চিত হইবার ভয়ে ঐ কাগজের কর্তৃপক্ষকে শ্রীঅরবিন্দের আর কোন রাজনৈতিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। জাতিকে নূতন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে যাঁহারাই অগ্রগামী হইয়াছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই, একদল লোক চাহিয়াছে তাঁহাদের কণ্ঠ রুদ্ধ করিতে। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যুগের চিহ্নিত হইয়া যুগের প্রয়োজনে যাঁহাদের আবির্ভাব হয়, তাঁহাদের চিন্তা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত দেশের চিত্তলোকে ছড়াইয়া পড়িবেই। শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কেও তাই ইহার কোন ব্যতিক্রম নাই। তিনি জানিতেন, ঋষি বঙ্কিম-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চন্দ্রের যে দিব্যমন্ত্র তিনি পাইয়াছেন সেই মন্ত্র দ্বারাই ভারতবাসীকে তিনি নবজাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবেন—তাঁহার জীবনবিধাতার এই স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ তিনি ১৮৯৪ সালেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই 'ইন্দুপ্রকাশ' কাগজে লেখা বন্ধ হইলে শ্রীঅরবিন্দ কিছুমাত্র নিরুৎসাহ বোধ করিলেন না।

যে সময় শ্রীঅরবিন্দের সতেজ লেখনীমুখে দেশজননীর বন্দনা রচিত হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে (১৮৯৪) বেদান্তকেশরী স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠেও ধ্বনিত হইল ঃ

"হে ভারত! ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট্ মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।

হে বীর সাহস অবলম্বন কর। সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিনরাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর'।"

এইখানে আরও একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৪ সালে পুণার চীফ্ কনেষ্টবল হত্যার অপরাধে চারিজন যুবককে যখন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, সেই সময়ে ভারতীয় কারাসমূহের সংশোধনার্থ শ্রীঅরবিন্দ 'ইন্দুপ্রকাশ' কাগজে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেই প্রবন্ধটি দৈবক্রমে তৎকালীন গভর্ণর জেনারেলের চোখে পড়ে। রচনাটির মৌলিকতা এবং চিন্তাধারা তাঁহাকে এতদূর মুগ্ধ করে যে তিনি বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি মহামতি রাণাডে মারফৎ শ্রীঅরবিন্দকে কারা-সংশোধনের কার্য্যে নিয়োগ করিবার চেষ্টা করেন। বলা বাহুল্য শ্রীঅরবিন্দ ভারত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সরকারের সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বাধীন চিন্তাকে খর্ব্ব করিবার রাজশক্তির ইহা একটি কৌশল-মাত্র।

'ইন্দুপ্রকাশ' কাগজে লেখা বন্ধ হইলে শ্রীঅরবিন্দ তখন হইতে কলেজের ছাত্রদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিবার জন্য 'তরুণ সমিতি' নাম দিয়া একটি ছাত্রদল গঠন করেন। এই সময় মহারাষ্ট্রতিলক বালগঙ্গাধর তিলক শ্রীঅরবিন্দের কথা লোকপরম্পরায় শুনিয়া এবং 'ইন্দুপ্রকাশ' কাগজে তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। শ্রীঅরবিন্দের ছাত্রেরা এবং তিলকমহারাজের ছাত্রেরা এই সময় দলবদ্ধ হইয়া কংগ্রেসের তোষণনীতির বিরোধিতা করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় মহারাষ্ট্র দেশে দামোদর চাপেকার ও বালকৃষ্ণ চাপেকার (দুই ভাই) 'হিন্দুধর্ম্ম-সঙ্ঘ' নামে একটি সমিতি স্থাপন করিয়া গণপতি উৎসব ও শিবাজী উৎসব আরম্ভ করেন। ১৮৯৭ সালের জুনের প্রথমে গণপতি উৎসবের ঐ অনুষ্ঠানে শিবাজীর বাণী তিলক-সম্পাদিত "কেশরী" পত্রিকায় (১৫ই জুনের সংখ্যায়) প্রকাশিত হয়।* ঐ সময়ে মহারাষ্ট্রে প্লেগের আবির্ভাব ও প্লেগ নিবারণকল্পে নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের নানারূপ অত্যাচার মহারাষ্ট্রকে বিক্ষুব্ধ করিয়াছিল। তাহার ফলে ঐ সালের ২২শে জুন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলী উৎসবের দিন র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্ট নামে দুইজন ইংরেজ কর্ম্মচারী আততায়ীর হস্তে নিহত হয়। শাসকসম্প্রদায়

* "গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আপন আচার্য্য ও জ্ঞাতিদিগকে বধ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ফল-লাভের প্রত্যাশা না করিয়া কেহ যদি নিষ্কামভাবে কাজ করে, তাহা হইলে কোন দোষ হয় না। যদি আমাদের ঘরে চোর ঢোকে এবং তাহাকে তাড়াইবার মত শক্তি আমাদের না থাকে, তবে বিনা দ্বিধায় তাহাকে ঘরে বন্ধ করিয়া পোড়াইয়া মারা আমাদের উচিত। ভগবান হিন্দুস্থান সাম্রাজ্যের তাম্রশাসনে খোদিত সনদ দ্বারা বিদেশীয়কে আমাদের উপর রাজত্ব করিবার কোন অধিকার দান করেন নাই। মহারাজ শিবাজী বৈদেশিক শাসকগণকে তাঁহার জন্মভূমি হইতে বহিষ্কারের চেষ্টা করেন।" ইত্যাদি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভাবিলেন র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্টের হত্যার মূল কারণ এই তিলক। তাই তাঁহারা তিলকের লিখিত প্রবন্ধকে রাজদ্রোহসূচক বলিয়া প্রমাণিত করিয়া তিলক মহারাজকে দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। সারা মহারাষ্ট্র দেশ তিলককে মুক্ত করিবার জন্য বহু টাকা সংগ্রহ করিয়া ইংলণ্ডে প্রিভি কাউন্সিল পর্য্যন্ত আপীল করিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্টের হত্যাকারী বলিয়া হিন্দুধর্ম্ম-সঙ্ঘের চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়কে অভিযুক্ত করা হয় এবং বিচারে ইহাদের ফাঁসী হইল। সরকারের এইসব দমননীতিকে উপলক্ষ করিয়া ডাক্তার পরাঞ্জপে তাঁহার সম্পাদিত "কাল" পত্রিকায় দেশসেবকের অপরাধ সম্পর্কে একটি জ্বালাময়ী প্রবন্ধ লেখেন এবং তিলক মহারাজের "কেশরী" পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক নাটু ভ্রাতৃদ্বয় সেই প্রবন্ধ "কেশরী" পত্রিকায় পুনর্ম্মুদ্রিত করেন। এই অপরাধে পরাঞ্জপে ও নাটু ভ্রাতৃদ্বয় নির্ব্বাসিত হন।

শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় আসিবার পরই পুণায় ঠাকুর সাহেব একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮৯৬ সালে শ্রীঅরবিন্দকে সেই সমিতির সভাপতির পদে বরণ করা হয়। ১৮৯৭ সালে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের ফাঁসীর পর "হিন্দুধর্ম্ম-সঙ্ঘের" ভারও শ্রীঅরবিন্দের উপর আসিয়া পড়ে। তখন শ্রীঅরবিন্দের "তরুণ সমিতি", চাপেকারের "হিন্দুধর্ম্ম-সঙ্ঘ" ও ঠাকুর সাহেবের গুপ্ত সমিতি এক হইয়া যায় এবং শ্রীঅরবিন্দ একাই উহা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে এই সময় হইতেই বরোদায় থাকিয়া তিনি আত্মপ্রস্তুতির প্রাথমিক কার্য্যগুলি নিঃশব্দে করিয়া যাইতেছিলেন। তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার রাজনৈতিক চেতনার পথ হিসাবে 'বিপ্লব'ই মুখ্যভাবে দেখা দিয়াছিল এবং পুণা ও মহারাষ্ট্রের গুপ্ত সমিতির কার্য্যকলাপ ও চিন্তাধারা যে তাঁহারই নেপথ্য প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা এইসব সমিতির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। বরোদায় কর্ম্মজীবনের অন্তরালে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

থাকিয়া শ্রীঅরবিন্দ যে ধীরে ধীরে তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন এবং সেই পথের পাথেয় হিসাবে বঙ্কিমের "বন্দে মাতরম্"-কেই যে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার তখনকার রচনা ও এইসব গুপ্ত-সমিতি সংক্রান্ত পরোক্ষ কার্য্যকলাপ হইতে বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু পুণা ও মহারাষ্ট্রের সীমা অতিক্রম করিয়া তাঁহার মন চাহিল বাংলাকে কর্ম্মক্ষেত্র হিসাবে গ্রহণ করিতে। কারণ বেদান্তকেশরী স্বামী বিবেকানন্দ এই সময় দিগ্বিজয় করিয়া ভারতে ফিরিয়া বাংলায় "সেবাধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান" স্থাপন করিয়াছেন। এই যে বাংলার একজন পরিব্রাজক সন্ন্যাসী ভারতের বাহিরে ভারতের আধ্যাত্মিক মহিমা সগর্ব্বে প্রচার করিয়া পাশ্চাত্যবাসীর চিত্ত জয় করিয়াছেন—এবং এক্ষণে বাংলায় ফিরিয়া দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন—শ্রীঅরবিন্দের মন চাহিল ইঁহার সহিত—এই স্বামী বিবেকানন্দের সহিত পরিচিত হইতে। কিন্তু ইচ্ছা থাকিলেও তখনই তিনি বাংলায় আসিতে পারিলেন না। পারিলেন না এইজন্য যে, তখনও পর্য্যন্ত তিনি বাংলায় কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেন না। ঠিক করিলেন ভালভাবে মাতৃভাষা আয়ত্ত করিয়া বাংলায় আসিবেন। তিনি তাঁহার মাতুল যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে অবিলম্বে একজন উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া পাঠাইবার জন্য পত্র লিখিলেন। যোগেন্দ্রবাবু সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায়কে ভাগিনেয়ের বাংলা শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া বরোদায় পাঠাইলেন। ছাত্রের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার কথা দীনেন্দ্রবাবু লোকপরম্পরায় পূর্ব্বেই কিছু শুনিয়াছিলেন এবং এইরকম একজন ক্যামব্রিজের ডিগ্রী উপাধিধারীর শিক্ষকতা করার কথা শুনিলে ভয় পাইবারই বিষয়। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি ইহাও চিন্তা করিলেন যে এমন একটি ছাত্রের শিক্ষকতা করাও সৌভাগ্যের বিষয়। এই সাহসে ভর করিয়া ভগবানের নাম লইয়া দীনেন্দ্রবাবু বরোদা যাত্রা করিলেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দীনেন্দ্রবাবু ভাবিলেন গিয়া দেখিব ছাত্রটি না জানি কত বড় সাহেব—এক আধ বৎসর নহে, রামায়ণের রামচন্দ্রের চৌদ্দ বৎসর বনবাসের মতই যে মানুষটি সাত বৎসর বয়স হইতে পূরা চৌদ্দ বৎসর ইংলণ্ডে থাকিয়া লেখাপড়া করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই একজন পাকা সাহেব বনিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বরোদায় আসিয়া ছাত্রটিকে দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এই ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। আসিয়া দেখিলেন যে, যাঁহার শিক্ষকতা করিতে তিনি আসিয়াছেন সেই শ্রীঅরবিন্দ বিলাতী সাহেবও নহেন, এমন কি দেশী সাহেবও নহেন। পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত মানুষটি একেবারে খাঁটি বাঙ্গালী। বেশভূষা, আচার-ব্যবহার একেবারেই বাঙ্গালীর মতন। মাথায় বড় বড় চুল, পরণে বোম্বাই মিলের মোটা ধুতি, পায়ে নাগরা জুতা—একেবারে শান্তশিষ্ট নিরীহ বাঙ্গালী। এই মানুষটি এত বড় শিক্ষিত, ত্যাগে অতুলনীয়, নম্রতায় আদর্শস্থানীয়, তেজে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গসম তাহা বিশ্বাস করিতে তাঁহার যেন সাহসে কুলাইল না।* এমন ছাত্রের শিক্ষকতা করা জীবনে গৌরবের বিষয়, গর্ব্বের বিষয়। ক্যামব্রিজের ডিগ্রী উপাধিধারী শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু দীনেন্দ্রকুমারকে শিক্ষকের মর্য্যাদাই দিলেন—তাঁহার নিকট প্রকৃত ছাত্রের অনুসন্ধিৎসা এবং আগ্রহ লইয়াই তিনি বাংলা শিখিতে আরম্ভ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যের রসাস্বাদনে তিনি তৃপ্ত হইলেন। একে একে বিদ্যাসাগর, ভূদেব, বঙ্কিম, নবীনচন্দ্র, মধুসূদন, দ্বিজেন্দ্রলাল ও বিবেকানন্দের সব রচনা পাঠ করিলেন। বেদ, উপনিষদ্, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ও সমুদয় সংহিতার বাংলা সংস্করণ সব ভাল করিয়া পড়িয়া লইলেন। এই অপূর্ব্ব এবং অসাধারণ অধ্যয়নস্পৃহা দেখিয়া দীনেন্দ্রবাবু মুগ্ধ হইলেন এবং আরও

* দীনেন্দ্রবাবু তাঁহার রচিত "অরবিন্দ প্রসঙ্গ" পুস্তকে লিখিয়াছেন: "দেওঘরের পাহাড় দেখাইয়া কেহ আমাকে যদি বলিত "ইহাই হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী" তাহাতে আমি বিস্ময়বোধ করিতাম না, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দকে দেখিয়া একেবারে বিস্মিত হইয়া গেলাম।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিস্মিত হইলেন শ্রীঅরবিন্দের ধীশক্তি দেখিয়া। একবার যে বই পড়েন তাহা আর দ্বিতীয়বার পড়িতে হয় না—সবই হৃদয়ঙ্গম করেন। এবং এই অধীত বিদ্যা তাঁহাকে যেন ছায়ার মত অনুসরণ করিত। একবার বুঝাইয়া দিলে, সেই বিষয় আর দ্বিতীয়বার তাঁহাকে বুঝাইবার দরকার হইত না।

বাংলা ভাষা শিখিবার পর শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বাংলায় কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করিলেন এবং এইবার বাংলায় আসিয়া নিষ্কামচিত্ত সাধকের উপলব্ধ দেশ-মাতৃকার পূজা করিবেন স্থির করিলেন। এই সঙ্কল্প প্রথমে রূপ লইল "ভবানীমন্দির" নামক একটি রচনায়। "আনন্দমঠের" আদর্শে একটি সন্তানদল গড়িয়া তুলিবার জন্য তিনি রচনা করিলেন "ভবানী-মন্দির"। দেবী ভবানীর স্তব ও পূজাপদ্ধতিসম্বলিত এই পুস্তিকায় শ্রীঅরবিন্দের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক জীবনের কার্য্যপদ্ধতির প্রাথমিক আভাস পাওয়া যায়।

বরোদার রাজ-কলেজে সহকারী অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত থাকিবার সময় শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার সহকর্ম্মী অধ্যাপক এস. সি. মুখার্জ্জি দ্বারা ছাত্রদের দেশের কথা শুনাইতেন। অধ্যাপক মনুভাই দেশাই ও শ্রীঅরবিন্দ বিতর্ক-সভায় (Debating Club) যোগ দিলেও, ছাত্রদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিলেও, ইঁহারা যখন ক্লাসে পড়াইতেন, তখন ছাত্ররা ঘণ্টার পর ঘণ্টা মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া যাইত। এইসময় ডক্টর কে. এম্. মুন্সী (বর্ত্তমানে ইনি ভারত গভর্ণমেণ্টের দেশীয় রাজ্য বিভাগের উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান) প্রভৃতি বিখ্যাত দেশসেবকেরা শ্রীঅরবিন্দের ছাত্র ছিলেন।

হৃদয়ে স্বদেশপ্রেম, কণ্ঠে দেশজননীর বন্দনাগান আর চিন্তায় বিপ্লবের বিদ্যুৎ-বিকাশ—কিন্তু লেখনীমুখে তাহা প্রকাশ করিবার উপায় নাই। কোন কাগজই সাহস করিয়া তাঁহার রচনা প্রকাশ করিতে পারে না। কিন্তু হৃদয়ের আলোড়ন ভাষায় ব্যক্ত করিতে না পারিলে শ্রীঅরবিন্দ স্থির থাকিতে পারেন না। কাগজে যখন লেখা বন্ধ হইল,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তখন তিনি বরোদার 'ওঙ্কার থিয়েটার' হলে "স্বদেশপ্রেমের" বক্তৃতা দিতে স্থরু করিলেন। পেশাদার বক্তার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ মাত করা মামুলি বক্তৃতা নহে, যথার্থ দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আবেগ ; সেইসব বক্তৃতায় আন্তরিকতার আলোক ফুটিয়া উঠিল—শুধু ফুটিয়া উঠা নহে—সঙ্গে সঙ্গে সকলের চিত্তে এক নূতন ভাবের, নূতন প্রেরণারও সঞ্চার করিল। দিনের পর দিন সেইসব বক্তৃতার ভাষা স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইল, তাঁহার চিন্তা স্বচ্ছতর হইয়া উঠিল। নিস্তরঙ্গ নদীতে যখন বন্যার ঢল নামে, তখন তাহা যেমন তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া স্ফীতকলেবর হইয়া কলোচ্ছ্বাসে দুই তট পরিপ্লাবিত করিয়া দেয়, শ্রীঅরবিন্দের স্বদেশপ্রেমের চিন্তার শান্ত নদীতে যখন বাক্যের প্লাবন নামিতে স্থরু করিল, তখন সেই চিন্তার উদ্বেল তরঙ্গ তাঁহার অন্তরের দুই তট পরিপ্লাবিত করিয়া দিল। বুঝিলেন এইবার বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে—বরোদার ক্ষুদ্র সীমার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে। কিন্তু ইচ্ছামাত্র তখনই তাহা কার্য্যে পরিণত হইল না।

১৮৯৯ সালে শ্রীঅরবিন্দের পরামর্শমত বরোদার রাজা বাংলার শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক স্যার রমেশচন্দ্র দত্তকে তাঁহার রাজ্যের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিয়া লইয়া যান। পিতৃবন্ধু স্যার রমেশচন্দ্রের সাহচর্য্য ও পরামর্শ পাইয়া শ্রীঅরবিন্দ আরও কিছুদিন বরোদায় থাকিয়া যান। এই বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে গুপ্ত সমিতির কয়েকজন সভ্য যে দুই ব্যক্তি ১৮৯৭ সালে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়কে ধরাইয়া দিয়াছিল তাহাদের হত্যা করে। তাহার ফলে চারজন যুবকের মৃত্যুদণ্ড ও একজনের দশ বৎসর কারাদণ্ড হয়। দেশের হাওয়া এখন কোন্ দিকে বহিতে স্থরু করিয়াছে, এই ঘটনা হইতে শ্রীঅরবিন্দ তাহা আরও ভাল করিয়া উপলব্ধি করিলেন—কিন্তু বাহিরে কোনওরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন

৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

না। 'স্থিতধী প্রাজ্ঞের' মত ধৈর্য্যসহকারে শুভদিনের অপেক্ষায় রহিলেন।

বয়োবৃদ্ধ রমেশচন্দ্র ইতিপূর্ব্বে বাংলায় থাকিতেই শ্রীঅরবিন্দের পাণ্ডিত্য এবং প্রতিভার কথা শুনিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দও বঙ্কিম-সহচর কীর্ত্তিমান্ রমেশচন্দ্রের রচনার সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে পরিচিত হইয়াছিলেন। সেদিন বাংলার বাহিরে সুদূর বরোদা রাজ্যে প্রবীণ রমেশচন্দ্রের সঙ্গে তরুণ অরবিন্দের আলাপ-পরিচয়ের যোগসূত্র ছিল শ্রীঅরবিন্দের রচনা। চিরদিন আত্মপ্রচারে বিমুখ, এবং আত্মপ্রতিষ্ঠায় বীতস্পৃহ শ্রীঅরবিন্দ স্বভাবতঃই তাঁহার রচনা সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। যাচিয়া বড় একটা কাহাকেও দেখাইতেন না। কিন্তু রমেশচন্দ্র যখন একদিন তাঁহার রচনা পাঠ করিতে চাহিলেন, সেইদিন তিনি তাঁহার কয়েকটি রচনা তাঁহাকে দেখাইলেন। সেই রচনাবলীর মধ্যে ছিল রামায়ণ-মহাভারতের ইংরেজী পদ্যানুবাদ। ইতিপূর্ব্বে রমেশচন্দ্রও উহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন এবং তাঁহার সেই ইংরেজী অনুবাদ লণ্ডনের এক প্রকাশক প্রকাশ করিবার জন্য লইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দের অপূর্ব্ব অনুবাদ পাঠ করিয়া রমেশচন্দ্রের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। গুণগ্রাহী এবং উদারহৃদয় রমেশচন্দ্র অকুণ্ঠচিত্তে বলিলেনঃ "অরবিন্দ, আমিও ইহা অনুবাদ করিয়াছি এবং লণ্ডনের "Everyman's Library'-কে উহা প্রকাশের জন্য পাঠাইয়াছি। এতদিন হয়ত উহা কতকটা ছাপা হইয়া থাকিবে। কিন্তু তোমার এই অনুবাদ এত সুন্দর হইয়াছে যে, আমার এই অনুবাদ বাহির করিতে আমি লজ্জা বোধ করিতেছি।"

বহুগ্রন্থপ্রণেতা ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্রের মুখে এই কথা শুনিয়া শ্রীঅরবিন্দ কিছুমাত্র উল্লসিত বা গর্ব্বে স্ফীত হইলেন না। শান্তভাবে বলিলেন—"এসব আমি ছাপাইবার উদ্দেশ্যে লিখি নাই। আমার জীবনকালে এসব ছাপা হইবে না।" তথাপি রমেশচন্দ্র ঐ অপূর্ব্ব

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অনুবাদ প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীঅরবিন্দকে অনেক করিয়া বলিলেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ কিছুতেই রাজী হইলেন না।*

রমেশচন্দ্র-শ্রীঅরবিন্দের এই ঘটনাটি আমাদিগকে অতীতের শ্রীচৈতন্যের জীবনের অনুরূপ একটি ঘটনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। শ্রীচৈতন্যদেব তখন নিমাই পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত। সংস্কৃত শিক্ষা শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নিমাই পণ্ডিত ন্যায়শাস্ত্রের উপর একখানি টীকা রচনা করেন। সেই একই সময়ে ন্যায়শাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত রঘুনাথও ন্যায়ের একখানি টীকা রচনা করেন। এই রঘুনাথই মিথিলার পক্ষধর মিশ্রের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়া সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়া নদীয়ায় ন্যায়ের প্রচলন করিয়াছিলেন। নিমাই ও রঘুনাথ বন্ধু ছিলেন। একদিন গঙ্গাতীরে রঘুনাথ নিমাইকে তাঁহার রচিত টীকা দেখাইলেন। নিমাই পণ্ডিতও বন্ধুকে তাঁহার টীকা দেখাইলেন। রঘুনাথ নিমাই-রচিত টীকা পাঠ করিয়া বলিলেন, "তোমার এই টীকা আমার টীকার চেয়েও ভালো হইয়াছে এবং ইহার প্রচলন হইলে, লোকে আমার টীকা পড়িবে না।" নিমাই বলিলেন—"সে কি কথা। তুমি নদীয়ার শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক—নদীয়ার পণ্ডিতসমাজের গৌরব তুমি। তোমার টীকাই প্রচলিত হইবে।" এই বলিয়া রঘুনাথের সম্মুখেই নিমাই তাঁহার টীকার পাণ্ডুলিপি ছিন্ন করিয়া গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিলেন।

গীতা পড়িবার পর হইতেই শ্রীঅরবিন্দ যোগাভ্যাসে মন দেন। যোগমার্গের কয়েকজন উচ্চস্তরের সাধকের নিকট হইতে তিনি যোগের তত্ত্ব ও ক্রিয়া সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। গুজরাটের পরমহংস ইন্দ্রস্বরূপ মহারাজ, মালাবারের মাধবদাস স্বামী, নর্ম্মদাতীরস্থ চান্দরের গঙ্গানাথ পাহাড়ের আর একজন সাধু বরোদায় আসিয়া তাঁহাকে যোগাভ্যাসে

*শ্রীঅরবিন্দের এই অপূর্ব্ব রচনার পাণ্ডুলিপি, তিনি যখন আলিপুর বোমার মামলায় ধৃত হন সেই সময় পুলিশ তাঁহার অন্যান্য পাণ্ডুলিপির সহিত লইয়া যায়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সাহায্য করেন। প্রথম সাধুর নিকট তিনি যোগমাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, দ্বিতীয়ের নিকট যোগাসন এবং তৃতীয়জনের কাছে যোগাভ্যাস করেন। এই সময় শ্রীঅরবিন্দ নর্ম্মদাতীরে ভবানীমন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এবং যুবকদিগকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে চান্দোসির গঙ্গানাথ পাহাড়ে ভারতী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই তিনজন সাধু ভিন্ন আর একজন তাঁহাকে যোগমার্গের শিক্ষা দিয়াছিলেন—তাঁহার নাম বিষ্ণুভাস্কর লেলে।

শ্রীঅরবিন্দের ইচ্ছা ছিল আজীবন ব্রহ্মচারী থাকিয়া মায়ের বন্ধন-মুক্তির কার্য্যে নিজেকে উৎসর্গ করিবেন। বিবাহ করিয়া সংসারী সাজিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। আশৈশব তাঁহার এই ধারণা ছিল যে, একটা মহৎ কার্য্য করিবার জন্য তাঁহার জন্ম হইয়াছে। দারপরিগ্রহ করিলে পাছে সেই কার্য্যসাধনে কোন বিঘ্ন ঘটে, এই আশঙ্কাতেই তিনি বিবাহ করিতে চাহেন নাই। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিয়া তিনি দেখিলেন বিবাহ করিয়াই বহু মুনিঋষি সাধনমার্গে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন, তখন তিনি হিন্দুমতে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই সময় তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটিয়া গেল। একদিন স্যার রমেশচন্দ্রের নিকট তিনি জানিতে পারিলেন যে বাংলার একটি মেয়ে তাঁহার বিষয় শুনিয়া তাঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়া ফেলিয়াছে। শুনিয়া শ্রীঅরবিন্দ আশ্চর্য্যবোধ করিলেন। জানিতে চাহিলেন মেয়েটি কে? রমেশচন্দ্র বলিলেন তাঁহার ইংলণ্ডে পাঠ্যাবস্থার বন্ধু, বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্দ্র বসু তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে আমাদের উভয়ের ইংলণ্ডের পাঠ্যাবস্থার বন্ধু ভূপালচন্দ্র বসুর কন্যা শ্রীমতী মৃণালিনী লোকপরম্পরায় শ্রীঅরবিন্দের নাম শুনিয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। এ অবস্থায় বিবাহ না করিলে অধর্ম্ম হইবে।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ প্রথমে সম্মত হইলেন না। কারণ ভূপালবাবু ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ভূপালবাবু প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দুধর্ম্ম

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গ্রহণ করিলেন এবং শ্রীঅরবিন্দকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। ১৯০১-২ সালে শ্রীঅরবিন্দের বিবাহ হইল।* এই উপলক্ষে শ্রীঅরবিন্দ দীর্ঘকাল পরে বাংলায় আসেন। বিলাত হইতে আসার পর মাতা ও মাতামহ দর্শনের জন্য যখন দেওঘর আসিয়াছিলেন তখন তাঁহার বাংলায় আসার সুযোগ হয় নাই।

শ্রীঅরবিন্দ বাংলাদেশে আসিলেন। দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকিবার পর সন্তান যেমন মাতৃচরণ দর্শনের আগ্রহ লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে, শ্রীঅরবিন্দও ঠিক তেমনি মনোভাব লইয়া বাংলাদেশে ফিরিলেন। বিবাহ ছিল উপলক্ষ মাত্র। লক্ষ্য ছিল এই সুযোগে ব্যক্তিগতভাবে বাংলাদেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করা। বঙ্গমাতাও যেন তাঁহার শ্রেষ্ঠ সন্তানকে দেখিবার জন্য, বুকে ধরিবার জন্য উৎসুক ছিলেন। মাতা পুত্রে মিলন হইল। মা তাঁহার সন্তানকে মনের কথা জানাইলেন। শ্রীঅরবিন্দ বাংলাদেশে আসিয়া দেখিলেন, তখনও পর্য্যন্ত বাংলার ইংরেজীশিক্ষিত সমাজের ভিতর দেশাত্মবোধ বা জাতীয়তাবোধের চিহ্নমাত্র নাই। যে বিরাট রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লব আসন্নপ্রায়, তাহার সম্বন্ধে ইহাদের মনে কোন সাড়া নাই। ইহাদের মনের ভাবটা এই যে ইংরেজশাসনের ছত্রচ্ছায়াতলে তাহারা নিশ্চিন্তে বসবাস করিবে, এবং তাহার পর ইংরেজ হইয়া ইংরেজের সমান অধিকার ভোগ করিবে—তাহা হইলেই ইহাদের সুখের সীমা থাকিবে না। শ্রীঅরবিন্দ বুঝিলেন—সর্ব্বাগ্রে এই মনোভাবের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। তিনি তখন সকলকে দেশের কথা শুনাইলেন এবং "ভারত উদ্ধারের" কথা বলিলেন; সকলকে "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার উপদেশ দিলেন। এমন নূতন ধরণের কথা তাহারা এই

* বাংলা ১৩২৫ সালের ২রা পৌষ, মৃণালিনী দেবী রাঁচিতে পিত্রালয়ে শ্রীঅরবিন্দের যোগের সাধনা করিতে করিতে সজ্ঞানে পরলোকগমন করেন। ভূপালবাবু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শেষ জীবনে শ্রীঅরবিন্দের যোগ-সাধনায় দীক্ষা লইয়াছিলেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রথম শুনিল এবং সকলেই শ্রীঅরবিন্দকে পাগল বলিয়া উপহাস করিল। তাহারা শ্রীঅরবিন্দের কথাবার্ত্তা নিতান্ত অবাস্তব বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিল। তাহাদের যুক্তি এই যে, ইংরেজের শক্তি অসাধারণ এবং ভারতবাসীর মত দুর্ব্বল জাতি আর নাই এবং তাহাদের হাতে কোন অস্ত্রশস্ত্র নাই। এমন অবস্থায় ইংরেজ তাড়াইবার কথা নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। শ্রীঅরবিন্দ বুঝাইলেন, অস্ত্র নাই সত্য; কিন্তু আমরা যদি ইংরেজের সহিত অসহযোগ করি, তাহা হইলে ইংরেজবিতাড়ন অসম্ভব নহে। তিনি আরও বলিলেন, এত বড় বিরাট দেশে কোটি কোটি ভারতবাসীর তুলনায় মুষ্টিমেয় যে কয়টি ইংরেজসৈন্য ও ইংরেজ আছে তাহাদের তাড়াইয়া দেওয়া একটিমাত্র ফুৎকারেই সম্ভব। শ্রীঅরবিন্দ যখন এই কথা বলিতেছেন তখন রাজশক্তির অস্ত্রবল আজিকার মত উন্নত ছিল না। কাজেই গেরিলা যুদ্ধের দ্বারা ইহাদিগকে বিপর্য্যস্ত ও পরাজিত করা আদৌ কঠিন ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ সেই সময় একথাও বলিয়াছিলেন যে আজ যদি দেশীয় সৈন্যের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়, তাহা হইলে এক মুহূর্ত্তে বিদ্রোহ করিয়া ভারতকে পরশাসনের নাগপাশ হইতে মুক্ত করা সম্ভব।

কিন্তু দেশের নেতৃবর্গ এসব কথা বুঝিলেন না বা গ্রহণ করিতেও সাহসী হইলেন না।* এই সময় তিনি দৈবক্রমে কয়েকজন উৎসাহী যুবকের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁহার মেদিনীপুরের মাতুল জ্ঞান বসু ও সত্যেন বসুর কাছে যাইবার পর তিনি তাঁহাদের সহিত এ বিষয়ে গভীর

* ১৯০৮ সালের প্রথমে শ্রীঅরবিন্দ বোম্বাইতে যে বক্তৃতা দেন তাহাতে এই সময়ের বাংলার নৈরাশ্য সম্পর্কে বলেন: "When I went to Bengal three or four years before the Swadeshi movement was born, to see what was the hope of revival, what was the political condition of the people and whether there was the possibility of a real movement, what I found there was that the prevailing mood was apathy and despair..."

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আলোচনা করেন। সবচেয়ে বেশী উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন মাতুল সত্যেন্দ্রনাথ বসু। আর যে দুইএকজন উচ্চশিক্ষিত লোকের নিকট হইতে তিনি সাড়া পাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র ও সরলা দেবীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালীর ছেলেদের মধ্যে যাহাতে বীরোচিত সাহস ও শক্তি বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য ইঁহারা নানারূপ চেষ্টা করেন—তাহার মধ্যে ঘোড়ায় চড়া ও লাঠি-কুস্তির প্রবর্ত্তন ইঁহাদেরই উৎসাহে হইয়াছিল। ইহার পরই শ্রীঅরবিন্দ বরোদার কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া যান।

———

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলার কর্ম্মক্ষেত্রে বিপ্লবের সূচনা

"যে ভরাডুবিতে সবাই ডুবেছে বা ডুবতে বসেছে তা' হ'তে ভগবান্ আমায় শুধু বাঁচান তা নয়, ঝড় তুফানে সাগরবুকে সবাইকে বাঁচিয়ে ধুধু রিক্ত মহাসিন্ধুর মাঝে আমার অবলম্বনের শেষ কাঠটুকুও যিনি ছিনিয়ে নেন, তিনিও সেই ভগবান্।"—শ্রীঅরবিন্দ।

১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের পর সমস্ত বাংলাদেশ শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের নিকট যখন এই সংবাদ পৌঁছিল, তখন তিনি বুঝিলেন বাংলার শিয়রে যিনি জাগ্রত প্রহরীর মত ছিলেন এবং যাঁহার কার্য্য সবেমাত্র স্থরু হইয়াছিল সেই কর্ম্মযোগী বেদান্তকেশরী স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর বাংলাকে পথ দেখাইবার আর কেহ নাই। বিবেকানন্দের ভাবধারা, তাঁহার সেবাধর্ম্মের আদর্শ, তাঁহার স্বদেশপ্রেম শ্রীঅরবিন্দের তরুণ চিত্তে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। সন্ন্যাসী হইয়াও এই মানুষটির স্থগভীর দেশাত্মবোধ দেখিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন জাতির সম্মুখে এই জীবন্ত আদর্শ যতদিন থাকিবে ততদিন বাংলার পক্ষে নিরাশ হইবার কিছুই নাই। কিন্তু তাঁহার আকস্মিক তিরোধান স্থদূর প্রবাসে শ্রীঅরবিন্দকেও মুহ্যমান করিয়া দিল। বাংলার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তিনি উদ্বিগ্ন হইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর বিবেকানন্দ শ্রীঅরবিন্দের প্রিয়তম আদর্শ ছিলেন। ইহার প্রমাণ আমরা পাই বিবেকান্দের মৃত্যুর কিছুকাল পর স্বামীজী সম্পর্কে তাঁহার লিখিত একটি প্রবন্ধে। সেই প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছিলেন:

"বিরাট প্রাণপুরুষ বলিয়া যদি কাহাকেও স্বীকার করা যায় তবে তিনি একমাত্র বিবেকানন্দ—নরকেশরী বিবেকানন্দ। আমরা দেখিয়াছি তাঁহার প্রভাব আজও প্রবলভাবে কাজ করিতেছে। সেই প্রভাব ভারতের আত্মাকে আলোড়িত করিয়াছে। আমরা বলিব: বিবেকানন্দ এখনও বাঁচিয়া আছেন, তাঁহার দেশজননীর আত্মায়, দেশজননীর সন্তানদের আত্মায়।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শ্রীঅরবিন্দ আর নিষ্ক্রিয় হইয়া অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। সুদূর প্রবাস হইতেই তিনি যেন বঙ্গ-মাতার শোকবিহ্বল কণ্ঠের করুণ আহ্বান শুনিতে পাইলেন। সেই সময় বরোদার রাজার দেহরক্ষী ছিলেন শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে নিরালম্ব স্বামী)।* শ্রীঅরবিন্দ ইঁহাকে কয়েকখানি "ভবানীমন্দির" দিয়া বাংলায় বিপ্লবী দল গঠন করিতে পাঠাইলেন। যতীন্দ্রনাথকে সাহায্য করিবার জন্য শ্রীঅরবিন্দ সরলা দেবী ও প্রমথনাথ মিত্রকে পত্র দিলেন। সরলা দেবী যতীন্দ্রনাথকে "তরুণ সংঘ" নামে একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপনে যথেষ্ট সাহায্য করিলেন। প্রমথ মিত্র মহাশয় কিন্তু গুপ্ত সমিতি স্থাপনে স্বীকৃত হইলেন না। তাই তিনি "অনুশীলন সমিতি" নাম দিয়া একটি প্রকাশ্য সমিতি স্থাপন করিয়া ছেলেদের যাহাতে শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা লাঠি ও ছোরা-খেলায় যাহাতে দক্ষ হয়, সেই বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার জন্য যতীন্দ্রনাথকে বলিলেন।

বাংলায় শক্তিচর্চ্চার আয়োজন সুরু হইল। প্রমথবাবুর সাহায্যে অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে প্রথম 'অনুশীলন সমিতি' স্থাপিত হয়। যতীন্দ্রনাথ এই সমিতির সভ্যগণের সহিত পরিচিত হইলেন। পরে তিনি মেদিনীপুরে গিয়া শ্রীঅরবিন্দের মাতুল শহীদ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ও তাঁহার অগ্রজ জ্ঞানবাবুর নেতৃত্বে "যুব সংঘ", "তরুণ সংঘ", "ভবানীমন্দির" প্রভৃতি নামে মেদিনীপুরের স্থানে স্থানে একাধিক গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিলেন।

বরোদায় থাকিলেও এই সময় শ্রীঅরবিন্দের প্রাণ পড়িয়া ছিল বাংলায়, দৃষ্টি ছিল বাংলার দিকে, চিন্তা ছিল বাংলাকে কেন্দ্র করিয়াই। কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন যে বাঙ্গালী না উঠিলে ভারতবাসীর উত্থান অসম্ভব।

---

* শ্রীঅরবিন্দ ইঁহাকে বরোদায় সৈন্যবিভাগে উপাধ্যায় নাম দিয়া ভর্ত্তি করেন এবং পরে ইনি বরোদার রাজার দেহরক্ষী হন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বরোদায় থাকিয়া তিনি যতীন্দ্রনাথের কার্য্যের বিবরণ পাইতে লাগিলেন এবং বুঝিলেন দেশে কিছু সাড়া পড়িয়াছে। এখন কাজের গতি বৃদ্ধি এবং আরও প্রেরণা সঞ্চার প্রয়োজন। এই ভাবিয়া ১৯০৩ সালের প্রথমেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার অনুজ বারীন্দ্রকে যতীন্দ্রনাথের সহকারী হিসাবে বাংলায় পাঠাইয়া দিলেন। সংগঠনী প্রতিভাসম্পন্ন বারীন্দ্রকুমার কলিকাতায় আসিয়া পি. মিত্রের সহিত প্রথমে পরিচিত হইলেন। তাহার পর কলিকাতায় অনুশীলন সমিতির উন্নতির জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করেন। তিলক মহারাজের পরিচয়-পত্র লইয়া বারীন্দ্র "হিতবাদী"র সহকারী সম্পাদক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ সখারাম গণেশ দেউস্করের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। বারীন্দ্রের নিকট হইতে সখারাম শ্রীঅরবিন্দের দেশোদ্ধারের আদর্শের কথা শুনিলেন এবং তাহা সমর্থন করিলেন মনে-প্রাণে। অনুজের নিকট হইতে শ্রীঅরবিন্দ যখন এই সংবাদ পাইলেন তখন তিনি সখারামকে "দেশের কথা" লিখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন।*

মারাঠী হইয়াও সখারাম সুন্দর বাংলা বলিতেন এবং বাংলা লিখিতে পারিতেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি বাংলা ভাষায় মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীর একখানি অতি মনোরম জীবনকথা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন এবং "হিতবাদী" পত্রিকার সহকারী সম্পাদকরূপে বাংলার সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের অনুরোধ শিরোধার্য্য করিয়া সখারাম "দেশের কথা" লিখিতে উৎসাহিত হইলেন। এই গ্রন্থপ্রণয়নে বারীন্দ্রকুমার ও তাঁহার একনিষ্ঠ সহকর্ম্মী অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সখারামকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া দেন। অল্পদিনের মধ্যেই সখারাম পুস্তক লিখিয়া শেষ

* বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভে সখারাম গণেশ দেউস্করের "দেশের কথা" বাংলায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। লক্ষ লক্ষ লোকে ইহা পাঠ করিয়া ইংরেজ শাসনে দেশের দুর্দ্দশার সহিত পরিচিত হয় এবং প্রেরণা লাভ করে। স্বদেশপ্রেমিক এই মারাঠী ব্রাহ্মণকে বাঙ্গালী আজ ভুলিয়া গিয়াছে। নতুবা ইংরেজ আমলে বাজেয়াপ্ত এই "দেশের কথা" পুস্তকের পুনঃপ্রকাশের আয়োজন হইত এবং দেউস্করের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হইত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিলেন। হৃদয়ে জলন্ত স্বদেশপ্রেম, লেখনীতে বলিষ্ঠ ভাষা—ইহারই পরিণত ফল "দেশের কথা"। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পত্তনের পর হইতে ইংরেজের শাসন ও শোষণে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো কিভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, শিল্পবাণিজ্য কিভাবে ধ্বংস হইয়াছে, "দেশের কথা"য় সেই কলঙ্কিত ইতিহাস তথ্যসহকারে বর্ণিত হইল। এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইবার পর ইহা পাঠ করিয়া যুবকগণ উদ্বুদ্ধ হইল; স্বদেশী শিল্পের প্রসারের জন্য তাহাদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল।

ক্রমে বাংলার আকাশে-বাতাসে স্বদেশপ্রেমের সুর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আভাসে ইঙ্গিতে একটা নবজাগরণের সূচনা দেখা দিতে লাগিল। বাংলার অন্তরে অন্তরে একটা আলোড়ন ভাবী বিপ্লবের সঙ্কেত বহন করিয়া আনিল। বিপ্লবের আহিতাগ্নি বুকে লইয়া বারীন্দ্র পরম উৎসাহে বাংলার নানাস্থানে ঘুরিয়া "গুপ্ত সমিতি" স্থাপন করিতে চেষ্টিত হইলেন। সর্ব্বত্রই যে সাড়া পাইলেন তাহা নহে। বরং অনেক স্থানেই তাঁহাকে বিফলমনোরথ হইতে হয়। সারা বাংলাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া তিনি মাত্র অল্প কয়েকটি যুবক পাইলেন যাহারা শিবাজী ও আনন্দমঠের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইল এবং সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইল।

গুপ্ত সমিতি প্রসার লাভ না করিলেও পি. মিত্রের অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলার অনেক স্থানে "অনুশীলন সমিতি" স্থাপিত হয়। ১৯০৩ সালের প্রথমে বারীন্দ্রকুমারের আগমনের পর গুপ্ত সমিতির কার্য্যপ্রণালী লইয়া যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত মতানৈক্য হয়। ফলে যতীন্দ্রনাথ সমস্ত গুপ্ত সমিতির ভার বারীন্দ্রের হাতে দিয়া নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই সময়েই ঢাকায় 'অনুশীলন সমিতি', বরিশালে 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি', ফরিদপুরে 'ব্রতী সমিতি', মৈমনসিংহে 'সাধনা সমিতি' ও 'সুহৃদ সমিতি' স্থাপিত হয়। ঢাকার অনুশীলন সমিতি ব্যায়ামাগারে পরিণত হইল। বরিশাল ও ফরিদপুরের সমিতি দেশপূজ্য অশ্বিনীকুমার দত্তের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আদর্শ লইয়া স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্ত্তিত দরিদ্রনারায়ণের সেবায় নিযুক্ত হইল। প্রত্যক্ষ রাজনীতির সহিত এইসব সমিতির কোন সম্পর্ক না থাকিলেও, সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকেরই হৃদয়-মন স্বদেশপ্রেমে পরিপূর্ণ হইল। এই সময় শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর চেষ্টায় কলিকাতায় একটি আধাবিপ্লবী দল কার্য্য আরম্ভ করে। তখনও পর্য্যন্ত এইসব ব্যাপারে বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নাই। না করিবার অন্যতম কারণ, তাহাদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা তখনও বিশেষ বিস্তার লাভ করে নাই। নবীন বাংলার হিন্দু যুবকেরা অগ্রসর হইয়া মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিল।

বাংলায় যখন যুবকদের মধ্যে এইরকম একটা সংঘবদ্ধ ভাব দেখা দিল, একটা নূতন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহাদের মধ্যে যখন কর্ম্মের স্পৃহা জাগিয়া উঠিল, রাজশক্তি তখনই প্রমাদ গণিলেন। যুবকদের গতিবিধি ও কার্য্যকলাপ তাঁহারা সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি সর্ব্বত্র তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। বারীন্দ্র প্রভৃতি বিপ্লবীদের উপর যখন পুলিশের দৃষ্টি পড়িল, তখন তাঁহারা সংগৃহীত বন্দুক রিভলভার প্রভৃতি সরাইয়া ফেলিলেন এবং রাজনীতির কৌশল হিসাবে আপাততঃ সাংসারিক কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। বারীন্দ্র বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের নিকট ফিরিয়া গেলেন।

লর্ড কার্জ্জন এ দেশে আসিয়া বাঙ্গালীর জাগরণ দেখিয়া বাংলার জাতীয়তাবোধকে বিপর্য্যস্ত করিবার নানারকম কৌশল আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। বাংলার জাতীয় সাহিত্যই যে বাঙ্গালীর ঐক্যের কারণ তাহা তিনি ভালরূপে বুঝিয়া ফেলিলেন। বাঙ্গালীর উচ্চশিক্ষার পথ বন্ধ করিবার জন্য ১৯০৪ সালে "ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিস্ অ্যাক্ট" পাশ করিলেন। কিন্তু তৎকালীন ভাইস্-চ্যান্সেলার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বুদ্ধিবলে বাঙ্গালীর শিক্ষার পথ রুদ্ধ হইল না। লর্ড কার্জ্জন যখন দেখিলেন বাঙ্গালীর শিক্ষার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পথ রুদ্ধ করিয়া বাঙ্গালীকে হীনবল করা যাইবে না, তখন তিনি বাংলাকে বিভক্ত করিবার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এদিকে শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় বসিয়া লর্ড কার্জ্জনের কার্য্যকলাপের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গ হইলে তাঁহার কাজ যে প্রত্যেক ভারতবাসীর কাজ হইবে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। ভবিষ্যৎ আন্দোলনের জন্য বাংলায় যে প্রাথমিক প্রস্তুতি, ইহা যে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত যুবকদের অন্তরে প্রবাহিত হইতেছে এবং উপরের নিস্তরঙ্গ কর্ম্মপ্রবাহ ভিতরে ভিতরে আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তিকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিতেছে, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন। শ্রীঅরবিন্দ বুঝিয়াছিলেন, স্বদেশপ্রেমের যে শিক্ষা আজ বাংলার মুষ্টিমেয় যুবকদের অন্তরে প্রজ্জলিত হইয়াছে, ইহারই জ্যোতির্ম্ময় দ্যুতি নিকট ভবিষ্যতে সারা ভারতে বিচ্ছুরিত হইবে।

———

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পঞ্চম অধ্যায়

স্বদেশী আন্দোলন—উদ্যোগপর্ব্ব

"যদি একটা রাক্ষস মায়ের রক্ত পানে উদ্যত হয় তাহা হইলে সন্তান কি করে? নিশ্চিন্ত মনে আহার করিতে বসে, স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মাকে রক্ষা করিতে দৌড়াইয়া যায়?"—শ্রীঅরবিন্দের স্ত্রীকে লিখিত পত্র হইতে।

১৯০৪ সাল। বরোদার নিভৃত ধ্যানের আসনে বসিয়া শ্রীঅরবিন্দ মাতৃভূমির বন্ধনমুক্তির চিন্তায় নিমগ্ন। বাহিরে কোন কর্ম্মচাঞ্চল্য নাই, উত্তেজনার লেশমাত্র নাই, অথচ অন্তরের মধ্যে একটা আগ্নেয়গিরির প্রত্যাসন্ন অগ্ন্যুদ্গার প্রতিনিয়তই তিনি অনুভব করিতেছিলেন। বুঝিলেন বঙ্কিম-বিবেকানন্দের স্বপ্নকে বাস্তবে সার্থক করিয়া তুলিবার উত্তরাধিকার বিধাতা তাঁহাকেই প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার চিন্তায় তাই দেশ ও দেশ-জননী ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। তাঁহার হৃদয়বীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে দিবারাত্র "বন্দে মাতরম্" ঝঙ্কৃত হইতেছিল। স্বাধীনতা-যজ্ঞের আহুতি দিবার জন্য তিনি নিঃশব্দে প্রস্তুত হইতেছিলেন। ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের বিভিন্ন পর্ব্বে আমরা বহু কর্ম্মী ও দেশনায়কের সন্ধান পাই। কিন্তু রাজনীতিকে শ্রীঅরবিন্দ যেভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, দেশের কাজকে যেভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঠিক সেই ভাবের সাধক আর কেহই ছিলেন না।

ধীরে ধীরে বাংলার জাগরণ দেখা দিল। দীর্ঘদিনের তমিস্রাময়ী রজনীর অবসানের পর পূর্ব্বাচলে দেখা দিল চেতনার নব সূর্য্যোদয়। তাহার রক্তিম বর্ণচ্ছটা দেশের তরুণ চিত্তকে এমন এক নূতন ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করিল যে তাহারা সকলেই শ্রীঅরবিন্দের দেশসেবার আদর্শকে অনুসরণ করিতে ব্যগ্র হইল। চারিদিকে নানা সমিতি ও সেবাদল

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গড়িয়া উঠিয়াছে; হিন্দুমুসলমানের মিলনের স্ত্রপাত হইয়াছে—বাংলার জাগ্রত যৌবন এক নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। বাংলার যুবশক্তির এই অভ্যুত্থান, হিন্দু-মুসলমানের এই মিলন রাজশক্তিকে স্বভাবতঃই বিচলিত করিল। ইতিহাসের নিয়মই এই যে, যখনই কোন শক্তি কাজ করিতে অগ্রসর হয়, তখনই তাহার বিরুদ্ধ শক্তি আঘাত হানিবার জন্য মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। এই সংঘর্ষ অনিবার্য্য। কারণ ইহারই ভিতর দিয়া জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের প্রকৃত উন্মেষ সাধিত হয়। ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামের আদিপর্ব্বে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিল না। ভারতে বহু গভর্ণর জেনারেল আসিয়াছেন, গিয়াছেন। কিন্তু লর্ড কার্জ্জনের শাসনকাল ইতিহাসে সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য। বাংলার যুব-জাগরণের আভাস পাইয়া তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলেন। হিন্দু-মুসলমানের মিলন তাঁহাকে সবচেয়ে বেশী বিচলিত করিল। তিনি বুঝিলেন ইহাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করিতে না পারিলে সাম্রাজ্য নিরাপদ্ হইবে না। কি উপায়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ ঘটাইয়া যুব-আন্দোলনকে ধ্বংস করা যায়—এই চিন্তাই লর্ড কার্জ্জন করিতে লাগিলেন। নেপথ্যে ইহারই আয়োজনে ব্যস্ত রহিলেন। ১৯০৪ সালের শেষের দিকে বঙ্গ-বিভাগের প্রস্তাবের একটি খসড়া বিলাতের মন্ত্রিসভায় প্রেরিত হইল এবং সেই প্রস্তাবের সমর্থনে লর্ড কার্জ্জন এক স্পেশাল ডেসপ্যাচ লিখিলেন—ভারত সাম্রাজ্যকে নিরাপদ্ করিতে হইলে বঙ্গভঙ্গ ভিন্ন আর দ্বিতীয় কোন উপায় নাই—ইহার দ্বারা এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। হিন্দু মুসলমান—এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি এবং সদ্য উন্মেষিত বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদকে অঙ্কুরেই বিনাশ করা।

বরোদায় বসিয়া শ্রীঅরবিন্দ সাম্রাজ্যবাদের এই কুটিল অভিসন্ধির সংবাদ রাখিতেছিলেন। তিনি বুঝিলেন সময় আসন্ন, দেশকে পরশাসন হইতে মুক্ত করিবার শুভলগ্ন সন্নিকটবর্ত্তী। ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। ১৯০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইতে জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে শ্রীঅরবিন্দ যোগদান করিলেন। সেখানে সমবেত কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করিয়া তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন। মহারাষ্ট্র-কেশরী তিলকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন এবং কংগ্রেসের বেদী হইতে যাহাতে নূতন কর্ম্মপন্থা ঘোষিত হয় তাহার জন্যও অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তখনও কংগ্রেসের নেতৃ-বর্গের বেশীর ভাগই ছিল মডারেটপন্থী, তাই শ্রীঅরবিন্দ বুঝিলেন কেবলমাত্র কংগ্রেসের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তিনি তৎক্ষণাৎ বারীন্দ্রকে বাংলার কর্ম্মক্ষেত্রে পাঠাইলেন।

বাংলায় আসিয়া বারীন্দ্র বাংলাদেশের সাংবাদিক ও শিক্ষিত সকলকে লর্ড কার্জ্জনের দুষ্ট অভিসন্ধির কথা বুঝাইয়া বলিলেন এবং শ্রীঅরবিন্দ যে ঐ দুরভিসন্ধি বানচাল করিতে পারিবেন তাহাও সকলকে বলিতে ভুলিলেন না। সংগ্রামের জন্য সকলকে প্রস্তুত হইতে অনুরোধও করি-লেন। বলিলেন—যদি বঙ্গভঙ্গ বিল পার্লামেণ্টে গৃহীত হয়, তাহা হইলে উহার 'সক্রিয় প্রতিবাদ করিতে হইবে'—একটা বিরাট ভবিষ্যৎ বাঙ্গালীর জন্য অপেক্ষা করিতেছে এবং সেই সঙ্গে সমস্ত ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ। বারীন্দ্র তাঁহার মেসোমহাশয় "সঞ্জীবনী"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রকে সজাগ থাকিতে অনুরোধ জানাইয়া বরোদায় ফিরিয়া গেলেন।

বারীন্দ্র বরোদায় ফিরিলে শ্রীঅরবিন্দ অনুজের সহিত সকলরকম পরামর্শ করিয়া একটি 'No Compromise' ইস্তাহার লিখিয়া ছাপাইলেন এবং 'ভবানীমন্দির' ও 'No Compromise' ইস্তাহার প্রচার করিবার জন্য বারীন্দ্রকে পুনরায় বাংলায় পাঠাইলেন। নিকট ভবিষ্যতের কার্য্য-পদ্ধতি সম্পর্কে বারীন্দ্রকে উপদেশ দিলেন যে, আপাততঃ ভবানীমন্দির ও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভারত-পুরুষ—শ্রীঅরবিন্দ—

কারাগারে—শ্রীঅরবিন্দ (১৯০৮-০৯)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"বন্দে মাতরম্" মন্ত্র প্রচার করিবে এবং বঙ্গভঙ্গ স্থির হইলে 'No Compromise' ইস্তাহারে দেশ ছাইয়া দিবে। "বন্দে মাতরম্"-এর উপর ভিত্তি করিয়া আন্দোলন আরম্ভ করিলে সে আন্দোলন নিস্ফল হইবে না তাহাও বুঝাইয়া দিলেন।

১৯০৫ সালের মার্চ্চ মাসে বারীন্দ্র পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত গুপ্ত সমিতির সভ্যগণকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। তাহাদের দ্বারা "ভবানীমন্দিরে"র আদর্শে আরও কতকগুলি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করাইলেন। তারপর বঙ্গভঙ্গ হইবার স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে তিনি 'No Compromise' ইস্তাহার গুপ্তভাবে সারা বাংলাদেশে ছড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের প্রচারে ত্রুটি করিলেন না।

বারীন্দ্র কাজ করিতে লাগিলেন। সংগঠন ও প্রচারের অনেক কার্য্যে তিনি সফল হইলেও তিনি বুঝিলেন আন্দোলনকে ব্যাপক ও তীব্র করিয়া তুলিতে হইলে তাঁহার একক চেষ্টায় উহা বিশেষ ফলবতী হইবে না। শ্রীঅরবিন্দকে তিনি সব কথা জানাইলেন। বাংলায় তাঁহার মন পড়িয়া ছিল। ১৯০৫ সালের জুলাই মাসের প্রথমে শ্রীঅরবিন্দ বরোদা হইতে কিছুদিনের ছুটি লইয়া বাংলায় আসিলেন। বঙ্গভঙ্গ বিল যাহাতে পাশ না হয়, সেই উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াই জনমত গঠনের জন্য তাঁহার মেসোমহাশয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রকে লইয়া অনেক সভাসমিতির আয়োজন করিলেন। এই সময় তাঁহারই কণ্ঠ আশ্রয় করিয়া বঙ্গমাতা তাঁহার সন্তানদের আহ্বান করিলেন এই বলিয়া যে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সংগ্রাম আরম্ভ করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মপদ্ধতির কথাও শ্রীঅরবিন্দ বলিলেন। যদি জনমত অগ্রাহ্য করিয়া ইংরেজ সরকার বঙ্গবিভাগ করে তাহা হইলে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, অসহযোগ, বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন, সরকারী বিদ্যালয়সমূহ বর্জ্জন এবং স্বদেশী গ্রহণ করিতে হইবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই ভারতসচিব বঙ্গব্যবচ্ছেদের সম্মতি দিলেন। তখন চারিদিকে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। বঙ্গভঙ্গ যাহাতে না হয় সেজন্য সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ প্রত্যহ লেখালেখি করিতে লাগিলেন। "সঞ্জীবনী"-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র অগ্রণী হইয়া ভারতের রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে শ্রীঅরবিন্দের সব কথা বুঝাইয়া বলিলেন এবং তাঁহাকে আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে বলিলেন। সুরেন্দ্রনাথ তখন দৈনিক "বেঙ্গলী" কাগজের সম্পাদক। বেঙ্গলী কাগজের আফিস হইতেই "হিতবাদী" সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির হইত। ঐ কাগজের সম্পাদক ছিলেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ আর সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় ছিলেন সহকারী সম্পাদক। ইঁহারা সকলেই শ্রীঅরবিন্দের প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়া জোর আন্দোলন চালাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

এই সময়ে মৈমনসিংহের কিশোরগঞ্জের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন দেশপূজ্য অশ্বিনীকুমার দত্তের সুযোগ্য ছাত্র সুরেন্দ্রনাথ সেন। এই জুলাই মাসের শেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে ঐ স্কুলে একটি সভার আয়োজন করা হয়, এবং ঐ স্কুলটিকে জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হয়। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় শ্রীঅরবিন্দ ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুযোগ্য দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হন। প্রধান শিক্ষক মহাশয় শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তাবাদের আদর্শ সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিলেন। এই বিদ্যালয়টিকে জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত করা হইল। ঐ সভায় বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে শ্রীঅরবিন্দ একটি প্রস্তাব রচনা করেন এবং সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রথম উহা সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। ঐ প্রস্তাবে বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনের কথা ছিল। এতদিন পর্য্যন্ত এই বয়কটের কথা লুকাইয়া লুকাইয়া আলোচিত হইত কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সেন মহাশয় এই বয়কট সম্বন্ধে প্রকাশ্য প্রস্তাব করিয়া ঐ সভায় পাশ করাইয়া লইলেন। যুগান্তসঞ্চিত খনির অন্ধকার গর্ভে আলোক প্রজ্বলিত হইলে, নিমেষকালের মধ্যে যেমন সেই অন্ধকার বিলুপ্ত হইয়া যায়, বর্ত্তমান প্রকাশ্য সভায় বয়কটের কথা শুনিয়া জনসাধারণের চিত্তের শতাব্দীসঞ্চিত নৈরাশ্যের অন্ধকার যেন নিমেষমধ্যে বিলুপ্ত হইয়া তাহাদের অন্তর এক অপূর্ব্ব প্রেরণার আলোকে ভরিয়া তুলিল। দেশমধ্যে ইহা তুমুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিল। জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে সুরু হইয়া গেল স্বদেশী আন্দোলন।

ইহার কয়েকদিনের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট, বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদের জন্য কলিকাতার টাউন হলে একটি মহতী সভার আয়োজন করা হয়। স্বদেশী আন্দোলনের উদ্যোগপর্ব্ব হিসাবে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এই সভা অবিস্মরণীয় হইয়া আছে। মুখ্যতঃ ইহা প্রত্যাসন্ন বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত হইলেও, এই সভার মারফৎ শ্রীঅরবিন্দ দেশবাসীর নিকট তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতির একটা প্রাথমিক আভাস দিয়াছিলেন এবং তাহার ভিতর দিয়া সমগ্র দেশবাসীকে এক নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলাই ছিল এই সভার লক্ষ্য। তখনও পর্য্যন্ত তিনি নেপথ্যে; কৃষ্ণবাবুকে সম্মুখে রাখিয়া অন্তরাল হইতে শ্রীঅরবিন্দ এইসব কার্য্যকলাপ পরিচালনা করেন। নিজে যন্ত্রী হইয়া যন্ত্র পরিচালনা করার এই যে আদর্শ একমাত্র শ্রীঅরবিন্দের জীবনেই ইহা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। শুধু তাহাই নহে। আত্মপ্রচারের ঢক্কানিনাদ করিয়া রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে যাঁহারা নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের রাজনৈতিক জীবন বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তাঁহারা দেশের কাজ যতটুকু করিয়াছেন, ব্যক্তিগত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জ্জনে তাহার চেয়ে বেশী সচেষ্ট এবং সচেতন ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক চেতনায় ব্যক্তিগত খ্যাতি-প্রতিপত্তির কোন চেষ্টাই ছিল না। তাঁহার স্বল্পকালস্থায়ী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রাজনৈতিক জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে এই মনোবৃত্তিই আমরা লক্ষ্য করি। "বন্দে মাতরম্" ছিল যাঁহার স্বদেশমন্ত্র, তাঁহার পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক।

৭ই আগষ্টের সভার পরিকল্পনা ছিল শ্রীঅরবিন্দ এবং তাঁহার সহকর্ম্মী-দিগের। কিশোরগঞ্জ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া সভার আয়োজন করেন। তাঁহারই নির্দ্দেশে তাঁহার সহকর্ম্মিবৃন্দ কলিকাতার সমস্ত সংবাদপত্রসেবী এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত এই উদ্দেশ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেন। বাংলার দানবীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এই ঐতিহাসিক সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিবার গৌরব লাভ করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহারাজা ব্রজেন্দ্রকিশোর চৌধুরী, মহারাজ শশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী (এ. চৌধুরী), শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, সখারাম গণেশ দেউস্কর, সুন্দরীমোহন দাস, ব্যারিষ্টার জে. চৌধুরী, রাসবিহারী ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, গিষ্পতি কাব্যতীর্থ, এ. রসুল, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশ সমাজপতি প্রভৃতি বাংলার তৎকালীন বহু বরেণ্য সন্তান এই সভায় যোগদান করেন।

৭ই আগষ্ট, ১৯০৫ সাল। দলে দলে লোক চলিয়াছে টাউন হলের দিকে। দেখিতে দেখিতে বিরাট টাউন হল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। উৎসাহ-উদ্দীপনায় সকলেই ছুটিয়া আসিয়াছে। সোনার বাংলাকে দুইভাগে ভাগ করিবার যে কুটিল চক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদী করিয়াছে, তাহারই অকুণ্ঠ প্রতিবাদে একের পর একে বক্তৃতা করিলেন। তাহার পর আসিল প্রস্তাব গ্রহণের পালা। শ্রীঅরবিন্দ-রচিত প্রস্তাবটি সকলের সমক্ষে উত্থাপন করিলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র। সকলেই উৎকর্ণ হইয়া সেই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রস্তাব শুনিল। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিরচিত এই ঐতিহাসিক প্রস্তাবের সুস্পষ্ট ভাব এবং ভাষার ভিতর দিয়া দেশবাসীকে শ্রীঅরবিন্দ এক নূতন পথের সন্ধান দিলেন। প্রস্তাবে বলা হইল "ইংরেজের শাসন এবং শোষণের ফলে ভারতবাসীর অর্থনৈতিক জীবনের যে শোচনীয় অবস্থা আজ হইয়াছে, ইহার প্রতিকারের একমাত্র উপায় সংঘবদ্ধভাবে সর্ব্বপ্রকার বিলাতীদ্রব্য বর্জ্জন এবং এই উপায়েই ইংরেজের ভবিষ্যৎ শোষণের পথ রুদ্ধ হইবে। ইংরেজের ন্যায়বিচারে আমাদের আর বিশ্বাস নাই, আমরা তাই তাহাদের আইন আদালত বর্জ্জন করিয়া ইংরেজের শাসনকে অসম্ভব করিয়া তুলিব। ইংরেজের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের আস্থা নাই, আমরা তাই ইংরেজের স্কুলে আমাদের ছেলেদের আর পাঠাইব না।"

তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণকে একথাও বলা হইল যে যদি ইংরেজ আমাদের আবেদন-নিবেদনে সাড়া না দেয়, তবে এই প্রস্তাব অনুসারে কাজ করিতে হইবে। পরিশেষে দেশবাসীকে আন্দোলনের পথে পরিচালিত করিবার জন্য সর্ব্ববাদি-সম্মতিক্রমে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে নেতৃত্বে বরণ করা হইল। টাউন হলের এই সভার সংবাদ বাংলার সর্ব্বত্র বিপুল উত্তেজনার সৃষ্টি করিল।

শ্রীঅরবিন্দ দেখিলেন শিক্ষিত সমাজের টনক নড়িয়াছে, তাহাদের মনে দেশপ্রেমের রঙ ধরিয়াছে। সহরের এই উৎসাহ আবর্ত্তের পর আবর্ত্ত রচনা করিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পৌঁছাইয়া গ্রামবাসীদিগকেও উদ্বুদ্ধ করিবে। তাহাই হইল। দেখিতে দেখিতে আন্দোলনের গতি তীব্র হইয়া সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। শ্রীঅরবিন্দ বুঝিলেন এই গতির প্রচণ্ডতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে। আপাততঃ বাংলায় তাঁহার আর কিছু করিবার নাই। তিনি আবার বরোদায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ইতিমধ্যে পার্লামেণ্টে লর্ড কার্জ্জনের প্রস্তাবিত খসড়া গৃহীত হইয়া সম্রাটের অনুমোদন লাভ করিয়াছে। এই সংবাদ যখন এদেশে আসিয়া

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পৌঁছিল তখন বাংলার প্রায় সর্ব্বত্রই বিলাতী বর্জ্জন ও স্বদেশী গ্রহণের তুমুল আন্দোলন সুরু হইয়া গিয়াছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট এই আন্দোলনকে প্রথম আঘাত হানিবার জন্য ১৯০৫ সালের ১৫ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার দিন স্থির করিলেন। সরকারী ঘোষণায় দেশবাসী জানিতে পারিল যে ১৫ই অক্টোবর বঙ্গ দ্বিখণ্ডিত হইবে। নেতৃগণের নির্দ্দেশে ঐ দিনটি জাতীয় শোকের দিন বলিয়া ধার্য্য হইল।

১৯০৫ সালের ১৫ই অক্টোবর। লর্ড কার্জ্জন বঙ্গবিভাগ ঘোষণা করিলেন। অলক্ষ্যে থাকিয়া ইতিহাসের বিধাতাপুরুষ হাসিলেন। কারণ লর্ড কার্জ্জনের এই রাজনৈতিক কার্য্য বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে শাপে বর হইয়া দেখা দিল। বাংলার রাজনৈতিক আকাশে পুঞ্জীভূত অসন্তোষের মেঘে চেতনার বিদ্যুৎবিকাশ শাসকবর্গকে বিস্মিত বিমূঢ় করিয়া দিল। সেদিনের বিক্ষুব্ধ বাংলার মর্ম্মবেদনাকে ভাষা দিয়াছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার এই সময়কার রচিত একাধিক গানের ভিতর দিয়া দেশপ্রেমের জাহ্নবীধারা বিপুল গর্জ্জনে সারা দেশে প্রবাহিত হইয়া জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

১৫ই অক্টোবর ৩০শে আশ্বিন সকালে নরনারীনির্ব্বিশেষে গঙ্গাস্নান করিয়া রবীন্দ্রনাথের রাখীবন্ধনের পবিত্র মন্ত্র—'ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই'—উচ্চারণ করিল এবং একে অপরের হাতে মিলনের রাখী বাঁধিয়া দিল। তাহার পর নগ্নপদে সকলে বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত গাহিয়া রাজপথ পরিভ্রমণ করিল। স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জনের শপথ লইতে জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করা হইল। সে এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য—মিলনের রাখী সকলের হাতে—সকলের কণ্ঠে মিলনের গান—'ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই।' সাংবাদিক বা বক্তারা ছাড়াও এই রাখীবন্ধনে মহারাজা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়, ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মহারাজা শশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রভৃতি যোগ দিয়াছিলেন। ঐদিন বৈকালে বীডন স্কোয়ার, কলেজ স্কোয়ার ও অন্যান্য স্থানে সভা করিয়া সকলে পার্শিবাগানের মাঠে একত্রিত হন এবং সেখানে সভা করিয়া ফেডারেশন হলের ভিত্তি স্থাপন করেন। সেই ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে মৃত্যুশয্যায় শায়িত আনন্দমোহন বসু মহাশয়কে সভাপতির পদে বরণ করা হয়। তাঁহাকে খাটিয়ায় করিয়া সভায় আনা হইলে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে তাঁহাকে সভাপতিত্বে বরণ করা হয়। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে সভাপতি মহাশয় তাঁহার লিখিত ইংরেজী অভিভাষণটি পাঠ করিতে বলেন। সুরেন্দ্রনাথ বজ্রগম্ভীর স্বরে লক্ষাধিক শ্রোতাকে সেই অভিভাষণ পাঠ করিয়া শ্রবণ করান। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সভাপতির অভিভাষণের বাংলা তর্জ্জমা শ্রোতাদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইলেন। জনসাধারণের মধ্য হইতে ঐ মিলনমন্দিরের জন্য বহু টাকা চাঁদাও উঠিল। শাসকবর্গ বুঝিলেন বঙ্গভঙ্গ হইয়াছে কাগজে-কলমে—আসলে পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় বাংলার জনসাধারণ একই বাঙ্গালী আছে।

আন্দোলন আরম্ভ হইল। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত সংবাদপত্রের মালিকগণ শ্রীঅরবিন্দের ছদ্মনামে কোন রচনাই কাগজে প্রকাশ করিতে সাহস করিতেন না। তাই তখনও পর্য্যন্ত সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেশবাসীর নিকট স্বাধীনতার বাণী প্রচারে শ্রীঅরবিন্দ বিশেষ কোন সুযোগই পাইলেন না। বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন পরিপূর্ণভাবে চলিলেও, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথপ্রমুখ মডারেটপন্থী নেতৃবৃন্দ ইংরেজের কাছে আরও আবেদন-নিবেদন করিয়া বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উত্তরে তৎকালীন ভারতসচিব লর্ড মর্লি বলিলেন—এ সিদ্ধান্ত অপরিবর্ত্তনীয়—settled fact unsettled হইবে না।

বরোদায় থাকিয়াই শ্রীঅরবিন্দ এইসব সংবাদ পাইলেন। তিনি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বুঝিলেন অবিলম্বে একখানি নূতন সংবাদপত্র প্রয়োজন, যে কাগজ আপোষহীন ভাষায় অকুণ্ঠ চিত্তে জনসাধারণের দাবী ঘোষণা করিবে চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই কার্য্য—ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। কনিষ্ঠ বারীন্দ্র তখন কলিকাতায় থাকিয়া প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন। শ্রীঅরবিন্দ ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁহাকে জাতীয়তাবাদী দলের জন্য "যুগান্তর" নাম দিয়া শীঘ্রই একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে বলিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে কিছু টাকাও পাঠাইয়া দিলেন। সেই সময়ে সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীকে লইয়া "সন্ধ্যা" নামে জাতীয়তাবাদী দলের একখানি সংবাদপত্র বাহির করিলেন। বারীন্দ্রের সহকারী অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তখন কটকে ছিলেন। তাঁহাকে বারীন্দ্র কলিকাতায় আনাইয়া ২৭ নং কানাইলাল ধরের লেনে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া "যুগান্তর" পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

১৯০৫ সালের ডিসেম্বরের শেষে বারাণসীতে জাতীয় মহাসভার অধিবেশন আরম্ভ হইল। সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন মহামতি গোখেল। গোখেল মহারাষ্ট্রকেশরী তিলকের রাজনৈতিক শিষ্য এবং "দি সার্ভেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া সোসাইটি"র প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীঅরবিন্দ দেখিলেন এই সুযোগ। জাতীয় মহাসভার বেদী হইতে তিলকের দ্বারা তাঁহার চার দফা সম্বলিত সেই বয়কট প্রস্তাব যাহাতে উত্থাপিত হয় তাহার জন্য তিনি ব্যবস্থা করিলেন। ইতিমধ্যে তিনি ভারতের একাধিক প্রদেশের যে কয়জন বিশিষ্ট জননায়কদের বাংলার আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য বরোদা হইতে পত্রাদি লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নাগপুরের ডাক্তার মুঞ্জে, খাপর্দ্দে, যুক্তপ্রদেশের পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, পাঞ্জাবের লাজপত রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলার সমস্যা যাহাতে সর্ব্বভারতীয় সমস্যারূপে স্বীকৃত হয়, তাহার জন্যই শ্রীঅরবিন্দের এই প্রচেষ্টা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বারাণসী কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য বাংলা হইতে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ একাধিক নেতৃবর্গ এবং তিলক, লাজপত-প্রমুখ অন্যান্য প্রদেশের নেতৃবর্গ উপস্থিত হইলেন। বরোদা হইতে শ্রীঅরবিন্দও এই অধিবেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিলক মহারাজ ভরসা দিয়াছিলেন, তাই তাঁহার আশা ছিল কংগ্রেস কর্ত্তৃক তাঁহার পরিকল্পিত বয়কট প্রস্তাব গৃহীত হইবে। প্রকাশ্য অধিবেশনে যখন বাংলার কথা উঠিল তখন পাঞ্জাবকেশরী লাজপত রায় বলিলেন :

"বাংলার দুর্ভাগ্যের বিষয় আপনারা সব শুনিয়াছেন। ভারতে এক নূতন রাজনৈতিক যুগ প্রবর্ত্তন করিবার জন্য ভগবান বাঙ্গালীকে আজ যে সুবর্ণ সুযোগ দিয়াছেন ইহার জন্য তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি। আমার মনে হয় বাংলার জন্যই এই গৌরব নির্দ্দিষ্ট ছিল, কারণ ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ বাঙ্গালীই প্রথম লাভ করে।"

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের প্রস্তাব অনেক চেষ্টার পরও গৃহীত হইল না। কেবলমাত্র এইরকম প্রস্তাবটি গৃহীত হইল :

"That this Congress records its earnest and emphatic protest against the repressive measures which have been adopted by the authorities in Bengal after the people there had been compelled to resort to the boycott of foreign goods as a last protest and perhaps the only constitutional and effective means left to them of drawing the attention of the authorities persisting in their determination to partition Bengal in utter disregard of the universal prayers and protests of the people."

কংগ্রেস ইহার বেশী অগ্রসর হইতে সাহসী হইল্ না। বিক্ষুব্ধচিত্তে শ্রীঅরবিন্দ তিলক মহারাজকে গোখেল ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের সম্পর্কে তাই বলিলেন :

"They are the Serpents of the India Society".

একদিকে ব্যর্থমনোরথ হইলেও শ্রীঅরবিন্দের অন্য একটি প্রস্তাবের সমর্থন সকলেই করিয়াছিলেন। সেই প্রস্তাবটি জাতীয় শিক্ষার প্রবর্ত্তন। নেতৃবর্গের একটি ঘরোয়া বৈঠকে ভারতের সর্ব্বত্র যাহাতে জাতীয় বিদ্যালয়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

স্থাপিত হয় সেইরূপ ব্যবস্থা হইল। মদনমোহন মালব্যের প্রস্তাব অনুসারে এই সময়েই বারাণসীতে হিন্দু বিশ্ববিত্থালয়ের ভিত্তিস্থাপন হয়। ইহাতে শ্রীঅরবিন্দ, সুরেন্দ্রনাথ, তিলক, মহামতি রাণাডে, গোখেল প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেসের এই অধিবেশনের পর হইতেই পাঞ্জাবের লাজপত রায়, মহারাষ্ট্রের তিলক, নাগপুরের মুঞ্জে এবং খাপর্দ্দে বাংলার আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেন।

আশাভঙ্গের মনোবেদনা লইয়া শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় ফিরিলেন। মানস-চক্ষে তিনি দেখিতে পাইলেন বঙ্গভঙ্গ ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া বাংলাদেশের বুকে এক প্রবল আন্দোলনের বন্যা নামিয়া আসিয়াছে। মডারেটপন্থী কংগ্রেস বাংলার সমস্যাকে আজ সর্ব্বভারতীয় সমস্যা হিসাবে স্বীকার না করিলেও শ্রীঅরবিন্দ বুঝিলেন, নিকট ভবিষ্যতে বাংলার এই আন্দোলনের প্রভাবে কংগ্রেসের রূপান্তর সাধিত হইবেই—কেহ তাহা রোধ করিতে পারিবে না। পুরাতন পত্রপুট বিদীর্ণ করিয়া যেমন নবকিশলয় সবুজের উদ্ধত মহিমায় নিজেকে প্রকাশ করে, শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন, কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের জীর্ণ পুরাতন এবং নির্জীব নীতিকে বিদীর্ণ করিয়া নবীন ভারতের স্বাধীনতার দাবীর অভিব্যক্তি অনিবার্য্য এবং প্রত্যাসন্ন। বাংলার আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রস্তাবের ফলেই ইহা সংঘটিত হইবে। এইসব চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল, এই আন্দোলন হইতে দূরে থাকিলে চলিবে না, ইহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে, সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। সহধর্ম্মিণী মৃণালিনী দেবীর নিকট এ সম্বন্ধে পত্রাদি লিখিতে লাগিলেন। এই পত্রখানি হইতে তাঁহার মনোভাবের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়:

স্নেহের মৃণালিনী,

"……তুমি বোধ হয় এর মধ্যে টের পেয়েছ, যাহার ভাগ্যের সঙ্গে তোমার ভাগ্য জড়িত, সে বড় বিচিত্র ধরণের লোক। আমি যদি নিজের জন্য, বিলাসের জন্য সব খরচ করি, তাহা হইলে আমি চোর।…… এতদিন আমি পশুবৃত্তি ও চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া আসিয়াছি,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ইহা বুঝিতে পারিলাম। আর নয়, জন্মের মত ছাড়িয়া দিলাম। ...... কোনমতে ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিতে হইবে। ঈশ্বর যদি থাকেন তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন না কোন পথ থাকিবে। সে পথ যতই দুর্গম হোক্, সে পথে যাইবার জন্য আমি দৃঢ় সংকল্প করিয়া বসিয়াছি। ...... আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার পায়ে আছে। শারীরিক বল নয়, বন্দুক বা তরবারি লইয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে, ব্রহ্মতেজও আছে। এই ভাব নূতন নহে, আজকালকার নহে। এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম। এই ভাব আমার মজ্জাগত। ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। ...... সমস্ত দেশ আজ আমার দ্বারে আশ্রিত। ...... তোমার ভালমানুষ স্বামী সেই লোককে আরও অনেককে সেই পথে প্রবেশ করাইয়াছিল। আরও সহস্র সহস্র লোককে প্রবেশ করাইবেন। কার্য্যসিদ্ধি আমি থাকিতেই হইবে বলিতেছি না, কিন্তু একদিন হইবে নিশ্চিতই। ......"

পূর্ব্বপ্রস্তাব অনুযায়ী শ্রীঅরবিন্দ বরোদা হইতে অবিলম্বে "যুগান্তর" পত্রিকা বাহির করিবার নির্দ্দেশ দিলেন। তদনুসারে ১৯০৬ সালের মার্চ্চ মাসে যুগান্তর পত্রিকা বাহির হইল। শ্রীঅরবিন্দের পরিকল্পিত "যুগান্তর" রক্তধ্বজা বক্ষে ধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। "যুগান্তর" বাংলায় যুগান্তর আনিল। ইহার উদ্দীপনাময়ী বাণীর প্রভাবে বাংলার যুবকেরা দলে দলে স্কুল কলেজ ছাড়িয়া দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য ইহার পতাকাতলে সমবেত হইল। গভর্ণমেণ্টের সার্কুলার অনুযায়ী বহু যুবককে স্কুল হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল। এইসব ছাত্রদের ভবিষ্যৎ যাহাতে নষ্ট না হয়, সাময়িক উত্তেজনার প্লাবনে ইহারা যাহাতে ভাসিয়া না যায়, সেইজন্য নেতৃবৃন্দ কলিকাতায় একটি জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ স্থাপনে প্রয়াসী হইলেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠিল কাহার হস্তে ইহা পরিচালনার ভার ন্যস্ত হইবে? অমনি সকলের দৃষ্টি গিয়া পড়িল বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের উপর। সকলেই একবাক্যে বলিলেন, এই গুরুদায়িত্ব বহনের যোগ্যতা একমাত্র এই মানুষটিরই আছে। যথাসময়ে বাংলার নেতৃস্থানীয়দের অনুরোধ শ্রীঅরবিন্দের নিকট পৌঁছাইল। তাঁহাকেই তাঁহারা প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীঅরবিন্দ সানন্দে সম্মত হইলেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বরোদায় এই সময় তাঁহার সর্ব্বসমেত আয় ছিল মাসিক প্রায় দুই হাজার টাকা। কিন্তু দেশজননীর যখন আহ্বান আসিল, "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের একনিষ্ঠ পূজারী শ্রীঅরবিন্দ আর ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের হিসাব করিলেন না, দেশের কাজে মাত্র বাসস্থান ও আহারের জন্য মাসিক দেড়শত টাকা লইয়া কাজ করিতে সম্মত হইলেন।

ন্যাশানাল কলেজ স্থাপিত হইতেছে, শ্রীঅরবিন্দ ইহার অধ্যক্ষতা করিবার জন্য বরোদায় রাজসম্মান এবং মাসিক প্রায় দুই হাজার টাকা আয় ছাড়িয়া বাংলায় আসিতেছেন, সুবোধ মল্লিক ইহার জন্য একলক্ষ টাকা দান করিতেছেন—এই সংবাদে দেশে তুমুল সাড়া পড়িয়া গেল। একটা নূতন উৎসাহে সকলের অন্তর পূর্ণ হইল। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লইয়া ন্যাশানাল কাউন্সিল অব্ এডুকেশনের একটি বোর্ড গঠিত হইল। বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারকনাথ পালিত, রাসবিহারী ঘোষ এই বোর্ডের সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। আর উহার স্কুল বিভাগে শিক্ষকতা করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী যেসব যুবক অগ্রসর হইলেন তাঁহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ, প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, বিনয়কুমার সরকার প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ইহারা প্রত্যেকেই মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতন লইয়া এই শিক্ষায়তনে কাজ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন। একথা বলা বাহুল্য যে একমাত্র শ্রীঅরবিন্দের অতুলনীয় ত্যাগের প্রভাবেই ইহারা সকলে দেশের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ স্বীকারেও উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ষষ্ঠ অধ্যায়

"জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্" ও "বন্দে মাতরম্"

"জানি আমি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার পায়ে আছে। বন্দুক বা তরবারি লইয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না। ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে, ব্রহ্মতেজও আছে………।"—শ্রীঅরবিন্দের স্ত্রীকে লিখিত পত্র হইতে।

দীর্ঘ তের বৎসরকাল বরোদার রাজসরকারে সসম্মানে কাজ করিবার পর এইবার রাজকার্য্যে ইস্তফা দিবার সময় আসিল। কর্ম্মচারীর মত জ্ঞান করা দূরে থাক, মহারাজা শ্রীঅরবিন্দকে বন্ধুর মত, গুরুর মত মনে করিতেন। রাজকার্য্যে তাই শ্রীঅরবিন্দের যেমন সম্মান ছিল, তেমনি ছিল স্বাধীনতা। কলিকাতায় "জাতীয় শিক্ষা পরিষদের" উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে সেই সময় (১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে) শ্রীঅরবিন্দ মহারাজাকে তাঁহার অভিপ্রায় জানাইলেন এবং রাজ-কলেজের কার্য্যে ইস্তফা দিলেন। শ্রীঅরবিন্দ চলিয়া যাইবেন শুনিয়া মহারাজা মর্ম্মাহত হইলেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার রাজ্যের গৌরব, তাঁহার জীবনের সবচেয়ে গর্ব্বের দুর্লভ সম্পদ্—তাই মহারাজা তাঁহাকে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ পদ—দেওয়ানের পদ দিতে সম্মত হইলেন। শ্রীঅরবিন্দ হাসিমুখে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। বন্ধুত্বের বন্ধন, ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন, খ্যাতির মোহ—কিছুই তাঁহাকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। দেশজননীর আহ্বান তখন তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিয়াছে—তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। পৃথিবীর কোন কিছুর বিনিময়েই তাঁহাকে আর ধরিয়া রাখা যাইবে না।

সাধারণে জানিত না বরোদার রাজার সহিত শ্রীঅরবিন্দের কি মধুর সম্পর্ক ছিল। মনে-প্রাণে তিনি শ্রীঅরবিন্দের অনুরক্ত ভক্ত হইলেও,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রাজ্য নষ্ট হইবার আশঙ্কায় প্রকাশ্যে শ্রীঅরবিন্দকে তিনি কর্ম্মচারী বলিয়াই পরিচয় দিতেন। কিন্তু নানা বিপদ্ বরণ করিয়াও তিনি শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক কার্য্যকলাপে এ যাবৎ কোন বাধাই দেন নাই। মহারাজার অনুরোধে যখন শ্রীঅরবিন্দের মতের পরিবর্ত্তন হইল না, তখন তিনি আর বাধা দিলেন না। শুধু বলিলেন—'এই যে লক্ষ লক্ষ টাকার লাইব্রেরী, ইহা কি হইবে? কে পড়িবে?' শ্রীঅরবিন্দ উত্তরে বলিলেন—'এইসব বই এইখানেই থাকুক। যখনই আমার প্রয়োজন হইবে তখনই চাহিয়া পাঠাইব।'

শ্রীঅরবিন্দের জীবনে বরোদার অধ্যায় এইখানেই শেষ। তিনি বাংলায় আসিলেন। কলিকাতায় আসিয়া সোজা "যুগান্তর" আফিসে উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বরোদার অনাড়ম্বর বেশভূষা পরিত্যক্ত হইল। অঙ্গে উঠিল সাধারণ বাঙ্গালীর অতি সাধারণ স্বদেশী পরিচ্ছদ। দেশের কাজ তাঁহার নিকট ছিল সুপবিত্র ব্রতের মত, ইহাকে তিনি বিলাসিতা মনে করেন নাই কোনও দিন। তাঁহার অন্তরে-বাহিরে তাই একই সুর ধ্বনিত হইত। নবীন বাংলার যুবকগণের নিকট দেশপ্রেমের যে মহান্ আদর্শ তিনি তুলিয়া ধরিলেন, তাহার ভিতর যাহাতে কোনওরূপ ভণ্ডামী বা কৃত্রিমতা না থাকে, সেদিকে ছিল তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি। তাই বাংলার মাটিতে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার অঙ্গে উঠিল আমেদাবাদ মিলের মোটা কোরা ধুতি ও মোটা টুইল সার্ট।

শ্রীঅরবিন্দ আসিয়াছেন শুনিয়া দলে দলে কলেজের ছেলেরা আসিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। তরুণ হৃদয়ের এই স্বতঃপ্রণোদিত শ্রদ্ধা তাঁহাকে স্বভাবতঃই অভিভূত করিল। নির্জ্জনতা যাঁহার ছিল নিত্যসহচর সেই মানুষটি আজ সহসা লোকারণ্যে আসিয়া সকলের শ্রদ্ধাঞ্জলিতে বিব্রত বোধ করিলেন—একেবারে লজ্জাবতী লতার মত আড়ষ্ট হইয়া রহিলেন এবং সহাস্যবদনে সমাগত সকলের অন্তর স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিলেন। তখনও পর্য্যন্ত বাংলায় স্পষ্ট কথা বলিতে পারেন না, আর বয়সও অল্প—এই কারণে তিনি আরও লজ্জিত হইয়াছিলেন। বৈকালের দিকে আসিলেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, চারুচন্দ্র দত্ত, আই-সি-এস্, সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব, সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রভৃতি নেতৃস্থানীয়েরা। শ্রীঅরবিন্দ এইখানে—এই কানাই ধর লেনের স্বল্পপরিসর স্থানে বহুবিধ অসুবিধায় থাকিবেন—ইহা রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের মনঃপূত হইল না। তাই তিনি শ্রীঅরবিন্দকে তাঁহার বাড়ীতে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া চারুবাবুকে তাঁহাকে আনিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। চারুবাবু শ্রীঅরবিন্দকে একখানি ঘোড়ার গাড়ীতে উঠাইয়া রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ী লইয়া গেলেন।

শ্রীঅরবিন্দ বাংলায় আসিলেন—সঙ্গে সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে নূতন প্রেরণার তরঙ্গ উঠিল। বাংলার ভবিষ্যৎ সেদিন তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই আবর্ত্তিত হইল। বাঙ্গালীর জাগ্রত চেতনায় সে যেন এক নব সূর্য্যোদয়। সেই নবজাগরণের রক্তিমচ্ছটায় দেশমাতৃকার আসন সহসা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বঙ্কিম-বিবেকানন্দের বাংলা শ্রীঅরবিন্দের ধ্যানে মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইল। জননীর বন্ধনমোচনের দুঃসাধ্য ব্রত গ্রহণ করিলেন শ্রীঅরবিন্দ। সাধকের নিষ্ঠা লইয়া সেই মহাব্রত উদযাপনের জন্য তিনি নিজেকে একান্তভাবে উৎসর্গ করিলেন। সেই মাতৃপূজার একটি মাত্র মন্ত্র ছিল—"বন্দে মাতরম্"। ভারতের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাসে কত দেশনায়কের উত্থান-পতন আমরা দেখিলাম—কিন্তু আজ মনে হয়—মৃন্ময়ী মাকে চিন্ময়ী-রূপে উপলব্ধি করিয়া শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় আর কেহই এমনভাবে দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করেন নাই। শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতিতে তাই পাশ্চাত্য পলিটিক্সের কোন সংমিশ্রণ ছিল না—ছিল না বলিয়াই তাঁহার স্বল্পকালস্থায়ী রাজনৈতিক জীবন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ইতিহাসে এমন চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, মহাকালের হস্তাবলেপে যাহা কোনদিনও বিলুপ্ত হইবে না।

শ্রীঅরবিন্দ আসিবার পূর্ব্বে দেশের জনচিত্তে জাতীয়তার বান ডাকিয়াছিল সত্য এবং "যুগান্তর" ও "সন্ধ্যা"র উদ্দীপনাময়ী বাণীতে বাংলার যুবকবৃন্দ দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল সত্য, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং যখন বাংলায় আসিলেন তখন যেন এক নূতন চেতনার সঞ্চার আপনা হইতেই হইল। ইহার একমাত্র কারণ এই যে শ্রীঅরবিন্দ দীর্ঘকাল নীরবে যে অধ্যাত্মশক্তি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা সাময়িক জয়গানের চাপে পথভ্রষ্ট হয় নাই—সেইজন্যই বাংলার যুবকেরা তাঁহাকে দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিল। এতকাল তাহারা যেরূপ নেতার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, এতদিনে তাহারা ঠিক সেইরকম মানুষকেই তাহাদের মধ্যে পাইয়াছে। গর্ব্বে আনন্দে শ্রদ্ধায় আশায় তাহাদের বুক ভরিয়া উঠিল—তাই শ্রীঅরবিন্দকে তাহাদের অদেয় কিছুই রহিল না। এমন করিয়া দেশবাসীর চিত্তকে জয় করিবার গৌরব আর কেহ কখনও অর্জ্জন করেন নাই। প্ল্যাটফর্ম্মে বক্তৃতা করিয়া কিংবা কথার তুবড়ী ছুটাইয়া নহে—নিজের অন্তরের ত্যাগ—বিশুদ্ধ স্বদেশপ্রেমের সুতীব্র অনুভূতির নিঃশব্দ প্রভাব বিস্তার করিয়াই শ্রীঅরবিন্দ দেশবাসীর চিত্ত জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের ইহাই বৈশিষ্ট্য। এবং এই বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখিয়াই তাঁহার জীবনের এই নূতন অধ্যায়ের কথা বুঝিতে হইবে।

রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতে উঠিয়া আসিবার পর বহুদিন এখানে থাকিয়া শ্রীঅরবিন্দ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কর্ম্মসূচি প্রণয়ন করেন এবং মাঝে মাঝে অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে যুগান্তর আফিসে আনিয়া তাঁহার দ্বারা যুগান্তরের প্রবন্ধসকল পরিবর্ত্তন করাইয়া লইতেন। এই সময়ে তিনি যুগান্তরের জন্য দুইএকটি প্রবন্ধ বাংলায় লিখিবার চেষ্টা করিতেন। যদি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বাংলায় লেখা ভাল না হইত, তাহা হইলে সেই প্রবন্ধ তিনি ইংরেজীতে লিখিয়া দিতেন এবং বারীন্দ্র তাহা অনুবাদ করিয়া কাগজে ছাপাইতেন। "বন্দে মাতরম্" পত্রিকা বাহির হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্রীঅরবিন্দের অধিকাংশ ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ "যুগান্তরে" প্রকাশিত হয়। বাকী সময় সাধনায় ও স্বদেশী আন্দোলনের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াই কাটিত। আবশ্যক হইলে তাঁহাকে সভা-সমিতিতে লইয়া যাওয়া হইত। সেই সময় ফুলার ফ্রেজার-শাসিত পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আবহাওয়া ক্রমেই দুর্য্যোগপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। ছাত্রদের মধ্যে তুমুল সাড়া জাগিয়াছে—তাহারা দলে দলে বিদেশী বর্জ্জনের কার্য্যে নামিয়াছে—কণ্ঠে "বন্দে মাতরম্" লইয়া তাহারা বাংলার গ্রামে গ্রামে স্বদেশপ্রেম প্রচারের জন্য উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে। শাসকবর্গ এইসব আন্দোলনকে অঙ্কুরে বিনাশ করিবার জন্য নির্ব্বিচারে শাসননীতি চালাইতে স্থরু করিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের ছোট লাট ব্যামকিল্ড ফুলার আর পশ্চিমবঙ্গের ছোট লাট এণ্ড্রু ফ্রেজার দুই জনেই বাংলার বুকে ত্রাসের সঞ্চার করিতে দৃঢ়সংকল্প, অন্যদিকে নব-জাগ্রত জাতীয়তার দুকূলপ্লাবী বন্যাস্রোতে স্বাধীনতার পরিপন্থী সব কিছু ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ আদেশ জারী করিল ছাত্রদের পক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান নিষিদ্ধ। তাহারা সে আদেশ অমান্য করিল। সরকার আরও কঠোর হস্তে অগ্রসর হইলেন—ছাত্ররা "বন্দে মাতরম্" উচ্চারণ করিতে পারিবে না। সে আদেশও তাহারা অমান্য করিল। তখন সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গেই "বন্দে মাতরম্" নিষিদ্ধ হইল। বাংলার ছাত্রসমাজ সেদিন সত্যই নির্ভীকচিত্তে দেশাত্মবোধের পরিচয় দিয়াছিল। এমন অবস্থার মধ্যে ১৯০৬ সালের ১৪ই এপ্রিল বরিশাল সহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন বসিবার কথা হইল। ১৩ই এপ্রিল তারিখে ঐ সভা উপলক্ষে কলিকাতা ও বাংলার সকল স্থানের গণ্যমান্য সকল ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সরকারী চণ্ডনীতির তীব্রতা সেদিন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বরিশালকে সত্যিই 'পুণ্যে বিশাল' করিয়া তুলিয়াছিল—তাই অশ্বিনী-কুমারের বরিশালই সম্মেলনের যোগ্য স্থান হিসাবে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। সভাপতি হইবার জন্য আসিয়াছিলেন স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার এ. রসুল। সেই স্মরণীয় অধিবেশনে নেতৃস্থানীয় যাঁহারা যোগদান করেন তাঁহাদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, শ্যামসুন্দর, কৃষ্ণকুমার, কাব্যবিশারদ, ব্রহ্মবান্ধব, সখারাম, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, জে. চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সম্মেলনের প্রারম্ভ বাংলায় যে উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে। সেদিন "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের তেজ দেখিয়া ফুলারকে রীতিমত শঙ্কাবোধ করিতে হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথের গ্রেপ্তার সারা বাংলায় বিক্ষোভের সৃষ্টি করিল। শোভাযাত্রা পরিচালনার জন্য তাঁহাকে পুলিস সাহেব এমার্সনের বাড়ীতে ধরিয়া আনা হয় এবং দুইশত টাকা জরিমানা করা হয়। এমার্সন সাহেবের সামনে চেয়ারে বসিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথের আরও দুইশত টাকা জরিমানা করা হয়। সুরেন্দ্রনাথ ঐ জরিমানার টাকা দিতে অস্বীকার করিলে শ্রীঅরবিন্দ সুরেন্দ্রনাথের নাম দিলেন 'Surrender not'। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার পুত্র চিত্তরঞ্জনকে এবং বহু ছাত্রকে পুলিস লাঠির আঘাতে জর্জ্জরিত করে এবং পথিপার্শ্বস্থ জলাশয়ে নিক্ষেপ করে। চিত্তরঞ্জন জলের ভিতর যত লাঠির আঘাত পায় ততই "বন্দে মাতরম্" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। যে "বন্দে মাতরম্"কে উপলক্ষ করিয়া বরিশালে রক্তপাত এবং নেতৃবৃন্দের লাঞ্ছনা—পরবর্ত্তী কালে সেই "বন্দে মাতরম্"ই শ্রীঅরবিন্দের লেখনী আশ্রয় করিয়া সারা ভারতকে এক নবীন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

তাহার পর ন্যাশনাল কলেজে ১৫ই আগষ্ট হইতে পড়াশুনা আরম্ভ হইল। বীণাপাণির বরপুত্র যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার তাহা এক-দিনেই জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিল। দেশবিদেশ হইতে ছাত্র আসিয়া

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সেখানে সমবেত হইল। তাহারা দেখিল তাহাদের অধ্যক্ষ নিতান্তই মাঝারী গঠনের মানুষ এবং শিশুর মত সরল, উদার এবং নিরহঙ্কার। প্রকৃতি কমনীয়, ব্যবহার মৃদু ও বিনম্র। পায়ের ধূলা লইলে বিব্রত বোধ করিতেন। শান্ত, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর। কথার ঝঙ্কারে এমন মাধুর্য্য যে তাহা কানের ভিতর দিয়া হৃদয়ের অন্তঃস্থল স্পর্শ করিত—ছাত্রদের বিক্ষুব্ধ স্নায়ুতন্ত্রী শান্ত হইয়া যাইত। দেখিয়া তাহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ছাত্রেরা শ্রীঅরবিন্দের নিকট ভারতের ইতিহাস, ভারতের আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি পাঠ্যবিষয়ের পাঠ গ্রহণ করিতে করিতে আত্মহারা হইত। শ্রীঅরবিন্দ পড়াইতেছেন, সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতেছে, কাহারও কোন সাড়া নাই। কলেজের অন্যান্য অধ্যাপকেরা তাঁহাদের নিজ নিজ কাজ ফেলিয়া রাখিয়া তাঁহার বাণী শুনিতে ব্যগ্র হইয়া ছুটিয়া আসিতেন। ছাত্র ও অধ্যাপকদের অনেকেই ইতিপূর্ব্বে শ্রীঅরবিন্দের অগ্রজ অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং তাঁহার মুখে অননুকরণীয় ভঙ্গীতে ইংরেজী কবিতাও তাঁহারা শুনিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারই অনুজ শ্রীঅরবিন্দের মুখে সেই জিনিষ শুনিয়া কাব্যের অনাস্বাদিত রস গ্রহণ করিয়া সকলেই বিস্মিত হইতেন।

শ্রীঅরবিন্দের অধ্যক্ষতায় জাতীয় বিদ্যায়তন জমিয়া উঠিল। আচার্য্যের বেদী হইতে তিনি বাংলার তরুণ চিত্তে জ্ঞানের আলোক বিস্তার করিতে লাগিলেন। চিন্তার অভ্রভেদী গৌরীশৃঙ্গ হইতে যেন নূতন প্লাবন আসিল—তাহাতে তরুণ বাংলার যুবচিত্তের সমস্ত মালিন্য ও সঙ্কীর্ণতা ধুইয়া মুছিয়া গেল। মানুষ গঠনের কাজে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন অদ্বিতীয়। পাঠ্য পুস্তকের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া শিক্ষার আদর্শকে ছাত্রের নিকট এমনভাবে আর কোন শিক্ষক মেলিয়া ধরেন নাই।

তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার যাহা কিছু কার্য্যকলাপ তাহা এই ন্যাশানাল কলেজকে কেন্দ্র করিয়াই। তখন সভা-সমিতিতে খুব কমই যাইতেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা যাহা কিছু হইত তাহা সুবোধচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীতেই হইত। নেতৃস্থানীয়েরা সেইখানে যাইয়াই শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে পরামর্শ করিতেন। ইংরেজের অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে বিপ্লবী দল কিভাবে চলিবে সে পরামর্শ লইতে বারীন্দ্র কিংবা অবিনাশ রাজা সুবোধ মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীতে যাইতেন। বাংলার ছেলেদের মধ্যে প্রকৃত দেশাত্মবোধ জাগ্রত হউক, জাতীয় কৃষ্টি ও ভাবধারায় তাহারা উদ্বুদ্ধ হউক—ইহাই ছিল শ্রীঅরবিন্দের তখনকার সাধনা। ইতিপূর্ব্বে যদিও তিনি সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন বাংলার ছেলেদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিয়া তিনি বুঝিলেন, প্রকৃত দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হইলে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়োজন না হইতেও পারে। বিনা রক্তপাতে অসহযোগ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পথে দেশে স্বাধীনতা না আসিলে তখন সশস্ত্র বিপ্লবের আবশ্যক হইবে। বিপ্লবের সহজাত সংস্কার লইয়াই রাজনীতিতে তাঁহার আবির্ভাব। শ্রীঅরবিন্দ বাস্তবপন্থী বৈপ্লবিক—'বিপ্লবের জন্য বিপ্লব' এই মতের পরিপোষক তিনি কোনদিনই ছিলেন না। তাই দেখিতে পাই বারীন্দ্রের বৈপ্লবিক কার্য্যাবলী তিনি এই সময় পূরাপূরি সমর্থন না করিলেও, ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেন না। নেপথ্য হইতে তিনি বারীন্দ্রের দলকে সাহায্য করিতেন—অর্থ দিয়া, বুদ্ধি দিয়া আর কোথায় ইংরেজের দুর্ব্বলতা তাহা বুঝাইয়া দিয়া। কোথায় আন্দোলন প্রয়োজন তাহাও বলিয়া দিতেন। বিপ্লবের যে ধারা বাংলার বুকে তখন বহিতে সুরু করিয়াছে, শ্রীঅরবিন্দ প্রত্যক্ষভাবে ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকিলেও, তাঁহার চিন্তায় ইহা যে অনেকখানি স্থান জুড়িয়া ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রাজনৈতিক হিসাবে বিপ্লবের সমর্থন তিনি করিতেন কিনা তাহা বিতর্কের বিষয়, তবে তিনি যে একজন আজন্ম-বিপ্লবী সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বোমা-পিস্তলের চেয়ে চিন্তার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিপ্লবই ছিল তাঁহার কাছে বড় কথা। বাংলার চিন্তার ক্ষেত্রে সেই বিপ্লব ঘটাইবার উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের প্রথম অধ্যায়ে শিক্ষকতার কাজটিই বাছিয়া লইয়াছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ বাংলায় আসিবার পর হইতেই তাঁহার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া কংগ্রেসের ভিতর মডারেট দলের বিরুদ্ধে একটি দল গড়িয়া উঠিতেছিল। তখনকার কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ। তাই মডারেটপন্থীরা সংগ্রাম বা সংঘর্ষের পথ এড়াইয়া চলিতেন। জাতীয় মহাসভার বেদী হইতে তখনও পর্যন্ত স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতার কথা ঘোষিত হয় নাই। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের দল এই স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতাকেই তাঁহাদের লক্ষ্য বলিয়া এই সময় প্রচার করিতে লাগিলেন। শ্রীঅরবিন্দ প্রথমেই তাঁহার অনুগামীদের এই কথা বুঝাইলেন যে শাসক শক্তির সহিত সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন না করিলে দেশের জনচিত্তে স্বাধীন মনোবৃত্তির স্ফুরণ হইবে না, আর এই স্বাধীন মনোবৃত্তির স্ফুরণ না হইলে দেশকে পরশাসনমুক্ত করিতে পারা যাইবে না। ইতিহাসের সংকেত তাঁহার দিব্যদৃষ্টিতে ধরা দিয়াছিল —তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন দেশবাসীর শাসন-সংযত কণ্ঠে স্বাধীনতার বাণী উচ্চারিত না হইলে স্বাধীনতার সংগ্রাম অর্থহীন। এই বাণীকে সহর হইতে গ্রামে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছড়াইয়া দিতে হইবে। একবার যদি এই চেতনায় জাতির অন্তরাত্মা উদ্বুদ্ধ হয়, তাহা হইলে 'সে যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে'? তখন শ্রীঅরবিন্দের মতের সমর্থকেরা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য সমগ্র ভারতে স্বাধীনতার বাণী প্রচারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন।

এই প্রয়োজন হইতেই জন্ম লইল "বন্দে মাতরম্" সংবাদপত্র। ভারতবর্ষে তখন এমন একখানি ইংরেজী পত্রিকা ছিল না যাহার মাধ্যমে নির্ভীকভাবে স্বাধীনতার বাণী সমগ্র ভারতে প্রচার করা যায়। কিন্তু ইতিহাসে যখনই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নূতন চিন্তার আবির্ভাব হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহা প্রকাশ ও প্রচারের জন্য উপযুক্ত মুখপত্রেরও আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই সময় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের সম্পাদনায় "New India" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হইত। শ্রীযুক্ত হরিদাস হালদার, ললিত ঘোষাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি গরমপন্থী নেতারা বিপিনচন্দ্রকে তাঁহার কাগজে স্বাধীনতার অগ্নিক্ষরা বাণী প্রচার করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি সানন্দে তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া কিছু আর্থিক সাহায্য চাহিলেন এবং সেই সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দকে ঐ কাগজে কিছু প্রবন্ধ লিখিতেও অনুরোধ করিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ এই সুযোগেরই অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, যদি "নিউ ইণ্ডিয়া" নাম পরিবর্ত্তন করিয়া কাগজের নাম "বন্দে মাতরম্" রাখা হয় এবং বিপিনবাবু "absolute autonomy"তে রাজী হন, তাহা হইলে তিনি পাঁচশত টাকা প্রদান করিবেন। ভারতের আকাশে-বাতাসে তখন নবীনের আবির্ভাব, জাতীয়তার নবীন চেতনায় দেশবাসী উদ্বুদ্ধ—স্বদেশপ্রেমিক, মনস্বী বিপিনচন্দ্র ইহা উপলব্ধি করিলেন। বুঝিলেন, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল নবযুগ আসন্ন—স্বাধীনতার মহাযজ্ঞ এইবার আরম্ভ হইবে। "নিউ ইণ্ডিয়া"র মারফৎ তাঁহার যাহা কিছু করিবার ছিল, বলিবার ছিল, তাহা শেষ হইয়াছে। এখন ইহা যদি "বন্দে মাতরম্"-এ রূপান্তরিত হয়, তবে সে রূপান্তর ইতিহাসের প্রয়োজনেই। এই বিবেচনা করিয়া বিপিনচন্দ্র শ্রীঅরবিন্দের প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দিলেন। ইতিহাসের এক যুগ-সন্ধিক্ষণে জন্ম লইল "বন্দে মাতরম্"। শ্রীঅরবিন্দের জীবনে ইহাও একটি স্মরণীয় অধ্যায়।

১৯০৬ সালের ৬ই আগষ্ট। ঘরে ঘরে "বন্দে মাতরম্" দেখা দিল—নূতন কাগজ, নূতন ভাষা, নূতন সুর। শ্রীঅরবিন্দের "Absolute

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Autonomy Free from British Control" এই প্রবন্ধ আর তাঁহার Draft Resolution* বক্ষে লইয়া "বন্দে মাতরম্" আবির্ভূত হইল। সে এক নূতন উদ্দীপনা—নূতন বিস্ময়। বিপিনচন্দ্র-শ্রীঅরবিন্দের যুগ্মলেখনী "বন্দে মাতরম্" মারফৎ যে বাণী প্রচার করিল তাহা বাংলার শিক্ষিত সমাজের ভিতর স্বদেশপ্রেমের নূতন জোয়ার আনিয়া দিল। শ্রীঅরবিন্দ "বন্দে মাতরমে"র ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :—

"......প্রেম জীবন্ত হ'য়ে ওঠে যখন তখন ভাগবত মহিমা দেশরূপা মাতৃমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়, তাঁর স্বপ্ন, তাঁর সম্বন্ধে পূর্ণ চেতনা, নিরবচ্ছিন্ন শুভেচ্ছা, আরাধনা এবং সেবার মধ্য দিয়েই তাঁকে পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায়। ......"

পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী প্রসঙ্গে ইহাও লিখিলেন :—

"...... আমাদের উদ্দেশ্য, আমাদের দাবী এই, যে জাতি হিসাবে আমাদের ধ্বংস অবাস্তব, আমরা বেঁচে থাকবই, কোন শক্তি আমাদের বাধা দিলে, তাকে ন্যায়ের বিচার গ্রহণ করতে হ'বে। কারণ প্রকৃতির নিয়ম আর ভাগবত নিয়ম অভিন্ন, এবং এইরূপে সেই শক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবেই...... ।"

---

* *The Doctrine of Passive Resistance* :—(1) We are dissatisfied with the fiscal conditions of British rule in India, with the foreign exploitation of the country, the continual bleeding of its resources, the chronic famine and rapid impoverishment which result the refusal of the Government to protect the people and their industries. Accordingly, "by an organized and relentless boycott of British goods, we propose to render the further exploitation of the country impossible".

(2) "We are dissatisfied with the administration of justice, the ruinous costliness of the civil side, the brutal rigour of its criminal penalties and procedure, its partiality, its frequent subordination to political objects. We refuse accordingly to have any resort to the alien Courts of Justice, and by an organised judicial boycott propose to make the bureaucratic administration of justice impossible."

(3) "We are dissatisfied also with the conditions under which the education is imparted in this country, its calculated poverty and insufficiency, its antinational character, its subordination to the

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তখনও পর্য্যন্ত ইহা সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। সকলেই অনুভব করিলেন—ইহাকে দৈনিকে রূপান্তরিত করিতে না পারিলে সারা ভারতে প্রচারের পক্ষে সুবিধা হইবে না। কিন্তু দৈনিক কাগজের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। শ্রীঅরবিন্দের প্রবন্ধ সম্বলিত "বন্দে মাতরম্" পাঠ করিয়া অনেকেই ইহার মধ্যে জানিতে পারিয়াছিল যে তিনি এই নূতন কাগজের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক মহাশয় "বন্দে মাতরম্"-কে দৈনিকে পরিণত করিবার জন্য যথেষ্ট অর্থসাহায্য করেন এবং তাঁহার ক্রীক রো'র বসতবাড়ীর সংলগ্ন ক্রীক লেনের বাড়ীখানি "বন্দে মাতরমে"র আফিসের জন্য ছাড়িয়া দেন।

"বন্দে মাতরম্" দৈনিকে রূপান্তরিত হইবার পর জাতীয়তাবাদী দলের উৎসাহ এবং প্রভাব দুইই বাড়িয়া গেল। এতদিন উপযুক্ত ইংরেজী মুখ-পত্রের অভাবে এই নূতন দলকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইতে-ছিল। দৈনিক "বন্দে মাতরম্" প্রতিষ্ঠিত হইবার পর সেইসব অসুবিধা দূর হইয়া গেল। শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী দলের মুখপত্রখানি যাহাতে ঠিকমত পরিচালিত হয় এবং স্থায়িত্ব লাভ করে সেজন্য ইহাকে একটি লিমিটেড কোম্পানী করা হইল। সাপ্তাহিক পত্রিকারূপে ইতিমধ্যে "বন্দে মাতরম্" এমন জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিল যে ইহা লিমিটেড হইবার পর অতি অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত শেয়ার বিক্রয় হইয়া গেল। কোম্পানীর

Government and the use made of that subordination for the discouragement of partition and the inculcation of loyalty." Accordingly, "we refuse to send our boys to Government schools aided and controlled by the Government ......"

(4) "We disapprove of the executive administration, its arbitrariness, its meddling and inquisitorial character, its thoroughness of repression, its misuse of the police for repression instead of the protection of the people". We refuse. accordingly, "to go to the executive for help or advice or protection. ......"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ডিরেক্টরদের মধ্যে রাজা স্থবোধচন্দ্র মল্লিক, চিত্তরঞ্জন দাস, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, বিপিনচন্দ্র পাল, হরিদাস হালদার, কুমারকৃষ্ণ দত্ত, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, রাজা নরেন্দ্রনাথ খাঁ, বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্থরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজত রায় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রধান সম্পাদক হিসাবে নাম রহিল বিপিনচন্দ্রের আর সম্পাদকগোষ্ঠীতে রহিলেন শ্রীঅরবিন্দ, শ্যামসুন্দর, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন। বিপিনচন্দ্র ছিলেন রাজনৈতিক দার্শনিক; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ ও শ্যামসুন্দর ছিলেন নবজাতীয়তার কবি। তাই তাঁহাদের দুইজনের রচনার ভাব, ভাষা ও ভঙ্গী ছিল অভিন্ন। "বন্দে মাতরম্"-এর সংবাদ বিভাগের দায়িত্ব ছিল হেমেন্দ্রপ্রসাদের উপর। কিন্তু পত্রিকার মূলাধার ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। চিত্তরঞ্জন, রজত রায়, স্থরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মাঝে মাঝে লিখিতেন। কিন্তু যিনি যাহাই লিখিতেন, প্রত্যেকটি রচনা শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়া আবশ্যক-বোধে পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেন। এইভাবে "বন্দে মাতরম্"-এর আসর জমিয়া উঠিল। বন্দে মাতরমের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় জাতীয়তাবাদী দলেরও প্রভাব ও শক্তি বৃদ্ধি পাইল।

দেখিতে দেখিতে আসমুদ্রহিমাচল ভারতে "বন্দে মাতরম্" এক বিস্ময়কর আলোড়নের সৃষ্টি করিল। তাহার অগ্নিগর্ভ ভাষা, উদ্দীপনাময়ী চিন্তাধারা দেশবাসীকে এক নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত করিল। যেদিন ইহার শিরো-নামায় "India for Indians" এবং ইহার পৃষ্ঠায় "we want absolute autonomy free from British control" প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, সেইদিনই ভারতবাসী তাহাদের জাতীয়তার স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছিল। এইভাবে দিনের পর দিন বন্দে মাতরমের পৃষ্ঠায় নানা প্রবন্ধের ভিতর দিয়া জাতীয়তার বাণী প্রচারিত হইতে লাগিল। স্বাধীনতার কথা, স্বরাজের কথা, পরশাসন হইতে মুক্ত হইবার কথা এমন অকুণ্ঠ ভাষায় ইতিপূর্ব্বে আর কখনও প্রচারিত হয় নাই। ভারতবর্ষে তখন দৈনিক সংবাদপত্র ছিল

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অনেক কিন্তু তাহার একটিরও মারফৎ ভারতবাসী এমন কথা কখন শুনিতে পায় নাই। বাংলা হইতে বোম্বাই, বোম্বাই হইতে পাঞ্জাব, পাঞ্জাব হইতে মধ্যপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ হইতে মাদ্রাজ—সারা ভারতের শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে বন্দে মাতরমের নির্ভীক বাণী নবীন উত্তেজনার সৃষ্টি করিল। এক কথায়, সেদিন সমগ্র ভারতকে নবজাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল এই "বন্দে মাতরম্"। এবং ইহারই অন্তরালে থাকিয়া শ্রীঅরবিন্দ মডারেট-অধ্যুষিত জাতীয় মহাসভাকে নূতন পথের সন্ধান দিতে লাগিলেন।

"বন্দে মাতরম্" শ্রীঅরবিন্দের মানস সন্তান। তাই হৃদয়ের রক্ত ঢালিয়া তিনি ইহাকে নবীন দলের শক্তিশালী এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুখপত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। ভারতে জাতীয় ভাবধারা প্রচারের গৌরব সেদিন "বন্দে মাতরম্" যেভাবে লাভ করিয়াছিল এবং সেই দুর্লভ গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ইহার যে একনিষ্ঠ এবং নির্ভীক প্রয়াস, তাহা ভারতের সংবাদপত্রের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনের এই কীর্ত্তিস্তম্ভ আজ স্মৃতির বিষয় হইলেও, ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে ইহা কোনও দিনই বিলুপ্ত হইবে না। পরবর্ত্তী কালে জাতীয় মহাসভার যে নবীন রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহার প্রাণ-শিল্পী ছিলেন "বন্দে মাতরমের" শ্রীঅরবিন্দ।

'বন্দে মাতরম্' দেশের লোকের চিন্তায় বিপ্লব আনিয়া দিল, দলের শক্তি বৃদ্ধি করিল, ইতিহাসের মোড় ফিরাইয়া দিল, নবীন ও প্রবীণের সংঘর্ষ আসন্ন এবং অনিবার্য্য করিয়া তুলিল। মহাভারতের যুগে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সুদর্শন আর নবীন ভারতে শ্রীঅরবিন্দের হস্তে "বন্দে মাতরম্" একই কাজ করিয়াছে। ইহা তত্ত্বের বা দর্শনের কথা নহে—ইতিহাসসম্মত সত্য। ধীরে ধীরে বন্দে মাতরমের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত নবীন দল হইতে মডারেটপন্থীরা সরিয়া গেলেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ নবীন দলের সহিত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হাত মিলাইতে পারিলেন না, বন্দে মাতরমের মাধ্যমে প্রচারিত শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তার আদর্শ, স্বাধীনতার আদর্শ সুরেন্দ্রনাথ গ্রহণ করিতে অক্ষম হইলেন। জাগ্রত নবীন বাংলা বিপিনচন্দ্রকে নেতৃত্বের আসনে বসাইল। শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক মতবাদের সহিত বিপিনচন্দ্রের রাজনৈতিক মতবাদের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে নেতৃত্বে বরণ করিবার কারণ এই ছিল যে, জনসভায় বক্তৃতা করিয়া প্রভাব বিস্তার করিবার পক্ষে বিপিনচন্দ্রের অসামান্য বাগ্মিতার প্রয়োজন ছিল। তাহা ছাড়া বাংলায় আসিয়া 'বন্দে মাতরম্' বাহির করিবার পরও শ্রীঅরবিন্দ লোকলোচনের অন্তরালেই ছিলেন, নিজের নামটি পর্য্যন্ত কাগজে ছাপিতে দিতেন না। "সকলের উপরে দেশ"—এই আদর্শে ই উদ্বুদ্ধ ছিল শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবন এবং সেইজন্য সে জীবনে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা, নেতৃত্বের মোহ—কোন কিছুরই স্থান ছিল না। নিঃশব্দে কাজ করিয়া যাওয়া, নেপথ্য হইতে শক্তি সঞ্চার করা, পরামর্শ দেওয়া—ইহাই ছিল সে জীবনের ব্রত। সেখানে নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা—অতি তুচ্ছ, অতি সামান্য ব্যাপার।

বলিয়াছি "বন্দে মাতরম্" ছিল শ্রীঅরবিন্দের মানস সন্তান। ইহা শুধু কথার কথা নহে। প্রকাশিত হইবার অতি অল্পদিনের মধ্যে যে অভাবনীয় জনপ্রিয়তা লাভ করিবার সৌভাগ্য 'বন্দে মাতরম্'-এর হইয়াছিল, ভারতের সংবাদপত্রের ইতিহাসে অদ্যাপি তাহা বিরল। 'বন্দে মাতরম্' নামে মাত্র লিমিটেড কোম্পানী ছিল। ইহার পরিচালকবর্গের যদি সত্যই ব্যবসায়ীর মনোবৃত্তি থাকিত, তাহা হইলে সেই অল্পদিনের মধ্যেই ইহা একটি বিরাট লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইত—ইহার অংশীদারগণ প্রচুর লভ্যাংশ পাইতেন, পরিচালকগণ বড়লোক হইতেন। কিন্তু যে ঐতিহাসিক 'মিশন' লইয়া ইহার আবির্ভাব তাহা সিদ্ধ হইত কিনা সন্দেহ। তাই দেখিতে পাই এক বৎসর পরে 'বন্দে মাতরমে'র আবির্ভাব সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছিলেন:

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"It came into being in answer to an imperative public need and not to satisfy any private ambition or personal whim ; it was born in a great and critical hour for the whole nation and has a message to deliver which nothing on earth can prevent it from delivering...it claims that it has given expression to the will of the people......"

জাতির স্বাধীনতার পরিপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা বহন করিয়াই 'বন্দে মাতরমের' আবির্ভাব—শ্রীঅরবিন্দ মনে-প্রাণে ইহাই বিশ্বাস করিতেন এবং সেইজন্যই দেশবাসীর মনে ইহা যেমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, শাসকবর্গও সেদিন তেমনি শঙ্কিত হইয়াছিল ইহার নির্ভীক ভাষণে। স্বামী বিবেকানন্দের উত্তরসাধক হিসাবে শ্রীঅরবিন্দ জানিতেন 'চালাকীর দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সাধিত হয় না', 'ভাবের ঘরে চুরি চলে না', এবং জানিতেন বলিয়াই স্বাধীনতার বাণীর বাহক বন্দে মাতরম্‌কে তাঁহার মানস সন্তানের ন্যায়ই জ্ঞান করিতেন।

বাংলা ভাষায় 'যুগান্তর' আর ইংরেজীতে 'বন্দে মাতরম্'—এই দুই পত্রিকাই প্রচারে, প্রভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইতিমধ্যে 'যুগান্তর'কে কেন্দ্র করিয়া নূতন যে কয়জন তরুণ দেশপ্রেমিক আসিয়া জাতীয় দলের শক্তিবৃদ্ধি করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চন্দননগর হইতে একদিন অখ্যাত এবং অজ্ঞাতনামা একজন স্কুলমাষ্টার 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় একখানি পত্র প্রেরণ করেন। সেই পত্রখানি পাঠ করিয়া শ্রীঅরবিন্দ তাহার মধ্যে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে আবিষ্কার করিলেন এবং সেই পত্রলেখক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'বন্দে মাতরম্'-এর সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করিবার জন্য শ্যামবাবুকে পত্র লিখিতে বলিলেন। শ্রীঅরবিন্দের আহ্বানে তিনি মাষ্টারী ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। পরে এই উপেন্দ্রনাথ 'যুগান্তর'-এর ও 'বন্দে মাতরম্'-এর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সম্পাদকগোষ্ঠীর অন্যতম হিসাবে ঐ কাগজের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেন। তাঁহার বিদ্রূপাত্মক লেখনী শীঘ্রই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

একদিকে "যুগান্তর" অন্যদিকে "বন্দে মাতরম্" এই দুই পত্রিকার নির্ভীক রচনার ভিতর দিয়া বিপ্লবের রণতূর্য্য বাজিয়া উঠিল। রাজশক্তির প্রথম আঘাত আসিয়া পড়িল "যুগান্তরের" উপর। রাজদ্রোহ প্রচারের অভিযোগে ইহার সম্পাদক, মুদ্রাকর, কর্ম্মকর্ত্তা সকলেই ধৃত হইলেন। 'যুগান্তর' প্রেসের স্বত্বাধিকারী ও কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং লেখকদের মধ্যে ছিলেন বারীন্দ্র স্বয়ং, দেবব্রত বসু, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। মুদ্রাকর হিসাবে ভূপেন্দ্রনাথের নামই জেলে যাইবার জন্য মুদ্রিত হইত। ধৃত হইলেন অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রেস বাজেয়াপ্ত হইবার আশঙ্কায় অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে আত্মপক্ষ সমর্থনে মামলা চালাইতে হইয়াছিল কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের নির্দ্দেশে ভূপেন্দ্রনাথ বিদেশী সরকারের নিকট আত্মপক্ষ সমর্থনের বিরোধিতা করিলেন। আসামীদের পক্ষে আদালতগৃহ উকিল-ব্যারিষ্টারে ভরিয়া গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডের এজলাসে বিচার আরম্ভ হইলে ভূপেন্দ্রনাথ বলিলেন :—"আমি দুঃখিনী জন্মভূমির জন্য যাহা কর্ত্তব্য বুঝিয়াছি তাহাই করিয়াছি। আমিই যুগান্তরের প্রকাশক ও সম্পাদক—এখন তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারো।" বিচারে ভূপেন্দ্রনাথের প্রতি দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল এবং অবিনাশচন্দ্র অব্যাহতি পাইলেন। স্বদেশী যুগে শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তার আদর্শের জন্য প্রথম শহীদ হইলেন স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ। শ্রীঅরবিন্দ ভূপেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড উপলক্ষ করিয়া লিখিলেন :

"……আঘাত ভগবানের হাতুড়ি, যা' দিয়ে তিনি আমাদের এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করছেন এবং আঘাতই পৃথিবীতে তাঁর শক্তিলীলার যন্ত্রস্বরূপ। তাঁর কর্ম্মশালায় আমরা লৌহমাত্র—তাঁর আঘাতে আমাদের ধ্বংস হয় না, হয় পুনর্গঠন।……"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'যুগান্তরের' মামলা দেশে সত্যই এক অভাবনীয় যুগান্তর আনিয়া দিল। ছেলেরা দলে দলে কারাবরণ করিতে অগ্রসর হইয়া আসিল। "যুগান্তর" পত্রিকার ইহাই একমাত্র মামলা নহে। ইহার পর আরও কয়েকটি রাজদ্রোহসূচক রচনার জন্য সরকার এই বিপজ্জনক কাগজখানির বিরুদ্ধে আরও অনেক মামলা আনিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক বারই সম্পাদকরূপে স্বেচ্ছায় নাম লিখাইবার জন্য লোকের অভাব হয় নাই।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতা ক্রমে বাংলার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িল। বাংলার জাতীয়তাবাদী দলের প্রত্যেকটি কাগজের অগ্নিগর্ভ রচনা ভারতের জনচিত্তকে বিশেষভাবে আলোড়িত করিতে লাগিল। এক কথায়, ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন তখন যেন শ্রীঅরবিন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত বাংলার রাজনীতিকেই আশ্রয় করিয়া এক নূতন রূপ লইতে চাহিল। জাতীয় মহাসভার নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ ক্রমেই বুঝিলেন আন্দোলনের গতি এখন উদ্দাম হইয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গ বিস্তার করিতেছে—ইহাকে আর কেবল-মাত্র আবেদন-নিবেদনের নীতির মধ্যে বাঁধিয়া রাখিতে পারা যাইবে না। 'বন্দে মাতরম্'-এর পৃষ্ঠায় শ্রীঅরবিন্দ যে উগ্র জাতীয়তার প্রচার করিতেছেন, তাহা ক্রমে তাঁহাদের রাজনৈতিক চিন্তায় প্রতিক্রিয়া আনিয়া দিল। এমন যে হইবে তাহা শ্রীঅরবিন্দ জানিতেন। নব-জাতীয়তার পীঠস্থান হিসাবে বাংলা সেদিন সমগ্র ভারতের শ্রদ্ধার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। জাতীয় মহাসভার ১৯০৬ সালের অধিবেশন তাই কলিকাতাতেই বসিল।

শ্রীঅরবিন্দ দেখিলেন কংগ্রেসের রূপান্তর সাধন করিবার ইহাই সুযোগ। তাই কংগ্রেসের এই কলিকাতা অধিবেশনে জাতীয়তার অন্যতম পুরোহিত তিলককে সভাপতি করিবার জন্য তিনি চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবের বিরোধিতা করিলেন সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি মডারেটগণ। তাঁহারা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যুক্তি দেখাইলেন তিলক জেল খাটিয়াছেন, তিনি নিয়মতান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী নহেন ইত্যাদি। তখন দাদাভাই নৌরজীকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইল। জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃবৃন্দ ইহাতে আপত্তি করিলেন না। দাদাভাই নৌরজী বিলাত হইতে আসিয়া এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করিলেন। কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনের প্রস্তাব এবং স্বরাজের দাবী স্বীকৃত হইল। স্বরাজের দাবী করা হইল বটে, কিন্তু উহা নিতান্তই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী স্বীকৃত হইল না দেখিয়া চরমপন্থী দলের মধ্যে বিক্ষোভ ও অসন্তোষের সঞ্চার হইল কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সমর্থন করাইতে পারিয়াছিলেন :

(1) "That having regard to the fact that the people of this country have little or no voice in the administration and that their representations to Government do not receive due consideration, this Congress is of opinion that the Boycott Movement inaugurated in Bengal, by way of protest against the partition of that Province was, and is, legitimate."

(2) "That this Congress accords its most cordial support to the Swadeshi Movement, and calls upon the people of the country to labour for its success, by making earnest and sustained efforts to promote the growth of indigenous industries and to stimulate the production of indigenous articles by giving them preference over imported commodities even at some sacrifice."

(3) "That in the opinion of this Congress the time has arrived for the people all over the country earnestly to take up the question of National Education, for both boys and girls, and organise a system of education—Literary, Scientific and Technical—suited to the requirements of the country, on National lines and under National Control."

১৯০৭ সাল। বিপ্লবের অগ্নিশিখা ক্রমেই তীব্র হইয়া সারা বাংলায় ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। জাতীয় মহাসভার বেদী হইতে পূর্ণ স্বাধীনতার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দাবী উঠিবার আশা নাই দেখিয়া বাংলার চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ ভবিষ্যতের কর্ম্মপন্থা চিন্তা করিতে লাগিলেন। পুলিশের অত্যাচার, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ—এইসব পথে সরকারী দমননীতি ক্রমেই ভীষণ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। অন্যদিকে বাংলার নবজাগ্রত যৌবনশক্তি উদ্ধত অবহেলায় ইংরেজের রক্তচক্ষুকে তুচ্ছ করিয়া বৃটিশ শাসনের অবসান চাহিল। বাংলা বিপ্লবের পথে প্রকাশ্যেই পা বাড়াইল। বাংলার শত শত নির্ভীক কিশোর ও যুবকের কণ্ঠে বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্র উচ্চারিত হইল। শ্রীঅরবিন্দ বুঝিলেন শক্তিপরীক্ষার দিন সমাগতপ্রায়। বাংলার এই বৈপ্লবিক চিন্তাধারার অভ্যুত্থানকে সেদিন তিনি অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন—কেননা, তিনি জানিতেন "বন্দে মাতরম্" মহামন্ত্র হইতেই ইহার সৃষ্টি। বাংলার ছেলেরা কারাগারে, দ্বীপান্তরে যাইবে, ফাঁসীর মঞ্চে তাহারা জীবনের জয়গান গাহিবে—তবেই ত সারা ভারতে স্বাধীনতার রণতূর্য্য বাজিয়া উঠিবে, তবেই ত জননীর শৃঙ্খলভার মোচন হইবে।

এমন সময় ১৯০৭ সালের ৯ই মে সংবাদ আসিল ভারত গভর্ণমেণ্ট পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায়কে কৃষক আন্দোলনের জন্য গ্রেপ্তার করিয়া নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। তখন গভীর রাত্রি। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার বন্ধু সুবোধচন্দ্র মল্লিকের বাড়ীতে নিদ্রা যাইতেছিলেন। "বন্দে মাতরম্" আফিসের একজন কর্ম্মচারী এই সংবাদ লইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহাকে ঘুম হইতে ডাকিয়া তোলা হইলে পর তিনি প্রথমে একটু বিরক্ত হইলেন; কিন্তু লালা লাজপত রায়ের গ্রেপ্তারের টেলিগ্রামখানি তাঁহার হাতে দিবামাত্র, তিনি কাগজ-কলম চাহিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে মহাবিপ্লবীর লেখনীমুখে যে কয়েকটি ছত্র ইংরেজীতে লিখিত হইয়াছিল তাহার বঙ্গানুবাদ এই :

"……বৃটিশ-ভারত হইতে লালা লাজপত রায়কে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। ইহার আর কোন সমালোচনার প্রয়োজন নাই। তাঁহার গ্রেপ্তার উপলক্ষে সকলপ্রকার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রতিবাদসভা নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রতিবাদসভা? বক্তৃতা দিবার কিম্বা লিখিবার দিন আজ নয়। ইংরেজ আমাদের শক্তিপরীক্ষায় চ্যালেঞ্জ করিয়াছে। আমরা সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিলাম। পঞ্চনদের মানুষ—সিংহের জাত তোমরা—যাহারা তোমাদের অস্তিত্বকে ধূলায় মিশাইতে স্পর্দ্ধা করে তাহাদের তোমরা দেখাইয়া দাও যে একজন লাজপত রায়কে লইয়া গেলে তাহার স্থলে শত লাজপত রায় উঠিয়া দাঁড়াইবে। তোমাদের কণ্ঠনিঃসৃত ভীম রণহুঙ্কার—"জয় হিন্দুস্থান"—তাহাদিগকে বিচলিত করিয়া তুলুক।"

পরদিন "বন্দে মাতরম্" পত্রিকার পৃষ্ঠায় শ্রীঅরবিন্দের এই কয়েক ছত্র রচনা সারা ভারতের জনচিত্তকে এমনভাবে উত্তেজিত করিয়া তুলিল যে তাহা পড়িয়া শাসকবর্গের রোষদৃষ্টি ইহার উপর আসিয়া পড়িল। জাতির জননায়কের গ্রেপ্তারে তাহার বিক্ষুব্ধ অন্তরের বেদনাকে এমন অকুণ্ঠ ভাষায়, এমন স্পষ্ট প্রকাশ করিতে ইতিপূর্ব্বে আর কাহারও লেখনী সক্ষম হয় নাই। ইহার প্রতিক্রিয়ায় তখন বাংলায় চরমপন্থী দলের প্রত্যেকখানি সংবাদপত্রের ভাব এবং ভাষা আরও তীক্ষ্ণ, আরও নির্ভীক হইতে লাগিল।

ইহার পর 'যুগান্তরে'র মুদ্রাকর বসন্ত ভট্টাচার্য্য রাজদ্রোহের অপরাধে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তাঁহার সন্ধ্যা কাগজে "ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে" প্রবন্ধ লিখিবার জন্য রাজদ্রোহের অপরাধে ধৃত হইলেন। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে অস্বীকার করিলেন এবং নিজে পুরোহিত সাজিয়া মুদ্রাকরকে বর সাজাইয়া আদালতগৃহে প্রবেশ করিলেন। চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেব সন্ন্যাসীর এই রসিকতায় অপমানিত হইয়া তাঁহাকে কঠিন শাস্তি দিবার ভয় দেখাইলেন। চিরনির্ভীক ব্রহ্মবান্ধব বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া এক বিবৃতি-প্রসঙ্গে বলিলেন:

"আমি এই মামলায় কোন অংশ গ্রহণ করিতে চাহি না। ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট স্বরাজের সাধনায় আমার সামান্য শক্তিতে যাহা করিয়াছি কোনও বিদেশীর কাছে তাহার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে আমি প্রস্তুত নই।......"

ব্রহ্মবান্ধব সত্যই ইংরেজের আদালতে কৈফিয়ৎ দেন নাই। বিচারাধীন অবস্থায় হাসপাতালে 'এপেণ্ডিসাইটিস্' অস্ত্র করাইবার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পর তিনি অমরলোকে প্রস্থান করেন। মুদ্রাকর দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা'—তাহার পর আসিল "বন্দে মাতরমের" পালা। প্রকাশিত হইবার পর হইতেই "বন্দে মাতরম্"-এর উপর গভর্ণমেণ্টের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। কিন্তু উত্তেজনাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলেও, আইনের সূক্ষ্ম বিচারে এতদিন ইহাকে সরকার ধরিতে পারে নাই। কিন্তু এইবার তাহাদের সমস্ত আক্রোশ আসিয়া পড়িল "বন্দে মাতরমের" উপর। রাজ-দ্রোহমূলক রচনা প্রকাশের অভিযোগে মুদ্রাকর মনোমোহন ঘোষ ও প্রধান লেখক হিসাবে শ্রীঅরবিন্দ ধৃত হইলেন। কিংসফোর্ডের আদালতে ইহাদের বিচারের দিন আদালতগৃহ ও আদালতপ্রাঙ্গণ লোকে ভরিয়া গেল—বন্দে মাতরম্-ধ্বনিতে আদালতপ্রাঙ্গণ মুখরিত হইল। লালবাজার পুলিশ কোর্টের দুইধারের রাস্তায় লোকের ভীড়ে যানবাহন-চলাচল বন্ধ হইল। উদীয়মান উকীল ব্যারিষ্টার সকলেই অগ্রসর হইয়া আসিল শ্রীঅরবিন্দকে সমর্থন করিতে। আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে শ্রীঅরবিন্দ যাহাতে আপত্তি না করেন তাহার জন্য সকলেই তাঁহাকে অনুরোধ করিল। বন্ধুজনের এবং অনুগামীদের এই অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করিলেন না। মামলা চালাইবার বিষয়ে উদাসীন রহিলেন। "বন্দে মাতরম্"-এর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মামলা আরম্ভ হইল। তখন সরকারপক্ষ শ্রীঅরবিন্দের সব রচনা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সাক্ষীসাবুদ ডাকিলেন। এই সাক্ষীদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পালকেও ডাকা হইল। বিপিনচন্দ্র সোজাসুজি সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করিলেন। আদালত অবমাননার দায়ে বিপিনচন্দ্রের ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইল।* এই ব্যাপারে তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। ছাত্রদের

* ১৯০৯ সালে বিলাতে অবস্থানকালে বিপিনচন্দ্র তাঁহার সম্পাদিত এবং লণ্ডন হইতে প্রকাশিত ইংরেজী "স্বরাজ" পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দের জীবনীর প্রারম্ভে লিখিতেছেন :—"The youngest in age amongst the Nationalist party who stood forefront, etc. etc...."

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মধ্যেই ইহা বেশী করিয়া দেখা দিল। পঞ্চদশ বৎসরের কিশোর ছাত্র সুশীল সেন একজন ইংরেজ পুলিশ সার্জ্জেণ্টকে তাহার ঘোড়ার উপর উঠিয়া চপেটাঘাত করিল। কিংসফোর্ড সাহেব সুশীলকে পনর ঘা বেত্রদণ্ডের আদেশ দিলেন এবং তাঁহার সম্মুখে সুশীলকে বেত্রাঘাত করা হইল। বেত্রাঘাতে সুশীল অর্দ্ধমৃত হইল। দেশে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। শ্রীঅরবিন্দের বিচারের দিন পরে ধার্য্য হইল।

'বন্দে মাতরম্'-এর মামলা শ্রীঅরবিন্দকে তাঁহার ধ্যানের নিভৃত আসন হইতে একেবারে লোকসমাজের সম্মুখে আনিয়া দিল। এতদিন নেপথ্যে থাকিয়া নিঃশব্দে তিনি বাংলার স্বদেশী আন্দোলনে প্রেরণা দান করিতে-ছিলেন কিন্তু এখন তিনি দেখিলেন, তাঁহাকে প্রকাশ্যে থাকিয়াই কাজ করিতে হইবে। ইহার জন্য তিনি প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু আর একটি সমস্যা দেখা দিল। তিনি দেখিলেন ন্যাশানাল কলেজের অধ্যক্ষের পদে থাকিলে প্রকাশ্যে প্রচারকার্য্যের অসুবিধা হইবে, তা'ছাড়া যদি বিচারে তাঁহার দণ্ড হয় তবে গভর্ণমেণ্ট কলেজটি বন্ধ করিয়া দিবে। বিশেষতঃ ঐ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে কোন কিছু করিতে নিষেধ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। সিদ্ধান্ত করিলেন এখনই অধ্যক্ষের পদে ইস্তফা দিবেন এবং সেইমত কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাঁহার বিদায়পত্র পাঠাইয়া দিলেন। সেই সময় (১৯০৭ সালের ৭ই আগষ্ট) কলেজের ছাত্রদের বিদায় অভিনন্দনের উত্তরে একটি মর্ম্মস্পর্শী সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। আমরা তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"......I have been told that you wish me to speak a few words of advice to you......I don't know whether I shall call them troubles at all, for the experience that I am going to undergo was long foreseen as inevitable in the discharge of the mission that I have taken up from my childhood, and I am approaching it without

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

regret.........If I know that the rising generation has taken up this cause that wherever I go, I go leaving behind others to carry on my works, I shall go without the least regret......what little I have done has been done for her, and the slight suffering that I am going to endure will be endured for her sake.........When we established this college and left other occupations, other chances of life, to devote our lives to this institution, we did so because we hoped to see in it the foundation, the nucleus of a nation, of the New India which is to begin its career after this night of sorrow and trouble on that day of glory and greatness when India will work for the world.........What has been insufficiently and imperfectly begun by us, it is for you to complete and lead to perfection. When I come back I wish to see some of you becoming rich, rich not for yourselves but that you may enrich the Mother with your riches. I wish to see some of you becoming great, great not for your own sakes, not that you may satisfy your own vanity, but great for her, to make India great, to enable er to stand up with head erect among the nations of the earth, as she did in days of yore when the world looked up to her for light.........Such a time has now arrived for our Motherland when nothing is dearer than her service, when everything else is to be directed to that end. If you will study, study for her sake; train yourselves body and mind and soul for her service.........When in .future I shall look upon your career of glorious activity, I may have the pride of remembering that I did something to prepare and begin it."—(Extracts from Sri Aurobindo's *Advice to National College Students*, Dated the 22nd August, 1907).

"বন্দে মাতরম্" পত্রিকার মামলার সংবাদ দেশের সর্ব্বত্র দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করিল। রাজশক্তি শ্রীঅরবিন্দকে আঘাত হানিতে উদ্যত হইয়াছে—ইহা রবীন্দ্রনাথকে এতদূর বিচলিত করিয়াছিল যে তিনি সমগ্র জাতির মর্ম্মবেদনাকে ভাষা দিয়া একটি জ্বালাময়ী কবিতা রচনা করিলেন। দেশের পক্ষ হইতে, জাতির পক্ষ হইতে, জাতির এই মুক্তিদূতকে অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদন করিয়া কবিগুরু লিখিলেন :—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

“অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।

অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশ-বন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
বাণীমূর্ত্তি তুমি। তোমা লাগি’ নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ ; কোনো ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই কোনো ক্ষুদ্র কৃপা ; ভিক্ষা লাগি’
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি। আছ জাগি’
পরিপূর্ণতার তরে সর্ব্ববাধাহীন,—
যার লাগি’ নর-দেব চির রাত্রিদিন
তপোমগ্ন ; যার লাগি’ কবি বজ্ররবে
গেয়েছেন মহাগীত, মহাবীর সবে
গিয়াছেন সংকট-যাত্রায় ; যার কাছে
আরাম লজ্জিত শির নত করিয়াছে ;
মৃত্যু ভুলিয়াছে ভয় ;—সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠ দান আপনার পূর্ণ অধিকার—
চেয়েছ দেশের হ’য়ে অকুণ্ঠ আশায়,
সত্যের গৌরবদৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়
অখণ্ড বিশ্বাসে। তোমার প্রার্থনা আজি
বিধাতা কি শুনেছেন ! তাই উঠে বাজি’
জয়শঙ্খ তাঁর ? তোমার দক্ষিণ করে
তাই কি দিলেন আজি কঠোর আদরে
দুঃখের দারুণ দীপ, আলোক যাহার

पुस्तकालय
गुरुकुल कांग

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জ্বলিয়াছে, বিদ্ধ করি দেশের আঁধার
ধ্রুব তারকার মতো। জয় তব জয়।
কে আজি ফেলিবে অশ্রু কে করিবে ভয়,
সত্যেরে করিবে খর্ব্ব কোন্ কাপুরুষ
নিজেরে করিতে রক্ষা। কোন্ অমানুষ
তোমার বেদনা হতে না পাইবে বল।
মোছ রে দুর্ব্বল চক্ষু, মোছ্ অশ্রুজল,
দেবতার দীপহস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্রদূতে, বলো কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে। বন্ধন শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি' করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা। রুষ্ট রাহু
বিধাতার সূর্য্যপানে বাড়াইয়া বাহু
আপনি বিলুপ্ত হয় মুহূর্ত্তেক পরে
ছায়ার মতন। শাস্তি ? শাস্তি তারি তরে
যে পারে না শাস্তিভয়ে হইতে বাহির
লঙ্ঘিয়া নিজের গড়া মিথ্যার প্রাচীর,
কপট বেষ্টন ; যে নপুংস কোনোদিন
চাহিয়া ধর্ম্মের পানে নির্ভীক স্বাধীন
অন্যায়েরে বলেনি অন্যায় ; আপনার
মনুষ্যত্ব, বিধিদত্ত নিত্য অধিকার
যে নির্লজ্জ ভয়ে লোভে করে অস্বীকার
সভামাঝে ; দুর্গতির করে অহংকার ;

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দেশের দুর্দ্দশা লয়ে যার ব্যবসায়,
অন্ন যার অকল্যাণ মাতৃরক্ত প্রায়,
সেই ভীরু নতশির, চিরশাস্তি তার
রাজকারা বাহিরেতে নিত্য কারাগার।
বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্ত্তি, কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধন-হীন আনন্দের গান,
মহাতীর্থ-যাত্রীর সংগীত, চিরপ্রাণ
আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভয় বাণী
উদার মৃত্যুর। ভারতের বীণাপাণি
হে কবি, তোমার মুখে রাখি' দৃষ্টি তাঁর
তারে তারে দিয়াছেন বিপুল ঝংকার,—
নাহি তাহে দুঃখতান, নাহি ক্ষুদ্র লাজ,
নাহি দৈন্য, নাহি ত্রাস। তাই শুনি আজ
কোথা হতে ঝঞ্চাসাথে সিন্ধুর গর্জন
অন্ধবেগে নির্ঝরের উন্মত্ত নর্তন
পাষাণ পিঞ্জর টুটি',—বজ্রগর্জরব
ভেরিমন্দ্রে মেঘপুঞ্জ জাগায় ভৈরব
এ উদাত্ত সংগীতের তরঙ্গ মাঝার
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
তারপরে তারে নমি যিনি ক্রীড়াচ্ছলে
গড়েন নূতন সৃষ্টি প্রলয় অনলে,
মৃত্যু হতে দেন প্রাণ, বিপদের বুকে

গুরুকুল কাংড়ী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সম্পদেরে করেন লালন, হাসিমুখে
ভক্তেরে পাঠায়ে দেন কণ্টক কান্তারে
রিক্তহস্তে শত্রুমাঝে রাত্রি অন্ধকারে।
যিনি নানা কণ্ঠে কন্ নানা ইতিহাসে,
সকল মহৎ কর্মে পরম প্রয়াসে,
সকল চরম লাভে "তুঃখ কিছু নয়,
ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্বভয়,
কোথা মিথ্যা রাজা কোথা রাজদণ্ড তার ;
কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের কোথা অত্যাচার ;
ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোলো তোলো শির,
আমি আছি, তুমি আছ সত্য আছে স্থির।"

৭ই ভাদ্র, ১৩১৪

ইহার কিছুদিন পরে আবার বিচার আরম্ভ হইল। আদালতপ্রাঙ্গণে লোক ধরে না। জনচিত্তে বিপুল বিক্ষোভের সঞ্চার হইল। চারিদিকের এই অপরিসীম উত্তেজনা আর চাঞ্চল্যের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ ধীর স্থির অবিচলিত। বিপ্লবের ভীমজলোচ্ছ্বাস জনসাধারণের প্রবল উত্তেজনাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার হৃদয়ের তটপ্রান্তে আসিয়া আঘাত করিতেছে; তাহার প্রলয়গর্জ্জন বাংলার আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইতেছে— তবুও ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া এই ব্যাপার, সেই মানুষটি নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার মত ধীরস্থিরভাবে ইতিহাসের গতি নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার এই স্থৈর্য্য এবং ধৈর্য্যের অন্তরালে ধূমায়িত যে বিরাট আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণের প্রতীক্ষায় ছিল, তাহার সন্ধান কেবলমাত্র তিনিই জানিতেন। শ্রীঅরবিন্দ আসামী এই সংবাদটুকুই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সেদিন বাংলার স্বদেশী আন্দোলনে বেগ ও আবেগের সৃষ্টি করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

বিচার আরম্ভ হইল। নিরুদ্বিগ্নচিত্তে শ্রীঅরবিন্দ আসামীর কাঠগড়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে সমর্থন করিবার আগ্রহে বাংলার উদীয়মান উকীল-ব্যারিষ্টারের দল ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ বুঝিলেন তাঁহাকে সমর্থন করিবার যে আগ্রহ ইহা আর কিছুই নহে, বন্দে মাতরম্‌ মন্ত্রে বাঙ্গালী যে আজ সত্যই উদ্বুদ্ধ—ইহা তাহারই অভিব্যক্তি মাত্র। যাই হোক কিংসফোর্ড অনেক চেষ্টা করিয়াও শ্রীঅরবিন্দকে আইনের কবলে আনিতে পারিলেন না। বিচারে তিনি মুক্তি লাভ করিলেন। রাজরোষ তাঁহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিল না।

এতদিন তিনি নেপথ্যের মানুষ ছিলেন, এইবার তাঁহাকে জনসাধারণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে হইল। বিপিনচন্দ্র জেলে, কাজেই চরমপন্থী দলের নেতৃত্ব তাঁহারই উপর ন্যস্ত হইল। রাজনৈতিক জীবনের অন্তঃপুর হইতে তিনি একেবারে সদর রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাংলার রাজনৈতিক আকাশে সে এক নবীন অভ্যুদয়। যাঁহাকে এতদিন কেহ ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পায় নাই, যাঁহার মুখের বাণী এতদিন পর্য্যন্ত কেহ শুনিতে পায় নাই—আজ সেই শ্রীঅরবিন্দকে তাহাদের মাঝখানে পাইয়া জনসাধারণের হৃদয়ে স্বাধীনতার স্পৃহা আরও বাড়িয়া গেল। প্রকাশ্য সভায় তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া লোকের অন্তর উদ্দীপনায় ভরিয়া গেল।

১৯০৭ সালের ডিসেম্বরের প্রথমে মেদিনীপুরে বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার সহকর্ম্মী শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, ললিত ঘোষাল প্রভৃতির সহিত সেখানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া সংবাদ পাইলেন চন্দননগরের মেয়রের উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ বুঝিলেন বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বিক্ষোভের অগ্নিশিখা শতজিহ্ব হইয়া সারা বাংলায় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তার উপর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শাসকবর্গের চণ্ডনীতি এই বিক্ষোভের মাত্রা আরও বাড়াইয়া তুলিতেছে। ফরাসী চন্দননগর হইতে বিপ্লবীরা আশানুরূপ অস্ত্র সংগ্রহ না করিতে পারায় মেয়রের উপরই প্রথম আক্রমণ হইল। দেশ এখন বিপ্লবের পথে পা বাড়াইয়াছে, এখন আর ইহাকে ধরিয়া রাখা চলিবে না।

ঐ সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য নরমপন্থীদের লইয়া রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথও মেদিনীপুর উপস্থিত হইয়াছিলেন। চরমপন্থীদের প্রাধান্য দেখিয়া রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ভাবিত হইয়া পড়িলেন। তিনি উভয় দলের মধ্যে আপোষ করিবার জন্য মেদিনীপুরে যেখানে উঠিয়াছিলেন সেখানে আসিবার জন্য শ্রীঅরবিন্দকে নিম্নলিখিত পত্রখানি পাঠাইলেন ঃ—

Midnapur,
7.12.07

My dear Aurobindo Babu,

I am here. Will you kindly, if convenient, come over with Shamsunder Babu and Lalit Babu. Kristo Babu* is also coming here.

Yours Sincerely,
Surendranath Banerjee

মেদিনীপুরে রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে চরমপন্থী ও নরমপন্থী দুই দলের মধ্যে বাদবিতর্ক হইল—কেহই কাহারও মতবাদ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নয়। দুই দলে সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। এমন অবস্থায় সুরেন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বুঝাইলেন যে তাঁহারা (অর্থাৎ চরমপন্থীরা) যদি তাঁহাদের (অর্থাৎ নরমপন্থীদের) কথা শুনেন, তাহা হইলে শীঘ্রই একটা শাসনসংস্কার হইবে এবং ভাঙ্গা বাংলা আবার জোড়া লাগিবে। তিনি এমন আশ্বাসও দিলেন

* কৃষ্ণবাবু শ্রীঅরবিন্দের মেসোমশাই এবং সুরেন্দ্রনাথের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যে হয়ত দুইএক বৎসরের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন লাভ করাও অসম্ভব হইবে না। সুরেন্দ্রনাথের দক্ষিণ হস্ত তখন কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়। তিনিও সুরেন্দ্রনাথের কথা সমর্থন করিয়া শ্রীঅরবিন্দকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন।

কিন্তু বুঝাইলে কি হইবে? পক্ককেশ প্রবীণ এইসব নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক জীবনে আর যাই থাকুক না কেন, ছিল না পূর্ণ স্বাধীনতার অম্লান আদর্শ। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহাদের যুক্তির উত্তরে সেদিন যাহা বলিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কালে ভারতের জাতীয় মহাসভা গান্ধীজীর নেতৃত্বে সেই আদর্শকেই একমাত্র আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দ বলিলেন—"বৃটিশ শাসনের বাহিরে পূর্ণ স্বাধীনতা না হইলে দেশের কোন উপকার হইবে না, হইতে পারে না। রিফর্ম্ম বা সংস্কার তাহা যত ভাল হউক না কেন, তাহা ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস মাত্র, তাহা যতই মর্য্যাদাপূর্ণ হউক—তথাপি ইহার কোন মূল্য নাই। কারণ ইহা ইংরেজের অনুগ্রহের দান ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। যে জিনিষ আমাদের নিজেদের শক্তিতে উপার্জ্জিত হইবে না, সে জিনিষ রাখিবার শক্তি আমরা কোনদিনই অর্জ্জন করিতে পারিব না।" যাই হোক শ্রীঅরবিন্দ এখানেও তাঁহার আদর্শে অটল রহিলেন। পূর্ণ স্বাধীনতার জয়ধ্বনি করিয়া চরমপন্থী দল কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া নূতন উদ্যমে প্রচারকার্য্য সুরু করিলেন। ইহাদের পুরোভাগে রহিলেন শ্রীঅরবিন্দ।

কলিকাতায় ফিরিয়া শ্রীঅরবিন্দ বীডন স্কোয়ার, কলেজ স্কোয়ার, হুগলী প্রভৃতি স্থানে প্রকাশ্যে বক্তৃতা করিলেন। বীডন স্কোয়ারে বক্তৃতা দিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন ঃ

"আমি মনে করিয়াছিলাম কখনো প্রকাশ্যে বক্তৃতা করিব না। ইহার কারণ ছিল। অতি শৈশবে আমি ইংলণ্ড গিয়াছিলাম এবং দীর্ঘকাল সেখানে পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়াছি। মাতৃভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগ পাই নাই—মাতৃভাষায় তাই আমি কথা বলিতে পারি না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সেইজন্য যে ভাষা আমার নয়, আপনাদেরও নয়, সেই ভাষায় দেশবাসীর সম্মুখে বক্তৃতা করা অপেক্ষা মৌন থাকাই আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয়।"

তবে সকল সভায় শ্রীঅরবিন্দকে ইংরেজীতে বক্তৃতা দিবার জন্য শ্রোতারা পীড়াপীড়ি করিলে তিনি বক্তৃতা না দিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার অন্তরঙ্গ সহকর্মী এবং ভাবধারায় অনুপ্রাণিত শ্যামসুন্দরই তাঁহার ইংরেজী বক্তৃতা শ্রোতাদের বুঝাইয়া দিতেন।

ইহার পরই সুরাট কংগ্রেসের 'দক্ষযজ্ঞ'। ১৯০৭ সালের কংগ্রেসের অধিবেশন বসিল সুরাটে। বাংলার চরমপন্থী দল দেখিলেন—এই সুযোগ। বাংলা হইতে শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে ইহারা সুরাট যাত্রা করিলেন। ভারতের সকল প্রদেশের মডারেটপন্থী নেতারা বাংলার খ্যাতনামা ব্যবহারাজীবী রাসবিহারী ঘোষকে এই অধিবেশনে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিলেন। আর বিভিন্ন প্রদেশের চরমপন্থী নেতারা চাহিলেন এই অধিবেশনে মহারাষ্ট্রতিলক মহারাজ বালগঙ্গাধর তিলকের সভাপতিত্ব। তখন সর্ব্বভারতীয় রাজনীতিতে তিলকের অখণ্ড প্রভাব এবং ভারতের শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু মডারেটরা জানিতেন যে তিলক কারাদণ্ডে দণ্ডিত এবং শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী, এজন্য তিনি "Absolute autonomy free from British control" ছাড়া অন্য কোন কথা শুনিবেন না। সেই আশঙ্কায় তাঁহারা তিলককে সভাপতি করিতে সম্মত হইলেন না।

তখন জাতীয়তাবাদী দল স্থির করিলেন সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারাও একটি সম্মেলন করিবেন। এই সিদ্ধান্ত করিয়া শ্রীঅরবিন্দ ও তিলকের অনুগামিবৃন্দ দলে দলে বাংলা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র হইতে প্রতিনিধি লইয়া সুরাটে উপস্থিত হইলেন। সুরাটে এই জাতীয়তাবাদী দলের এই সর্ব্বভারতীয় কনফারেন্সের সভাপতিত্ব

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিলেন শ্রীঅরবিন্দ এবং এই সম্মেলনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তিলককেই কংগ্রেসের অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইল।

তাহার পর জাতীয়তাবাদী দল কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে আসিয়া ঘোষণা করিলেন যে এই অধিবেশনের সভাপতি বালগঙ্গাধর তিলক—এবং তাঁহাদের নির্দ্দেশে তিলক কংগ্রেসের বেদীতে উঠিয়া সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিলক জানিতেন তুই দলে প্রচণ্ড সংঘর্ষ অনিবার্য্য এবং তাঁহার ভাষণ পাঠ করা হইবে না। তাই তিনি উঠিয়াই তাঁহার ভাষণের শেষ অংশ "We want absolute autonomy free from British control" বলিয়া ভাষণ স্বরু করিলেন। এই absolute autonomyর কথা শুনিয়া সভায় অগ্নিস্ফুরণ হইল—মডারেটরা শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা বলিলেন কংগ্রেসের এই নীতি কখনই হইতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে সভাপতি নির্ব্বাচনের বৈধতার প্রশ্ন উঠিল। শ্রীঅরবিন্দ বলিলেন—বৈধতা অবৈধতা প্রকাশ্য ভোটে সাব্যস্ত হউক। মডারেটরা ইহাতে সম্মত হইলেন না। প্রথমে বাক্‌যুদ্ধ, তারপর তুমুল গণ্ডগোলের মধ্যে চেয়ার ছোড়াছুড়ি আরম্ভ হইয়া গেল। স্বরেন্দ্রনাথ উত্তেজনার মুখে শ্রীঅরবিন্দকে কটুকথা বলিয়া সেস্থান ত্যাগ করিলেন। শেষ পর্য্যন্ত পুলিশ আসিয়া কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া দিল—কোন দলই ১৯০৭ সালের কংগ্রেস শেষ করিতে পারিলেন না। স্বরাটের এই "দক্ষযজ্ঞ" দেশবাসীর রাজনৈতিক চেতনায় তুমুল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিল এবং সর্ব্বত্র জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃবৃন্দের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইল।

স্বরাটের এই 'দক্ষযজ্ঞ' শ্রীঅরবিন্দের চিত্তে গভীর রেখাপাত করিল। তিনি দেখিলেন মডারেটদের সহিত চরমপন্থী দলের মিলনের কোন আশাই নাই এবং এই কারণেই তিনি বুঝিলেন কংগ্রেস কর্ত্তৃক তাঁহার আদর্শ স্বীকৃত বা গৃহীত হইবার আপাততঃ কোন আশাই নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ অন্তরের সহিত ইহা উপলব্ধি করিলেন, একদিন না একদিন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কংগ্রেস তাঁহার আদর্শ গ্রহণ করিবেই। শ্রীঅরবিন্দ শুধু চিন্তানায়ক আদর্শবাদী ছিলেন না, তাঁহার মধ্যে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিও যথেষ্ট ছিল। মডারেটদের প্রভাব হইতে কংগ্রেসকে মুক্ত করিতে কংগ্রেসকে ভাঙ্গিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল—তাহাতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই, তবে ধ্বংসের জন্যই তিনি ধ্বংসকার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই। তিনি জানিতেন এই ধ্বংসের ভিতর দিয়াই নূতন সৃষ্টি হইবে, কংগ্রেস নূতন রূপ, নূতন জীবন লাভ করিবে। বস্তুতঃ তাহাই পরে হইয়াছিল—এবং কংগ্রেসের সেই রূপান্তর সম্বন্ধে পরবর্ত্তী কালে ইংরেজী "কর্ম্মযোগিন্" ও বাংলায় "ধর্ম্ম" পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছিলেন—এমনই ছিল তাঁহার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি। এই কথা বলিবার প্রয়োজন এই যে, কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাসে সুরাট অধিবেশনের প্রসঙ্গে ইতিহাসকার শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁহার দলের প্রতি সুবিচার করেন নাই।

সুরাটে যখন 'দক্ষযজ্ঞের' ব্যাপার চলিতেছিল, ঐ সময়েই বাংলার বিপ্লবী দল সহসা প্রচণ্ডভাবে আত্মপ্রকাশ করিল। শ্রীঅরবিন্দকে ইহারা জানিত স্বাধীনতার সাগ্নিক পুরোহিত হিসাবেই এবং ইহাও জানিত যে বাংলাদেশে এমন একজন আছেন যিনি অন্ততঃ তাহাদের কার্য্যকলাপ সমর্থন করিবেন, কারণ তাঁহারই পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শে তাহারা অনুপ্রাণিত। শ্রীঅরবিন্দ সংবাদ পাইলেন যে মেদিনীপুরের নিকটে নারায়ণগঞ্জে ছোটলাট এণ্ড্রু ফ্রেজারের স্পেশাল ট্রেণ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছে এবং কুষ্টিয়াতে এক মিশনারী পাদ্রীকে হত্যা করা হইয়াছে। এবং কলিকাতার চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডের পদোন্নতি হওয়াতে বিপ্লবীরা তাঁহাকে মারিবার জন্য সচেষ্ট। কিন্তু তিনি মজঃফরপুর বদলি হওয়াতে বারীন্দ্র-উপেন্দ্র-হেমচন্দ্র-উল্লাসকর প্রভৃতি প্রস্তাব করিলেন যে কিংসফোর্ড যেখানেই থাকুক না কেন, উদ্যত ফণা লইয়া বিপ্লবসর্প এই অত্যাচারীকে দংশন করিবার জন্য অনুসরণ করিবেই। মোট কথা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাঁহাদের উদ্দেশ্য হইল যেমন করিয়াই হউক ইংরেজের মনে ত্রাসের সঞ্চার করিতেই হইবে।

শ্রীঅরবিন্দ বিপ্লববাদীদের সমর্থনে "বন্দে মাতরমে" লিখিলেন :

"রাজনীতি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এবং ক্ষত্রিয়ের নীতিবোধই আমাদিগকে রাজনৈতিক কার্য্যে পরিচালিত করিবে। ন্যায় ও বৈধতা রাজনৈতিক ধর্ম্মের অঙ্গ, কিন্তু তাহা ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ও বৈধতা। আক্রমণ অন্যায় হয় তখনই, যখন তাহার কোন সঙ্গত কারণ বিদ্যমান থাকে না। বলপ্রয়োগ অবৈধ হয় তখনই যখন তাহা হয় স্বেচ্ছাচারী অথবা অন্যায় উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য। সে দার্শনিকতা বন্ধ্যা যাহা সকল কর্ম্মকেই এক যন্ত্রবৎ নিয়মের অধীন করিতে চায় অথবা একটি বুলি অবলম্বন করিয়া সমগ্র মানবজীবনকে তাহার অনুগত করিতে চেষ্টা করে......।"

সুরাট কংগ্রেসের পর জাতীয়দলের বাংলার নেতৃবৃন্দ কলিকাতায় ফিরিলেন। শ্রীঅরবিন্দ সুরাট হইতেই প্রচারকার্য্য উপলক্ষে বরোদা, বোম্বাই, পুণা প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন সহর পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ডাকযোগে বন্দে মাতরমের জন্য নিয়মিত লেখা এইসব স্থান হইতে পাঠাইতে লাগিলেন। বাংলার বাহিরে ব্যাপকভাবে এই তাঁহার প্রথম ভ্রমণ এবং ইহার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা কতটুকু জাগিয়াছে তাহা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা। ১৯০৮ সালের ১৯শে জানুয়ারী বোম্বাই ন্যাশানাল ইনষ্টিটিউসনের বিরাট সভায় ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল।

"......There is a creed in India today which calls itself Nationalism, a creed which has come to you from Bengal....... What is Nationalism? Nationalism is not a mere political programme. Nationalism is a religion that has come from God; Nationalism is a creed which you shall have to live. Let no man dare to call himself a Nationalist if he does so merely with a sort of intellectual pride, thinking that he is something higher than those who do not call themselves by that name. If you are going to be a Nationalist, if you are going to assent to this religion of Nationalism, you must do it in the religious spirit. You must remember that you

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

are the instruments of God. What is this that has happened in Bengal? ......But certain forces which are against that religion are trying to crush its rising strength. It always happens when a new religion is preached, when God is going to be born in the people, that such forces rise with all their weapons in their hands to crush the religion. In Bengal too a new religion, a religion divine and sattwic has been preached, and this religion they are trying with all the weapons at their command to crush. ......Will you do as they do in Bengal? (*Cries of yes*) Don't lightly say 'yes'. It is a solemn thing; and suppose that God puts you this question, how will you answer it? Have you got a real faith? Or is it merely a political aspiration? Is it merely a larger kind of selfishness? Or is it merely that you wish to be free to oppress others, as you are being oppressed? Do you hold your creed from a higher source? Is it God that is born in you? ......Then alone will you be able to restore this great nation. ......If anybody had told you that Bengal would come forward as the saviour of India, how many of you would have believed it? ......The work of salvation, the work of raising India was begun. Consider the men who are really leading the present movement....... If you ask what material weapons we have got, I must tell you that material weapons may help you no doubt but if you rely wholly upon material weapons then what they say is perfectly true that Nationalism is a madness......if you do not rely upon something mightier than material strength, then you will have to depend solely upon what others can give. ......What you cannot expect from God you are going to expect from the British Government? Your expectation is vain. Their interests are not yours, their interests are very different from yours, and they will do what their interests tell them. ......When I went to Bengal three or four years before the Swadeshi Movement was born, to see what was the hope of revival, what was the political condition of the people and whether there was the possibility of a real movement, what I found there was that the prevailing mood was apathy and despair......the whole nation lifted itself out of delusions and out of despair, and it was by this sudden rising, by this sudden awakening from dream that Bengal found the way of salvation and declared to all India that eternal life, immortality and not lasting degradation, was her fate.......I have written about many things,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

about Swadeshi, Boycott, National Education, Arbitration and other subjects. But there was one truth that I have always tried, and those who have worked with me have also tried, to lay down as the foundation stone of all that we preached. It is not by any mere political programme, not by National Education alone, not by Swadeshi alone, not by Boycott alone, that this country can be saved......They do not always realise who guides or where he will guide them ; but they have this conviction within, not in the intellect, but in the heart, that the Power that is guiding them is invincible ; that it is almighty, that it is immortal and irresistible and that it will do its work. They have nothing to do. They have simply to obey that Power....It is a religion by which we are trying to realise God in the nation, in our fellow-countrymen. We are trying to realise Him in the three hundred millions* of our people...."The hour of my consecration has come, and I have to thank God now that the time for laying myself on His altar has arrived and that I have been chosen to suffer for the good of my countrymen......But when you have a higher idea, when you have realised that you have nothing, that you are nothing and that the three hundred millions of people of this country are God in the Nation, something which cannot be measured by so much land or by so much money, or by so many lives, you will then realise that it is something immortal, that the idea for which you are working is something immortal, that idea for which you are working is something immortal and that it is an immortal Power which is working in you. All other attachments are nothing. Every other consideration disappears from your mind, and as I said, there is no need to cultivate courage. You are led on by that Power. You are protected through life and death by One who survives in the very hour of death, you feel your immortality in the hour of death, you feel your immortality in the hour of your worst sufferings, you feel you are invincible......You may be sure that if you embrace this religion of Nationalism, you will have to meet such tremendous forces as no mere material power can resist. The hour of trial is not distant, the hour of trial is already upon you......Try to realise the strength within you, try to bring it forward, so that everything you do may

* ১৯০৮ সালে ভারতের জনসংখ্যা ত্রিশ কোটি ছিল।

 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

be not your own doing, but the doing of that Truth within you...... and the whole nation will rise, the whole people of this great country will rise, filled with divine power, filled with the inspiration of the Almighty, and no power on earth shall resist it, no danger or difficulty shall stop it in its onward course. Because God is there, and it is His Mission, and He has something for us to do. He has a work for His great and ancient nation. Therefore He has been born again to do it, therefore He is revealing Himself in you not that you may be like other nations, not that you may rise merely by human strength to trample under foot the weaker peoples, but because something must come out from you which is to save the whole world......" (*Extract from a lecture delivered* by Sri Aurobindo *under the auspices of the* Bombay National Union, *on Sunday, the 19th January, 1908.*)

ইহার পরে নানাস্থানে সভাসমিতি করিয়া ঐ সময় ২৯শে জানুয়ারী, বেরারের অমরাবতী সহরে "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাতে বঙ্কিমের স্বদেশপ্রেমের এই অপূর্ব্ব মন্ত্রটির যে ব্যাখ্যা করেন তাহার ভিতর তাঁহার গভীর রাজনৈতিক চিন্তার স্বাক্ষর আছে। বক্তৃতাটির কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল:

"......The song (Bande Mataram) was not only a national anthem to be looked on as the European nations look upon their own, but one replete with mighty power, being a sacred *mantra*, revealed to us by the author of *Anandamath*, who might be called an inspired Rishi......The *mantra* of Bankimchandra was not appreciated in his own day, and he predicted that there would come a time when the whole of India would resound with the singing of the song, and the word of the prophet was miraculously fulfilled. The meaning of the song was not understood then because there was no patriotism except such as consisted in making India the shadow of England and other countries which dazzled the sight of the sons of this our Motherland with their glory and opulence. The so-called patriots of that time might have been the well-wishers of India but not men who loved her. One who loved his mother never looked to her defects, never disregarded her as an ignorant, superstitious, degraded and decrepit woman......As with the individual, so

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

with the nation, there were three bodies or Koshas, the *sthula*, *sukshma* and *Karan shariras*......" (*Extract from the lecture delivered by* Sri Aurobindo *in the Grand Square of the* National School, Amraoti, *Berar, on 29th January, 1908.*)

১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বাহিরের কাজ শেষ করিয়া শ্রীঅরবিন্দ বাংলায় ফিরিলেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি কেবলমাত্র 'বন্দে মাতরম্‌' লইয়াই থাকিলেন না। বন্দে মাতরমের দৈবীমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ জনসাধারণের অন্তরে আরও আশার উৎসাহ সঞ্চার করিবার জন্য তিনি কলিকাতার উপকণ্ঠে এবং মফঃস্বলে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। এই সময় ১০ই এপ্রিল, ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসকে সভাপতি করিয়া "United Congress" সম্পর্কে এই মর্ম্মে এক বক্তৃতা দিলেন :

"......সুরাটের কংগ্রেস যে সার্থক হয় নাই, বুঝিতে হইবে ইহা ভগবানেরই অভিপ্রেত এবং ইহা যদি আবার ঐক্যের ভিত্তিতে মিশিতে পারে, তাহাও হইবে ভগবানের অভিপ্রায়েই। কিন্তু যদি আমাদের ঐক্য ও মিলনের প্রয়াস ব্যর্থ হয় এবং জাতীয়তাবাদী নবীন দলকে যদি নির্য্যাতন এবং দুঃখের সম্মুখীন হইতে হয়, তাহাকেও ভগবানের অভিপ্রেত বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। নির্য্যাতন এবং দুঃখ এড়াইয়া আমরা আপোষের জন্য আগ্রহান্বিত হইব না; কারণ দুঃখভোগ যদি ভগবানের অভিপ্রেত হয়, সেই দুঃখকে হাসিমুখে বরণ করিয়া লইতে হইবে, যাহাতে দেশজননীর শৃঙ্খলভার উন্মোচিত হয়।"

ইহার দুইদিন পরে ১২ই এপ্রিল বারুইপুরে শ্রীঅরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র ও শ্যামসুন্দর একটি মহতী সভায় বক্তৃতা দেন। সকলের বক্তৃতা শেষ হইলে শ্রীঅরবিন্দ সমবেত জনতাকে উদ্দেশ করিয়া যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার সামান্য অংশের বঙ্গানুবাদ :

"......বিদেশী শিক্ষার সংস্পর্শে আসিয়া আমার দেশ যেমন আমিও তেমনি জাতীয়তাধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত—এখন আমার দেশ যেমন তাহার স্বধর্ম্মে ফিরিয়া যাইতে চাহিতেছে আমিও তেমনি আমাকে এখন নূতন করিয়া জাতীয়তাভাবের দিকে লইয়া যাইতেছি। শ্যামসুন্দরবাবু বলিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গের স্বদেশী আন্দোলনের তেমন তীব্রতা দেখা যায় না। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের, আমি পশ্চিমবঙ্গের। তথাপি আমি স্বীকার করিব শ্যামসুন্দরবাবু ঠিক কথাই বলিয়াছেন—পশ্চিমবঙ্গের এই ক্রটী আমিও স্বীকার করি। রেগুলেশন লাঠির সহিত এবং কারাগারের সহিত প্রথম পরিচয়লাভের সৌভাগ্য পূর্ব্ববঙ্গের হওয়াতে, স্বদেশপ্রেমে তাহাদের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতেই হইবে। ঠিক এই কারণে বিদেশী বর্জ্জনের ব্যাপারে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কলিকাতা অগ্রগামী।......আমরা স্বায়ত্তশাসন এবং রাজনৈতিক জীবনের জন্য নিজেদের যে অযোগ্য মনে করি ইহার একমাত্র কারণ আমরা তাকাইয়া আছি ইংলণ্ডের দিকে এবং তাহাকেই আমাদের পরিত্রাতা মনে করিয়াছি।......বাঙ্গালীই সর্ব্বপ্রথম বিদেশীর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিয়াছে। বিদেশীকে আমরাই আনিয়াছি এবং তাহাদের শাসনকে আমরাই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। তখন আমরা অধঃপতিত হইয়াছিলাম—আমাদের পক্ষে বিদেশীর শাসন প্রয়োজন হইয়াছিল আমাদিগকে রক্ষা করিতে, শিক্ষিত করিতে এবং এমন কি আমাদের আহার্য্য যোগাইতে। আমাদের আত্মনির্ভরতা এতখানি ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল যে মানবজীবনের এই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির ব্যবস্থা আমরা নিজেরা করিতে পারি নাই। ......এই মায়া দূর হইতে পারে দুঃখভোগ ও নির্য্যাতনের পথে। লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গভঙ্গ এই মায়া দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট।......ভগবান্ আমাদিগকে স্বাধীন করিবেন—এই কথা আমরা যখন বলিতে পারিব তখন পৃথিবীতে এমন কোন ক্ষমতা নাই যে আমাদিগকে পরশাসনের অধীনে রাখিতে পারে। জাতীয় শিক্ষা, বয়কট, স্বদেশীর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য এইখানেই। চলার পথে বাধা বিঘ্ন দেখিয়া শঙ্কিত হইও না—যত বড় বাধাই তোমার সম্মুখে থাকুক না কেন, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। তোমরা স্বাধীন হও—ইহাই বিধাতার বিধান এবং তোমরা নিশ্চয়ই স্বাধীনতা লাভ করিবে।......ভগবানের শক্তি আমাদের ভিতর ইতিমধ্যেই প্রত্যক্ষ করিবই—সেই শক্তির কার্য্য ক্রমশঃই দেশে ব্যাপক-ভাবে বিস্তারলাভ করিতেছে। মনে করিও না ইহা আমরা করিতেছি, আমাদের চেয়েও শক্তিমান্ একজন নেপথ্য হইতে আমাদিগকে এই কার্য্য করিতে বাধ্য করিতেছেন। সমস্ত প্রকারের অধীনতার অবসান ঘটাইবার জন্য এবং পৃথিবীর চক্ষে ভারতকে স্বাধীনভাবে দাঁড় করাইবার জন্যই এই কার্য্য সুরু হইয়াছে।......"

উপরে বক্তৃতাটির সামান্য অংশের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। নিম্নে ঐ বক্তৃতাটির সামান্য ইংরেজী অংশ প্রদত্ত হইল :

"......We in India fell under the influence of the foreigners' Maya which completely possessed our souls. It was the Maya of the alien rule, the alien civilization, the powers and capacities of the alien people who happen to rule over us. There were as if so many shackles that put our physical, intellectual and moral life into bondage. We went to school with the aliens, we allowed the aliens to teach us and draw our minds away from all that was great and good in us. We considered ourselves unfit for self-government and political life, we looked to England as our exemplar and took her as our saviour. And all this was Maya and bondage......We Bengalis entered the services of foreigners. We brought in the foreigners and established their rule. Fallen as we were, we needed others to protect us, to teach us and even to feed us. All these functions of human life, so utterly

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

was our self-dependence destroyed, we were left unable to fulfil...... It is only through repression and suffering that this Maya can be dispelled and the bitter fruit of Partition of Bengal administered by Lord Curzon dispelled the illusion. We looked up and saw that the brilliant bird sitting above was none else but ourselves, our real and actual self......There is no power so great that can make India subject when we will say that God will make us free. Herein lies the true significance of National Education, Boycott, Swadeshi, Arbitration. Do not be afraid of obstacles in your path, it does not matter how great the forces are that stand in your way. God commands you to be free and you must be free......The voice is yet weak but it is growing. The might of God is already revealed among us, its work is spreading over the country......It is not our work but that of something mightier that compels us to go on until all bondage is swept away and India stands free before the world. (*Extract from the speech delivered on 12th April, 1908, at Baruipur, 24 Parganas.*)

এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দের অগ্নিময়ী প্রেরণা জাতিকে নববীর্য্যে নব-উৎসাহে পরিচালিত করিতে লাগিল। লক্ষ কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইয়া 'বন্দে মাতরম্‌'-মন্ত্র সজীব হইয়া উঠিল। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনকে এক অভাবনীয় মহিমায় দীপ্ত এবং দৃপ্ত করিয়া তুলিল শ্রীঅরবিন্দের লেখনী-নিঃসৃত চিন্তাধারা এবং কণ্ঠনিঃসৃত উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতারাজি। ১৯০৮ সালের ২৩শে এপ্রিল, মৈমনসিংহের কিশোরগঞ্জে পল্লীসমিতির সভায় বক্তৃতা দিবার পরই সকলেই বুঝিতে পারিতেছিলেন, এই আন্দোলনের প্রাণশক্তি শ্রীঅরবিন্দও বুঝিয়াছিলেন, রাজশক্তি শঙ্কিত, বিহ্বল চিত্তে তাঁহাকে আঘাত করিবার জন্য সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে। ১৯০৫ সালের জুলাইএর শেষে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া শ্রীঅরবিন্দ প্রথম কিশোরগঞ্জ গিয়াছিলেন আর ইংরেজের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার অল্পদিন আগেই আবার কিশোর-গঞ্জে গেলেন। কিশোরগঞ্জের বক্তৃতাটির সামান্য অংশ এখানে প্রদত্ত হইল :

"......It is for this reason that foreign rule can never be for the good of a nation, never work for its true progress and life, but must always work towards its disintegration and death. This is no new

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

discovery, no recently invented theory of ours, but an ascertained truth of political science as taught in Europe by Europeans to Europeans. It is there laid down that foreign rule is inorganic and therefore tends to disintegrate the subject body politic by destroying its proper organs and centres of life. If a subject nation is ever to recover and survive, it can only be by revising the process and establishing its own organic centres of life and strength. We in India had our own instruments of life and growth ; we had the self-dependent village ; we had the Zamindar as the link between the village units and the central governing body and the central governing body itself was one in which the heart of the nation beat. All these have been either destroyed or crippled by the intrusion of the foreign organism. If we are to survive as a nation we must restore the centres of strength which are natural and necessary to our growth, and the first of these, the basis of all the rest, the old foundation of Indian life and secret of Indian vitality was the self-dependent and self-sufficient village organism. If we are to organise Swaraj we must base it on the village......Swaraj is the organization of national self-help, national self-dependence......Another essential condition of Swaraj is that we should awaken the political sense of the masses...... But the organization of the modern nation depends on the awakening of the political sense in the mass. This is the age of the people, the million, the democracy......Swaraj, finally, is impossible without unity. But the unity we need for Swaraj is not a unity of opinion, a unity of speech, a unity of intellectual conviction. Unity is of the heart and springs from love......It will destroy the aloofness, the separateness of our lives and bring us back the sense of community, the habit of mutual assistance and mutual beneficence......It will give justice, it will give protection and when all are thus working for the good of all, the old unity of our lives will be restored, the basis of Swaraj will have been laid in the tie which binds together the hearts of our people......Bengal is the leader of Indian regeneration, in Bengal its problems must be worked out......that the recovery of our self-dependent national life is the aim and end of our national movement.......'' (*Extract from a speech on the* Palli Samiti *resolution at Kishoreganj*, *Mymensing*, *Dated*, *April 23*, *1908*).

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীঅরবিন্দ ও আলিপুর বোমার মামলা

"………স্বাধীনতার বাণী প্রচার করা যদি পাপ হয়—তা'হলে আমিই প্রথম অপরাধী ব্যক্তি………।"—শ্রীঅরবিন্দ (*Statement in the Court in 1908*)

এইবার শ্রীঅরবিন্দের জীবনের সেই অধ্যায়ের কথা বলিব যেখানে ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে তাঁহাকে আমরা দেখিতে পাই রাজ-বিদ্রোহীরূপে। পৃথিবীর ইতিহাসে আলিপুর বোমার মামলা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এই কারণে যে এই মামলার প্রধান আসামীরূপে শ্রীঅরবিন্দকে সকলে দেখিতে পাইয়াছিল। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যে-দিন তাঁহার কণ্ঠে পূর্ণ স্বাধীনতার বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল, সেদিন তিনি একথা জানিতেন, একদিন না একদিন রাজশক্তির সহিত তাঁহার শক্তির পরীক্ষা হইবে। লিখিয়া, বক্তৃতা করিয়া যাহা হইবার তাহা হইবেই, কিন্তু দেশের সম্মুখে রাজশক্তির বিরুদ্ধে উন্নত মস্তকে, নির্ভীক হৃদয়ে দাঁড়াইতে গেলে যে মূল্য দিতে হয়, সেই মূল্য দিবার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন। বাংলার স্বদেশী আন্দোলন মূলতঃ শ্রীঅরবিন্দের ভারত জাতীয়তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ আন্দোলন। ধাপে ধাপে সেই আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি শাসকবর্গকে শঙ্কিত না করিয়া পারিল না। ভারতের আকাশ-প্রান্তে সেদিন একখণ্ড কৃষ্ণমেঘ দেখিয়া তাই রাজপ্রতিনিধি বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে নিকট ভবিষ্যতে ভারতের সমগ্র আকাশ এই কৃষ্ণ-মেঘে অবলুপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে। বাংলারই আকাশে সেদিন বিপ্লবের এই কৃষ্ণমেঘের প্রথম দেখা দিল। "বন্দে মাতরমের" জলদনির্ঘোষ শাসকের প্রাণে ত্রাসের সঞ্চার করিল। উদ্বিগ্নচিত্তে তাঁহারা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন ধীরে ধীরে সেই মেঘের পরিব্যাপ্তি আর মাঝে মাঝে মেঘরন্ধ্রে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল জলদর্চ্চিরেখা। বিদ্যুৎবিদীর্ণ সেই কৃষ্ণমেঘে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ইতিহাসের অনিবার্য্য বিধান। ভারতের এই নব-জাগ্রত চেতনার পরিসমাপ্তি ভারতবাসীর স্বাধীনতায়। যাঁহার অগ্নিময়ী উদ্দীপনা অলক্ষ্য হইতে জাতির প্রাণে এই চেতনার সঞ্চার করিল, সেই শ্রীঅরবিন্দের উপর এইবার তাঁহাদের সতর্ক দৃষ্টি পড়িল।

শাসকবর্গের দৃষ্টি যে তাঁহাকে ছায়ার মত সর্ব্বক্ষণ অনুসরণ করিতেছে তাহা শ্রীঅরবিন্দ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই সতর্কতা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে ১৯০৮ সালের মার্চ্চ মাসে তিনি অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে তাঁহার স্কটস্ লেনের বাসা বদল করিয়া অন্যত্র বাসা দেখিতে বলিলেন। শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনে তাঁহার গৃহস্থালীর পরিচালনার ভার ছিল অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের মত অনুগত ভক্তের উপর। শ্রীঅরবিন্দের তত্ত্বাবধানের যোগ্যতা তখনকার যুবকদের মধ্যে খুব কম লোকেরই ছিল। শ্রীঅরবিন্দগতপ্রাণ নিঃশব্দ কর্ম্মী স্বল্পভাষী এই মানুষটি দেশের কাজে ও শ্রীঅরবিন্দের সেবায় নিজেকে সেদিন যেরকম নিঃস্বার্থভাবে উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহা চিরদিনই ইতিহাসের নেপথ্যে রহিয়া গিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দের পরিচর্য্যা করাকেই তিনি দেশের কাজ বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহার দুই বলিষ্ঠ বাহু দ্বারা অবিনাশচন্দ্র সর্ব্বদাই যেন ইঁহাকে রক্ষা করা তাঁহার ব্রত বলিয়া মনে করিতেন।

শ্রীঅরবিন্দকে যখন স্কুখানসামার লেনের বাড়ী হইতে স্কটস্ লেনের বাড়ীতে আনা হয় তখন উদ্দেশ্য ছিল যে সে রাস্তায় বহুলোকের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের নিকট তাঁহার যেসব অন্তরঙ্গ কর্ম্মী ও সহচরগণ আসা-যাওয়া করিবেন পুলিশে যেন তাঁহাদের ঠিক বুঝিতে না পারে। কলিকাতার বিপ্লবীদের তখন দুইটি কেন্দ্র ছিল—একটি "যুগান্তর বোর্ডিং", অপরটি "মাণিকতলার বাগান"। যুগান্তরের কর্ম্মকর্ত্তা ও ছাপাখানার মালিক তখন অবিনাশ। কাজেই বিপ্লবী দলের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সম্পর্ক। শ্রীঅরবিন্দ আরও দেখিলেন অবিনাশ বারীন্দ্রের সহিত বিশেষ-ভাবে সংশ্লিষ্ট এবং অনেক সময় তাহার সঙ্গেই তাহাকে থাকিতে হইতেছে। এখন তাহাকে বারীন্দ্রের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া না রাখিলে অবিনাশ বারীন্দ্রের বৈপ্লবিক কার্য্যে বিশেষভাবে জড়াইয়া পড়িবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অবিনাশের জন্য তাঁহাকেও অকারণে জেলে যাইতে হইবে। শ্রীঅরবিন্দ যখন বাসা বদল করার প্রস্তাব করিলেন ঠিক সেই সময়ে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা তাঁহার সম্পাদিত জাতীয়দলের অন্যতম সংবাদ-পত্র "নবশক্তি" কাগজের পরিচালনায় নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিতেছিলেন এবং উপযুক্ত লোক না পাইলে তিনি কাগজ আর চালাইতে পারিবেন না আশঙ্কা করিলেন। শ্রীঅরবিন্দ যখন এই সংবাদটি জানিতে পারিলেন তখনই তিনি ইহার মধ্যে ঈশ্বরের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত উপলব্ধি করিতে পারিলেন। তিনি তখন মনোরঞ্জন বাবুকে বলিলেন—'আপনার "নবশক্তি"র ভার অবিনাশকে দিন এবং আমি তাহাকে "যুগান্তর" হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া আপনার নবশক্তি পরিচালনার দায়িত্ব দিব এবং আমরা উভয়েই "নবশক্তি" আফিসে বসবাস করিব'। মনোরঞ্জন বাবু এই প্রস্তাবে খুব আনন্দিত হইলেন। অবিনাশচন্দ্র "যুগান্তর" পরিচালনার ভার তারা-নাথ রায়ের উপর দিয়া শ্রীঅরবিন্দকে লইয়া ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে ৪৮ নং গ্রে ষ্ট্রীটে অবস্থিত 'নবশক্তি' কার্য্যালয়ে উঠিয়া আসিলেন। শ্রীঅরবিন্দের স্ত্রী ও ভগ্নীর বাসস্থান এইখানেই হইল। আলিপুর মামলায় এই 'বাসা বদলের' ঘটনাটির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। ঘটনাটি আপাত-দৃষ্টিতে সামান্য, কিন্তু ঐতিহাসিকমাত্রেই ইহার অসামান্য নেপথ্য ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করিবেন। এই ঘটনাটিই সমগ্র মামলার গতিকে বিচারের সময় অন্য পথে চালিত করিয়াছিল, যাহার ফলে অত্যাচারী শাসকের আইনেও আলিপুর বোমার মামলার প্রধান আসামী শ্রীঅরবিন্দকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলান সম্ভব হয় নাই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শ্রীঅরবিন্দের অগোচরে বারীন্দ্রের নেতৃত্বে বাংলার বিপ্লবযজ্ঞে তখন পূর্ণাহুতি প্রদানের আয়োজন চলিতেছিল। বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবীদের আড্ডায় মহা উৎসাহে প্রস্তুতি চলিল। অস্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত এবং সংরক্ষিত হইয়াছে, বোমা যথেষ্ট তৈয়ারী হইয়াছে, রিভলভার চালনার শিক্ষা শেষ হইয়াছে এবং কাহাকে কাহাকে মারিতে হইবে তাহার তালিকা পর্য্যন্ত চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। বিপ্লবের মশালের আলোয় পথ করিয়া লইয়া অগ্নিশিশুর দল বাহির হইবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিল। পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা আর গুপ্ত সর্পের গূঢ় ফণা—ইহারই ভিতর দিয়া তাহাদের যাত্রা সুরু হইল। প্রচণ্ডভাবে আত্মপ্রকাশের জন্য তাহারা অধীর চিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অবশেষে একদিন বিপ্লবীদের অগ্নিদৃষ্টি নিপতিত হইল অত্যাচারী 'কসাই কাজী কিংসফোর্ডের' উপর।

কিংসফোর্ড তখন মজঃফরপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। ইহাকেই মারিবার আয়োজন হইল। বারীন্দ্র, উপেন্দ্র, হেমচন্দ্র, উল্লাসকর প্রভৃতি বিপ্লবীরা এই আয়োজনকে সার্থক করিবার চূড়ান্ত আয়োজন করিলেন। কিংস-ফোর্ডকে মারিবার ভার প্রথমে অর্পিত হয় বিপ্লবী দলের প্রধান কর্ম্মী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর উপর। ধনীর সন্তান নরেন্দ্র শেষে পিছাইয়া যায়। তখন সেই দায়িত্ব অর্পণ করা হইল অষ্টাদশবর্ষীয় কিশোর ক্ষুদিরাম বসু আর বিংশবর্ষীয় যুবক প্রফুল্ল চাকীর উপর। এই দুইজন কিশোর বিপ্লবী তাহাদের উপদেশমত প্রত্যেকে একটি করিয়া রিভলভার ও একটি করিয়া বোমা লইয়া মজঃফরপুর যাত্রা করিল। কথা ছিল যে, বোমার দ্বারা কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবে আর রিভলভার দ্বারা আত্মরক্ষা করিবে, আর আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইলে আত্মহত্যা করিবে। অর্থাৎ কেহ জীবিত অবস্থায় পুলিসের হাতে ধরা দিবে না। শুভদিনে শুভক্ষণে শহীদযুগল যাত্রা করিল।

১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল। স্থান—মজঃফরপুর, সময়—সন্ধ্যার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

একটু পরে। বৈশাখের নির্মেঘ আকাশ। বিহারের মাটিতে অমাবস্থার অন্ধকারে সহসা ভূকম্পন হইল। সেই ভূকম্পনের আলোড়ন নৈশ বায়ু-তরঙ্গে মিশিয়া সারা ভারতকে সহসা সচকিত করিয়া তুলিল। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ প্রমাদ গণিল। বিপ্লবের রুদ্রমূর্ত্তি তাহার অন্তরে আতঙ্কের ছায়া নিক্ষেপ করিল। নাগশিশুর উদ্যত ক্রুদ্ধ ফণা রাজশক্তিকে দংশন করিল। মজঃফরপুরে দুইটি বাঙ্গালীর ছেলে কিংসফোর্ডের গাড়ীতে বোমা ফেলিতে গিয়া ভুলক্রমে দুইটি ইংরেজ মহিলার গাড়ীতে বোমা ফেলিয়াছে। বিদ্যুৎগতিতে এই সংবাদ ৩০শে এপ্রিল রাত্রে সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িল। ভারতসমুদ্র অতিক্রম করিয়া এই দুঃসংবাদ ইংলণ্ডে গিয়াও পৌঁছাইল। ইতিহাসের গর্ভে আলিপুর বোমার মামলা তখনি ভ্রূণাকারে জন্ম লইল।

মজঃফরপুরের এই বোমানিক্ষেপের কাহিনী—ক্ষুদিরামের ফাঁসি এবং প্রফুল্লের আত্মবলিদান—বিপ্লবের ইতিহাসে এক উজ্জ্বলতম অধ্যায়। এই অতিপরিচিত কাহিনীর সম্পূর্ণ বিবরণের পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন—বাংলার ঘরে ঘরে প্রচলিত এই শহীদযুগলের অমর কাহিনী বাংলার প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে আজও অনুপ্রাণিত করিয়া তোলে। চিরদিন তাহা করিবে।

বিপ্লবের এই প্রচণ্ড আত্মপ্রকাশ রাজশক্তিকে সতর্ক করিয়া দিল। পরের দিনই কলিকাতার সমস্ত বিপ্লবী কেন্দ্রের উপর সারাদিন ধরিয়া পুলিসের সতর্ক দৃষ্টি রহিল। মজঃফরপুরের ঘটনার সংবাদ বহন করিয়া "বন্দে মাতরম্" কার্য্যালয়ে যখন টেলিগ্রাম আসিল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী উহা লইয়া শ্রীঅরবিন্দকে গিয়া দেখাইলেন। শ্রীঅরবিন্দ তৎক্ষণাৎ অবিনাশচন্দ্রকে বারীন্দ্রের নিকট পাঠাইয়া তাহাকে সাবধান হইতে বলিলেন এবং অন্যান্য বিপ্লবী কর্ম্মীদের নিরাপদ্ স্থানে সরাইয়া ফেলিতে নির্দ্দেশ করিলেন। শ্রীঅরবিন্দের কথামত বারীন্দ্র মজঃফরপুরের সংবাদ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পাইবামাত্র সমস্ত বিপ্লবীকে সতর্ক করিয়া দিলেন। অনেক বিপ্লবী সেইদিন রাত্রের মধ্যে গা ঢাকা দিল বা নিজ নিজ দেশের দিকে রওনা হইয়া গেল। কয়েক বাক্স বোমা লইয়া উল্লাসকর হ্যারিসন রোডের একটি মেসে আসিয়া উঠিলেন। হেমচন্দ্র দাস, কানাই দত্তকে সঙ্গে লইয়া মাণিকতলার বাগান হইতে নিজের বাসায় (১৫ নং গোপীমোহন দত্ত লেন) আশ্রয় লইলেন। মাণিকতলা বাগানের যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র ও বোমা-নির্ম্মাণের যন্ত্রপাতি মাটির ভিতরে ভাল করিয়া পুঁতিয়া ফেলা হইল। আশঙ্কা ও উত্তেজনায় বাকী বিপ্লবীরা সারা রাত্রি জাগিয়া রহিল। পুলিস আসিলে আত্মসমর্পণ করিবে, না পুলিসের সহিত যুদ্ধ করিবে, এইসব আলোচনাই চলিতে লাগিল।

১লা মে রাত্রি ১২টার পর হইতে পুলিস ক্ষিপ্রগতিতে সমস্ত সন্দেহ-জনক স্থান ও বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল। মাণিকতলার বাগানটি (৩২নং মুরারীপুকুর রোড, যেখানে বোমা তৈয়ারি হইত) খুব ভাল করিয়া ঘিরিয়া ফেলিল। রাত্রির অন্ধকারে আরও কয়েকজন বিপ্লবীকে নিরাপদে স্থানান্তরিত করিয়া দেওয়া হইল। বারীন্দ্র বলিলেন—'পুলিস যদি আমাদের ধরিতে পারে তাহা হইলে আমি, উল্লাস, উপেন সকল দায়িত্ব লইব এবং বলিব অন্য সকলে নির্দ্দোষ। ইহারা ষড়যন্ত্রের কোন কথা জানে না।' কিন্তু যুক্তিতর্ক আর অধিক দূর অগ্রসর হইল না। পুলিসের দল ধীরে ধীরে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং রাত্রি চারিটার সময় উপস্থিত সকলকেই ধরিয়া ফেলিল। সর্ব্বশুদ্ধ এখানে প্রায় ৩০ জন ধরা পড়িলেন। মাটির তলায় রক্ষিত অস্ত্রশস্ত্রও আবিষ্কৃত হইল। হেমচন্দ্রকে তাঁহার বাসা হইতে এবং উল্লাসকরকে এবং অন্যান্য কয়জনকে হ্যারিসন রোড হইতে গ্রেপ্তার করা হইল। চারি বাক্স বোমাও পুলিস হ্যারিসন রোড হইতে উদ্ধার করিল।

ঠিক ঐ সময়ে ৪৮ নং গ্রে ষ্ট্রীটে "নবশক্তি" আফিসে পুলিস সুপারিন-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

টেণ্ডেণ্ট ক্রেগান সাহেব, ইনস্‌পেক্টর বিনোদ গুপ্তকে লইয়া শ্রীঅরবিন্দ, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য এবং অবিনাশচন্দ্রের সহকারী শৈলেন্দ্রনাথ বসুকে গ্রেপ্তার করিল। সঙ্গে সঙ্গে নবশক্তি আফিস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতে গিয়া পুলিস শ্রীঅরবিন্দের সহধর্ম্মিণী এবং ভগ্নীর সম্মুখে রিভলভার ধরিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। ২রা মে ভোর ৫টা বাজিতেই এই সংবাদ সমস্ত কলিকাতা সহরে ছড়াইয়া পড়িল। ঐ সময় সকল সংবাদপত্রের আফিস, ৪ নং হ্যারিসন রোডের "যুগান্তর পুস্তকালয়", কলিকাতার "ছাত্র ভাণ্ডার" প্রভৃতি সমস্ত স্বদেশী প্রতিষ্ঠান পুলিস তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া অনেক কাগজপত্র লইয়া গেল। "যুগান্তর পুস্তকালয়" প্রভৃতিতে পুলিস তালা-চাবি লাগাইয়া গেল।

শ্রীঅরবিন্দের গ্রেপ্তারের সংবাদে সারা কলিকাতার লোকে গ্রে ষ্ট্রীট ভরিয়া গেল। শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতির হাতে হাতকড়া, কোমরে দড়ি দিয়া পুলিস বাঁধিয়া ফেলিল। দেশনেতা ভূপেন্দ্রনাথ বসু, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি ছুটিয়া আসিলেন। শ্রীঅরবিন্দকে ধরিবার পর পুলিস কমিশনারও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেশনেতাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেও শ্রীঅরবিন্দের হাতের হাতকড়া খোলা হইল না। পুলিসের এই আচরণে মডারেটদের মনেও বিক্ষোভের সঞ্চার করিল এবং সকলেই বিপ্লবীদের কার্য্য সমর্থন করিতে বাধ্য হইলেন।

ইহার ঠিক পরের দিন দেবব্রত বসুকে তাঁহার গ্রে ষ্ট্রীটের বাড়ী হইতে ধরা হইল। নরেন্দ্র গোস্বামী শ্রীরামপুরে ধৃত হইল। তাহাকে হাতকড়া না দিয়া আনার জন্য সকল আসামীর মনে সন্দেহের উদ্রেক করিল। এইভাবে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৭ জন আসামী ধরা পড়িল।

যথাসময়ে লালবাজার হাজত হইতে পুলিস কমিশনার হ্যালিডে সাহেবের এজলাসে সকল আসামীকে হাজির করা হইল। ইহাদের বিরুদ্ধে চার্জ্জ গঠন করিয়া পুলিস কমিশনার ইহাদের আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পাঠাইলেন। তারপর আলিপুর ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্লির কোর্টে ইহাদের বিচারের জন্য আনয়ন করা হইল। বারীন ঘোষের জন্ম ইংলণ্ডে হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার বিচার হাইকোর্টে হইবে স্থির হইল। বারীন্দ্র সে সুযোগ গ্রহণ করিলেন না। হ্যারিসন রোড বোমার মামলার প্রধান আসামী উল্লাসকরের মামলা হাইকোর্টে ও আলিপুর ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে একসঙ্গেই চলিতে লাগিল। প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১, ১২১ এ, ১২২, ১২০ এবং ১৯ এফ ধারা প্রয়োগ করা হইল। এইভাবে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ আলিপুর বোমার মামলার সূত্রপাত হইল।

আদালতে সকল আসামীকে জবানবন্দী দিতে বাধ্য করা হইলে শ্রীঅরবিন্দ বলিলেন :

"স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ করা যদি অপরাধ হয়, তাহা হইলে আমি প্রধান অপরাধী। স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ যদি আইনবিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমি দোষী—একথা স্বীকার করি। আমি যাহা করিয়াছি তাহা অস্বীকার করিব কেন? ইহারই জন্য আমি জীবনধারণ করিয়াছি। স্বাধীনতা আমার জাগরণের চিন্তা, আমার নিদ্রার স্বপ্ন। ইহাই যদি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়, তাহা হইলে আর সাক্ষীসাবুদের প্রয়োজন কি? আমি এখানে উপস্থিত এবং এ অভিযোগ আমি স্বীকার করছি। পাশ্চাত্যের তত্ত্বগুলি আমি গ্রহণ করিয়াছি এবং তাহাদের সহিত বেদান্তের অমর শিক্ষার সমন্বয় করিয়াছি। এই আদর্শই আমি আমার প্রত্যেকটি রচনায় প্রকাশ করিয়াছি। আমি মনে করি, আমাদের কাজ হইতেছে দেশবাসীকে বলা, তাহাদিগকে উপলব্ধি করানো যে পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে ভারতের বিশিষ্ট দান আছে, ভারতের একটি মিশন আছে, সমগ্র মানবজাতির জন্য তাহা করিতে হইবে। ইহাই যদি আমার অপরাধ হয়, তাহা হইলে আপনাদের আইনে যে শাস্তি আছে তাহা আমাকে প্রদান করুন। আপনারা আমায় কারারুদ্ধ করিতে পারেন, শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু আমার এই অপরাধ আমি কিছুতেই অস্বীকার করিব না। আমি অকুণ্ঠভাবেই বলিতে চাই স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা আইনের কোন ধারাতেই অপরাধ নয়।"

এমন নির্ভীক ও স্পষ্ট জবানবন্দী ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মামলার ইতিহাসে অদ্যাপি বিরল। সংগ্রামের নানা পর্ব্বে অনেক রাষ্ট্রনেতাই আসামীর ভূমিকায় দাঁড়াইয়াছেন, কিন্তু এমন দীপ্ত ও দৃপ্ত জবানবন্দী আর কোন রাষ্ট্রনেতার মুখ হইতে আমরা শুনিতে পাই নাই। এই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অপূর্ব্ব জবানবন্দীতে শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনের যে রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে রূপ ইতিহাসে আজও অম্লান ও উজ্জ্বল।

শ্রীঅরবিন্দের অনুজ বারীন্দ্র তাঁহার জবানবন্দীতে বলিলেন :

"আমি আমার বন্ধু অবিনাশ ভট্টাচার্য্য ও ভূপেন দত্তকে লইয়া "যুগান্তর" পত্রিকা বাহির করিয়াছিলাম। ইঁহারা আমার বিপ্লবপ্রচেষ্টার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। আমিই উল্লাসকর ও উপেন্দ্রকে লইয়া বিপ্লবকার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী আসামীদের মধ্যে নরেন্দ্র গোঁসাইও আমাদের সঙ্গে ছিল। দেশের লোককে সাহসের সহিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে শিক্ষা আমরা দিয়াছি।......কেন এই-সকল কথা আমি স্বীকার করিতেছি ? আমাদের দলের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। কেহ কেহ মনে করিয়াছিল যে তাহারা সকল কথাই অস্বীকার করিবেন। কিন্তু আমি ইঁহাদের মত ফিরাইয়াছি।......সকলকে লিখিত জবানবন্দী দিতে বলিয়াছি। আমার ধারণা এই যে, আয়োজন যখন প্রকাশ হইয়াছে, তখন আর ইহার দ্বারা জাতীয় স্বাধীনতার সম্পর্কে আর ফললাভের আশা নাই। আমাদের মধ্যে যাহারা নির্দ্দোষ তাহাদিগকে রক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য; আর সেজন্য প্রকৃত আসামীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দেওয়া আবশ্যক।"

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার জবানবন্দীতে বলিলেন :

"ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদসাধন করিবার জন্য আমিই বিপ্লবী দলে নেতৃত্ব করিতাম। যতক্ষণ কলিকাতায় থাকি আমি ছেলেদের অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া থাকি। আমিই তাহাদিগকে আমাদের দেশের অবস্থা ও স্বাধীনতালাভের আবশ্যকতা শিক্ষা দিতে চেষ্টা করি।......শিক্ষা দিই যে আমাদিগকে যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইবে। দেশময় গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদের মত প্রচার করিতে হইবে, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতে হইবে এবং ঠিক সময় উপস্থিত হইলে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।......আমি এসব কথা এজন্য স্বীকার করিলাম যে নির্দ্দোষ লোক যেন শাস্তি না পায়।......আরও বলিলাম এইজন্য যে যাহারা এই কাজ চালাইবে তাহারা যেন অধিকতর সতর্কতার সহিত কাজ করিতে পারে।"

উল্লাসকর দত্ত তাঁহার জবানবন্দীতে বলিলেন :

"ইংরাজ রাজত্বের উচ্ছেদসাধন আমার জীবনের ব্রত। এই মহাকার্য্য সম্পাদনের জন্য আমি নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া বোমা তৈয়ারি করিয়াছি।......বারীনদা, আমি, উপেনদা, ইন্দু, প্রফুল্ল, বিভূতি ইহারাই প্রকৃত কার্য্যকারক। আমার এই সব স্বীকারোক্তি করিবার উদ্দেশ্য এই যে নির্দ্দোষ ব্যক্তি যেন দণ্ডিত না হয়।"

এইভাবে বিপ্লবের নায়কেরা আদালতে দাঁড়াইয়া নির্ভীক জবানবন্দী দিলেন। বিচারক ইহাদের চরিত্রের দৃঢ়তা এবং নির্ভীকতা দেখিয়া

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সেদিন বিস্মিত হইয়াছিলেন। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া এই যে মানসিক শক্তি—ইহা তাঁহারা পাইয়াছিলেন শ্রীঅরবিন্দের প্রেরণা হইতে। বাংলার বিপ্লবীদের সেদিন এইরকম বহ্নিবীর্য্যেই উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। শঠতা ভীরুতা এবং ভণ্ডামীর কলঙ্ক তাই এইসব বিপ্লবীদের চরিত্র এবং চিন্তাকে বিন্দুমাত্র কলুষিত করিতে পারে নাই।

ঠিক এই সময়েই রাজশক্তির শ্যেনদৃষ্টি গিয়া পড়িল তিলকের উপর। মজঃফরপুরের ঘটনা এবং বাংলার শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার-সংবাদের ভিতর বিপ্লবের রুদ্রমূর্ত্তির আবির্ভাবকে প্রত্যক্ষ করিয়া মহারাষ্ট্র-কেশরী তিলক তাহাকে অভিনন্দন জানাইতে দ্বিধাবোধ করিলেন না। তিনি তাঁহার সম্পাদিত মারাঠীভাষায় প্রকাশিত "কেশরী" পত্রিকায় এই সম্পর্কে দুইটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিলেন। ১৯০৮ সালের ১২ই মে তারিখের সংখ্যায় লিখিলেন "The Country's Misfortune" (দেশের দুর্ভাগ্য) আর ৯ই জুন তারিখে লিখিলেন "The Remedies are not lasting" (এইসকল প্রতিকার স্থায়ী নহে)। দুইটি প্রবন্ধেই তিনি বৈদেশিক স্বৈরতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির তীব্র নিন্দা করেন এবং নিরঙ্কুশ দমননীতির দ্বারা ভারতবাসীর রাষ্ট্রিক অধিকারলাভের এই জাগ্রত চেতনাকে আর চাপিয়া রাখা যাইবে না—সে বিষয়েও তিনি গভর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিয়া দেন। ইহার ফলে রাজদ্রোহের অপরাধে মহারাষ্ট্রতিলক অভিযুক্ত হইলেন এবং বিচারে তাঁহার ছয় বৎসর নির্ব্বাসনদণ্ডের আদেশ হইল।

১৯০৮ সালের ১১ই আগষ্ট মজঃফরপুর জেলে ক্ষুদিরামের ফাঁসী হইল। আলিপুর জেলে বসিয়া বোমার মামলার আসামীগণ এই সংবাদ পাইলেন। শ্রীঅরবিন্দ জেলে, বিপিনচন্দ্র বিলাতে, ব্রহ্মবান্ধব মৃত—এমন অবস্থায় বাংলার চরমপন্থী দলের নেতৃত্ব আসিয়া পড়িল শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর উপর। এই সময় "বন্দে মাতরম্" পত্রিকার সম্পাদনা, আলিপুর বোমার মামলার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৺মৃণালিনী ঘোষ—(শ্রীঅরবিন্দের সহধর্ম্মিণী)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তদ্বির করার কতকটা ভার পড়িল তাঁহার উপর। তখন বিপ্লবীদের সংস্পর্শ সকলেই এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিত। মজঃফরপুরের ঘটনা এবং শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতির গ্রেপ্তারের পর বিপ্লবী দলের সংশ্লিষ্ট যাঁহারাই বাহিরে ছিলেন, সাধারণে তাঁহাদের সংশ্রব এড়াইয়া চলিত। পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি সর্ব্বদাই তাঁহাদের গতিবিধি অনুসরণ করিত। কাছে ডাকিলে কেহ আসিয়া তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে ভয় পাইত। এমন অবস্থায় শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁহার সঙ্গে ধৃত অন্যান্য ছেলেদের জন্য শ্রীঅরবিন্দের মেসো-মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র ও শ্যামসুন্দর এমন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন যে ইহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য তাঁহারা বিশিষ্ট আইনব্যবসায়ীদিগের নিকট যাইয়া বারংবার তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিলেন—ইহাদের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য। "শ্রীঅরবিন্দ ডিফেন্স ফণ্ড" খোলা হইল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের অনেক চেষ্টার পর ঐ ফণ্ডে চল্লিশ হাজার টাকা সংগ্রহ হইল। বাংলার তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীকে প্রত্যহ এক হাজার টাকা দিয়া শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ সমর্থনের জন্য নিযুক্ত করা হইল। উদীয়মান ও খ্যাতনামা অনেক উকীল-ব্যারিষ্টার বিনা পারিশ্রমিকে অন্যান্য আসামীদের পক্ষ সমর্থন করিলেন। এত বড় মামলা, এতগুলি আসামী—কত দিন চলিবে? আলিপুর ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট হইতে সেসন্স কোর্ট, সেসন কোর্ট হইতে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত এই মামলার আনুষঙ্গিক খরচও কম নহে। সেদিন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী বাহিরে না থাকিলে এই মামলায় কত অসুবিধা হইত তাহা ভগবান্‌ই জানেন।

আলিপুর ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে মামলা চলিতে লাগিল। একুশ দিনেই শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর পিছনে একুশ হাজার টাকা খরচ হইয়া গেল। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীকে আর টাকা দিবার সামর্থ্য থাকিল না বলিয়া তিনি মামলাটি ছাড়িয়া দিলেন। মামলার অনেক বাকী। শ্রীঅরবিন্দ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অবশ্য নিজের জন্য গোড়া হইতেই কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন ছিলেন না, তাই তাঁহার পক্ষ সমর্থনের জন্য কোন উকীল-ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিতে নিষেধই করিয়াছিলেন। বরং অন্যান্য আসামীদের জন্য তাঁহার যথেষ্ট চিন্তা ছিল বলিয়া ইহাদের পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থার জন্য তিনি বাহিরের বন্ধুদিগকে অনুরোধ করেন। ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় মামলাটি ছাড়িয়া দিলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় বিনা পারিশ্রমিকে শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল বলিয়া পুস্তকাদি কিনিবার জন্য তাঁহাকে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হয়। চিত্তরঞ্জনের এই ত্যাগে অনুপ্রাণিত হইয়া বাংলার উদীয়মান যেসব তরুণ উকীল-ব্যারিষ্টার এই মামলায় অন্যান্য আসামীদের পক্ষসমর্থনকার্য্যে অগ্রসর হইলেন তাঁহাদের মধ্যে রজত রায়, বি. সি. চ্যাটার্জ্জি, নরেন্দ্রকুমার বসু, বিজয়কৃষ্ণ বসু, শরৎচন্দ্র সেন (দেশবন্ধুর ভগ্নীপতি) প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পি. মিত্র মহাশয় এবং ঢাকার খ্যাতনামা উকীল আনন্দমোহন রায়ও বিনা পারিশ্রমিকে এই মামলা বহুদিন চালাইয়াছিলেন।

তিন মাসের পর মামলা আলিপুরের দায়রা আদালতে স্থানান্তরিত হইল। মামলার জটিলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইল—এই একটি মামলা সেদিন সমগ্র প্রদেশের জনসাধারণের চিত্তে যেরূপ বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল, এমনটি আর কোন মামলায় দেখা যায় নাই। সরকারপক্ষ বিরাট জাঁকজমকের সহিত মামলাটি চালাইতে লাগিলেন। বিচারক সিভিলিয়ন বীচক্রফ্‌ট (সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় শ্রীঅরবিন্দের নীচেই ইঁহার স্থান ছিল)। সরকারপক্ষে ব্যারিষ্টার দাঁড়াইল নর্টন, বার্টন ও উইথহল এবং তাঁহাদের সহকারী হইলেন সরকারী উকীল শ্রীযুক্ত আশুতোষ বিশ্বাস। আর সরকারপক্ষ হইতে মামলার তদ্বির করিতে লাগিলেন পুলিশের সি. আই. ডি. ইনস্‌পেক্টর মৌলবী সামসুল আলাম। দিনের পর দিন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিচারের সময় আলিপুর জেল ও আদালতপ্রাঙ্গণ "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। জেল হইতে বন্দীগাড়ী তখন রাজপথ দিয়া আদালতে আসিত তখন গাড়ীর ভিতর হইতে সেইসব রাজবিদ্রোহীদের নির্ভীক কণ্ঠনিঃসৃত "বন্দে মাতরম্" শুনিবার জন্য পথের দুই ধারে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়া থাকিত। শ্রীঅরবিন্দের 'বন্দে মাতরমের' সাধনা এত দিনে সার্থক হইল।

মজঃফরপুরের ঘটনা হইতেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ আলিপুর বোমার মামলার উদ্ভব এবং সুদীর্ঘ এক বৎসর চার দিন বিচারের পর এই মামলার উপর প্রথম যবনিকাপাত হয়। কিন্তু যে এক বৎসর এই মামলা চলিয়াছিল তাহারই মধ্যে একাধিক অভাবনীয় ঘটনার ভিতর দিয়া জেলের ভিতরে ও বাহিরে বাংলার বিপ্লব রুদ্র মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া রাজশক্তিকে বিস্মিত ও বিমূঢ় করিয়া দিল। প্রথম ঘটনাটি সবচেয়ে বেশী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। সেটি নরেন গোঁসাইয়ের হত্যা। আলিপুর মামলার সুরু হইতেই বিশ্বাসঘাতক নরেন্দ্র নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য রাজসাক্ষীর ভূমিকায় দেখা দিল। বন্দী বিপ্লবীরা প্রমাদ গণিলেন এবং অবিলম্বেই এই বিশ্বাসঘাতককে ইহলোক হইতে সরাইয়া ফেলিবার সিদ্ধান্ত করেন। তখন নরেন্দ্র তাহার জবানবন্দী শেষ করে নাই। এই সময় আদালত কয়েকদিনের জন্য বন্ধ হয়। বিপ্লবীরা দেখিলেন এই সুযোগ। রাজসাক্ষী বলিয়া নরেন্দ্রকে অন্যান্য আসামী হইতে পৃথক্ করিয়া ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে সতর্ক পাহারার মধ্যে রাখা হইত। তাহার পর ৩১শে আগষ্ট দেশবাসী জানিতে পারিল যে এই দিন সকালে আলিপুর জেলের মধ্যেই কানাই ও সত্যেন এই বিশ্বাসঘাতককে রিভলভার দিয়া বধ করিয়াছে। জেলের মধ্যে থাকিয়া আলিপুর বোমার মামলার আসামীরা কিভাবে এই অসম্ভব কার্য্য সম্ভব করিল সে কাহিনী আজ সুবিদিত। পরবর্ত্তী কালে যাহাতে আর কেহ রাজসাক্ষীর ভূমিকায়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দাঁড়াইয়া এইরূপ দুষ্কার্য্য না করিতে পারে, তাহার জন্যই বিপ্লবীরা সেদিন নরেন্দ্র গোস্বামী সম্পর্কে এই শাস্তি বিধান করিয়াছিল। নরেন্দ্রের এই হত্যার ভিতর দিয়া কানাইলালের যে অসীম নির্ভীকতা প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাকে সেদিন ভাষা দিয়াছিলেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী "বন্দে মাতরম্"-এর এক অগ্নিগর্ভ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। শ্যামসুন্দর লিখিলেন ঃ

"Kanai has killed Narendra. No more shall the wretch of an Indian who kisses the hands of his country's enemies reckon himself safe from the avenging hand. The first of the Avenger's history shall write of Kanai and from the moment he fired the fatal shot the spaces of his country's heaven have been tinging with the echo of the voice "Beware of the traitor's fate." ("Bande Mataram", *12 Sept., 1908*)

দ্বিতীয় ঘটনা—বাংলার ছোটলাট এণ্ড্রু ফ্রেজারকে হত্যার চেষ্টা। ১৯০৮ সালের ৭ই নভেম্বর কলিকাতায় ওভারটুন হলে এক জনসভায় আড়বালিয়া নিবাসী বিপ্লবী যুবক জিতেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ফ্রেজারকে মারিবার চেষ্টা করে। দুর্ভাগ্যক্রমে রিভলভারটি খারাপ ছিল—গুলি বাহির হইল না—ফ্রেজার বাঁচিয়া গেল।

তৃতীয় ঘটনা—নন্দলালের হত্যা। পুলিসের সাব্ ইনস্পেক্টর নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মজঃফরপুর হত্যাকাণ্ডের অন্যতম শহীদ প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তার করিতে গিয়াছিল এবং ইহার জন্য রাজসরকারের সে যথেষ্ট কৃপালাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার চরম দণ্ড অপেক্ষা করিতেছিল বিপ্লবীদের হস্তে। ১৯০৮ সালের ৯ই নভেম্বর রাত্রির অন্ধকারে কলিকাতার রাজপথে বিপ্লবীদের পিস্তলের গুলিতে নন্দলালের জীবনাবসান হয়।

নরেন্দ্রকে হত্যার অপরাধে ১০ই নভেম্বর কানাইয়ের ফাঁসী হইল এবং ২১শে নভেম্বর সত্যেনের ফাঁসী হইল।

চতুর্থ ঘটনা—জননায়কদের নির্ব্বাসন। জেলের ভিতরে এবং বাহিরে বিপ্লবীদের কার্য্যকলাপ গভর্ণমেণ্টকে সন্ত্রাসিত করিয়া তুলিল। তাঁহারা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এইবার দমননীতির নূতন অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। বাংলার বৈপ্লবিক কার্য্যকে প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে যেসব নেতৃবৃন্দ সমর্থন করিতেন, বিপ্লবীদের যাঁহারা অনুপ্রাণিত করিতেন, বিশেষ করিয়া যাঁহারা আলিপুর বোমার মামলার তদ্বির তদারক করিতেন—কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি এইবার তাঁহাদের উপর নিপতিত হইল। ইহাদিগকে সরাইতে পারিলেই বাংলার বিপ্লবকে দমন করা সম্ভব হইবে এই ভাবিয়া তাঁহারা ১৮১৮ সালের রেগুলেশন আইনের আশ্রয় লইলেন এবং ইহার বলে ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলার নয়জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আটক করিয়া বাংলাদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। বিনা বিচারে রেগুলেশন আইনের প্রথম সেই নয়জন শহীদের মধ্যে ছিলেন "বন্দে মাতরম্" পত্রিকার তৎকালীন প্রধান সম্পাদক শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, সঞ্জীবনী-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র, দেশপূজ্য অশ্বিনীকুমার দত্ত, 'নবশক্তি' পত্রিকার সত্ত্বাধিকারী মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, অনুশীলন সমিতির পুলিনবিহারী দাস, শচীন্দ্রনাথ বসু (ইনি কৃষ্ণকুমার মিত্রের সহকারী ছিলেন), রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক (ন্যাশানাল কলেজ ও 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার প্রধান পৃষ্ঠপোষক), সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বরিশাল কলেজের তদানীন্তন জনপ্রিয় অধ্যাপক), ভূপেশচন্দ্র নাগ (পুলিন দাসের সহকারী)।

পঞ্চম ঘটনা—সরকারী উকীল আশুতোষ বিশ্বাসের হত্যা। ১৯০৯ সালের ১০ই ফেব্রুরারি, আলিপুর দায়রা আদালতপ্রাঙ্গণেই চারুচন্দ্র বসু নামক এক অবশাঙ্গ বালকের রিভলভারের গুলিতে তাঁহার জীবনান্ত হয়।

ইতিমধ্যে বিচারক বীচক্রফ্টের আদালতে আলিপুর বোমার মামলা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। সরকারপক্ষের দুর্দ্ধর্ষ ব্যারিষ্টার নর্টন, আসামীপক্ষের প্রধান কৌঁসুলি চিত্তরঞ্জন দাসের যুক্তিতর্কের বাণে প্রায় ধরাশায়ী হইবার উপক্রম। এইভাবে ১৯০৯ সালের ৪ঠা মার্চ্চ পর্য্যন্ত মামলার শুনানী চলিল। দিনের পর দিন অন্যান্য আসামীদের সহিত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শ্রীঅরবিন্দ আদালতে উপস্থিত হইয়া মামলার গতিবিধি নিশ্চিন্ত মনে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। এত বড় মামলার প্রধান আসামী তিনি কিন্তু কোন চাঞ্চল্য নাই, মুখে কোন উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নাই—শান্ত ধীর স্থির—এই মানুষটিকে দেখিয়া বীচক্রফ্‌ট কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না যে শ্রীঅরবিন্দ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে এমন যুদ্ধের আয়োজন করিতে পারেন। তাই তিনি যখনই দেখিয়াছেন গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে শ্রীঅরবিন্দকে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করিবার পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তখনই তিনি একটি না একটি প্রতিবাদ তুলিয়া আসামীর পক্ষ সমর্থনকারী চিত্তরঞ্জন দাসকে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার বুঝাইয়া দিবার সুযোগ দিয়াছেন। চিত্তরঞ্জনের অপূর্ব্ব আইনপ্রতিভা প্রতিপক্ষের কল্পিত প্রমাণপ্রসূত প্রত্যেকটি যুক্তিকে খণ্ডন করিয়া ইহাই প্রমাণ করিল যে শ্রীঅরবিন্দের স্বাধীনতাস্পৃহা জন্মগত হইলেও এবং তাঁহার লেখনী ও বক্তৃতায় অভিব্যক্ত হইলেও, তিনি সক্রিয় বিপ্লবে বিশ্বাসী এই অভিযোগ কিছুতেই দাঁড়াইতে পারে না। এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে অবিনাশচন্দ্রের 'যুগান্তর' পত্রিকার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ এবং স্কটস্ লেন হইতে গ্রে ষ্ট্রীটের 'নবশক্তি' আফিসে বাসা বদলের যে ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সূত্র ধরিয়া সূক্ষ্ম যুক্তির ভিতর দিয়া চিত্তরঞ্জন এমনভাবে সওয়াল করিলেন যে সরকারপক্ষ ষড়যন্ত্রের সহিত শ্রীঅরবিন্দের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক কিছুতেই প্রমাণ করিতে পারিলেন না। শ্রীঅরবিন্দকে বাঁচাইবার জন্য চিত্তরঞ্জনের সওয়ালের মধ্যে ইহাই অব্যর্থ যুক্তি এবং সেই যুক্তির আলোকেই বীচক্রফ্‌টের বিচারে শ্রীঅরবিন্দ নিরপরাধ সাব্যস্ত হইলেন।

আসামীপক্ষের সওয়াল শেষ করিবার সময় উপসংহারে চিত্তরঞ্জন মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় এবং আবেগভরা কণ্ঠে বলিলেন :

"......Long after this controversy is hushed into silence, long after this turmoil, this agitation will have ceased, long after he is

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

dead and gone. But he is the Poet of Patriotism, Prophet of Nationalism and Lover of Humanity. Long after he is dead and gone his words will be echoed and reechoed not only in India, but over the distant seas and distant lands......."

১৯০৯ সাল, ৬ই মে। আলিপুর মামলার রায় আজ প্রকাশিত হইবে। দীর্ঘ নির্জ্জন কুঠুরিতে প্রতীক্ষা এবং উৎকণ্ঠার আজ অবসান হইল। আদালতগৃহ, বাহিরের প্রাঙ্গণ, রাজপথ লোকে লোকারণ্য। কাহারও মুখে শব্দ নাই। সকলেই নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে নীরবে অপেক্ষা করিতেছে, কখন বীচক্রফ্‌ট রায় দিবেন। যথাসময়ে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বীচক্রফ্‌ট বলিলেন—"সুদীর্ঘ রায় এখানে পাঠ করিবার সময় নাই—তাই আমি এখন অভিযুক্ত আসামীদের মধ্যে কাহারা দোষী এবং কাহারা নির্দ্দোষ তাহাই বলিব :

"......সকল অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া আমি বারীন্দ্র ও উল্লাসকরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিলাম এবং ইহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দিলাম। হেমচন্দ্র, উপেন্দ্রকে সকল অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া ইহাদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিলাম এবং সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দিলাম। অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিপ্লবের সূচনা হইতে বারীন্দ্রকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন—এবং হৃষীকেশ, কাঞ্জিলাল, ইন্দুভূষণ রায়, সুধীর সরকার, বিভূতি সরকার প্রভৃতি গোড়া হইতে বিপ্লবকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, এজন্য ইঁহাদেরও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইল এবং সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দিলাম।"

এইরূপে আরও কয়েক জনকে দশ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া বলিলেন :

"......অরবিন্দ ঘোষ, দেবব্রত বসু, দীনদয়াল বসু, নলিনী গুপ্ত, শচীন সেন প্রভৃতি অন্যান্য সকলকে অভিযুক্ত করিবার মত প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ও প্রমাণ না থাকায় ইহাদের আমি বেকসুর মুক্তি দিলাম।......"

বীচক্রফ্‌ট রায় পড়িলেন, শ্রীঅরবিন্দ ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়াছিলেন। আদালত, মামলা, বিচারক, রায়, চারিদিকের জনতা—এইসব হইতে কোথায় তাঁহার মন ও চিন্তা তাহা সেদিন অল্প লোকেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। 'বন্দে মাতরম্‌' ধ্বনিতে তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিল। চিত্তরঞ্জন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—আপনি মুক্ত। নির্ব্বিকারচিত্ত শ্রীঅরবিন্দ এই সংবাদে বিন্দুমাত্র উল্লসিত হইলেন না।

দণ্ডিত আসামীদের শুনানী হয় হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি জেঙ্কিন্স ও বিচারপতি ক্যারানড্রফের আদালতে। ১৯০৯ সালে ২৩শে নভেম্বর হাইকোর্টের রায় বাহির হইল। আপীলে বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের মৃত্যু-দণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হইল। অন্যান্য আসামীদের মধ্যে উপেন্দ্র ও হেমচন্দ্র বাদে সকলেরই দণ্ড কিছু কিছু হ্রাস হইল। এইভাবে আলিপুর বোমার মামলার উপর যবনিকাপাত হইল। এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের জীবনে আর একটি নূতন অধ্যায়ের সুরু হইল।

———

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অষ্টম অধ্যায়

"কর্ম্মযোগিন্" ও "ধর্ম্ম"

"……এখন সময় এসেছে ছায়াকে বিস্তার না ক'রে বস্তুকে ধরবার……ভারতের প্রকৃত আত্মাকে জাগিয়ে সকল কর্ম্ম তারই অনুরূপ করা চাই……" শ্রীঅরবিন্দ।

একটি প্রচণ্ড ঝটিকাবর্ত্তের পর প্রকৃতি যখন শান্ত হয়, তখন তাহার ভৈরবী মূর্ত্তি আর মনে থাকে না। তরুশ্রেণী বিধ্বস্ত করিয়া, পর্ণকুটীরের চাল উড়াইয়া দিয়া, শস্যক্ষেত্রের সবুজ শ্রী বিনষ্ট করিয়া ঝড়ের বেগ যখন শান্ত হয়, তখন চারিদিকের অবস্থা যদি কেহ দেখিয়া থাকেন, তিনি ১৯০৯ সালের রাজনৈতিক বাংলার অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ১৯০৯ সালের ৬ই মে বিচারে সসম্মানে মুক্ত হইয়া শ্রীঅরবিন্দ আসিয়া বাংলার যে রূপ দেখিলেন, তাহা যেন মহাপ্রলয়ের পর পৃথিবীর এক নূতন রূপ। ক্ষুদিরামের ফাঁসী, প্রফুল্লের আত্মহত্যা, বাংলার জননায়কদের নির্ব্বাসন, বিপ্লবীদের কঠোর দণ্ড, নরেন্দ্রের হত্যা, আশু বিশ্বাসের হত্যা, কানাই, সত্যেন চারু বসুর ফাঁসী—এই সমস্ত ঘটনা যেন একটি প্রচণ্ড ঝটিকার বেগে অল্প সময়ের মধ্যে বাংলার বুকের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। উন্মাদিনী কালবৈশাখীর প্রলয়নৃত্যে গৃহহারা লক্ষ্মীছাড়া আত্মভোলার দল যোগ দিয়া বিপ্লবের ডঙ্কা বাজাইল, অস্ত্রের মুখে রাজ-শক্তিকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিল, মরিল, মারিল, প্রাণ দিল, প্রাণ জাগাইল—বিপ্লবের প্রলয়পাথারে বাংলা ভাসিয়া গেল। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ জেল হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন—তাহার চিহ্নমাত্র নাই। বিপ্লবীদের সংঘশক্তি কেন্দ্রচ্যুত, যাহারা বাহিরে ছন্নছাড়া হইয়া তাহারা সব কে কোথায় আত্মগোপন করিয়াছে। সর্ব্বত্র একটা ভয়ের ভাব। কেহ কাহারও সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিতে সাহস করে না, পাছে পুলিসের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সন্দেহদৃষ্টিতে পড়িয়া নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়। দেশে আন্দোলন নাই, উত্তেজনা নাই, সভা সমিতি, বক্তৃতা পর্য্যন্ত একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

শ্রীঅরবিন্দ ৬ নং কলেজ স্কোয়ারে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের "সঞ্জীবনী" আফিসের বাসায় আসিয়া উঠিলেন। সঙ্গে আসিল ধরম সিং।* কৃষ্ণবাবু তখন নির্ব্বাসনে। তাঁহার একমাত্র পুত্র সুকুমার বাবু শ্রীঅরবিন্দ এবং তাঁহার স্ত্রী ও ভগিনীর পর্য্যবেক্ষণের ভার লইলেন। অন্তরঙ্গ সহকর্ম্মীরা সকলেই নির্ব্বাসনে, দলপতি বিপিনচন্দ্র বিলাত গিয়া 'স্বরাজ' নামে একখানি ইংরেজী মাসিকপত্র সেখান হইতেই সম্পাদন করিতেছেন; মডারেট দলের নেতা সুরেন্দ্রনাথও বিলাতে গিয়া বিপ্লব থামাইবার জন্য নূতন শাসনসংস্কার দাবী করিতেছেন। জাতীয়তাবাদী দলের যে চারিখানি মুখপত্র ছিল—সন্ধ্যা, যুগান্তর, নবশক্তি ও ইংরেজী "বন্দে মাতরম্"—তাহার একখানিরও অস্তিত্ব নাই। ইহার উপর সকলের মনেই একটা শঙ্কার ভাব। চারিদিকের এই বিপর্য্যস্ত পরিবেশ দেখিয়া শ্রীঅরবিন্দ ভাবিয়া পাইলেন না কি করিবেন, কাহাকে লইয়া কাজ করিবেন।

এমন সময় শ্যামসুন্দরের কনিষ্ঠ "বন্দে মাতরমের" ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মকর্ত্তা গিরিজাসুন্দর শ্রীঅরবিন্দের নিকট আসিয়া একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক বাহির করিবার প্রস্তাব করিলেন। শ্রীঅরবিন্দ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং ইহার সম্পাদনের ভার লইতেও সম্মত হইলেন। গিরিজাবাবু ইহাতে উৎসাহিত হইয়া মাত্র ষোল টাকা মূলধন লইয়া কাগজ বাহির করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। শ্রীঅরবিন্দই কাগজের নামকরণ করিলেন —"কর্ম্মযোগিন্"।

*এই ধরম সিং আলিপুর জেলের একজন ওয়ার্ডার ছিল। শ্রীঅরবিন্দ যখন ধৃত হইয়া জেলে আসেন সেই সময় হইতে এই নিরক্ষর ওয়ার্ডারটি তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হয়—এবং যে এক বৎসর কাল শ্রীঅরবিন্দ জেলে ছিলেন সেই সময় ধরম সিং ইঁহার বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়ে। তিনি বিচারে মুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ধরম সিংও কাজ ছাড়িয়া ইঁহার সেবক হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ইতিমধ্যে উত্তরপাড়ায় ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য শ্রীঅরবিন্দের নিকট অনুরোধ আসিল। কারামুক্তির পর প্রকাশ্যে ইহাই তাঁহার প্রথম বক্তৃতা। শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনে এই "উত্তর-পাড়া বক্তৃতা"টির একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। এই ইংরেজী বক্তৃতাটিতে তিনি দেশবাসীর নিকট রাজনীতির এক নূতন আদর্শ উপস্থিত করিলেন। এবং এই বক্তৃতার ভিতর শ্রীঅরবিন্দ দেশবাসীর নিকট তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের নব রূপান্তরের ইঙ্গিতও দিলেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলিলেন ঃ

"......দ্বাদশ মাস যে আমি জেলের মধ্যে ছিলাম সেই সময় দিনের পর দিন তিনি শ্রীভগবান্ আমাকে সেই জ্ঞানই দিয়েছেন, আর এখন যে আমি বেরিয়ে এসেছি এখন সেই জ্ঞানই আপনাদের নিকট প্রকাশ করবার জন্যে আমাকে আদেশ করেছেন। নির্জ্জন 'সেলের' মধ্যে আমি দিবারাত্র অপেক্ষা করতে লাগলাম আমার ভিতরে ভগবানের বাণী শোনবার জন্যে, তিনি আমাকে কি বল্‌তে চান তা জানবার জন্যে, আমাকে কি কর্‌তে হবে তা বোঝবার জন্যে। এই নির্জ্জনবাসেই এল আমার সর্ব্বপ্রথম অনুভূতি, প্রথম শিক্ষা। তিনি আমাকে বললেন যে বন্ধন ছিন্ন করবার শক্তি তোমার ছিল না আমি তোমার হয়ে তা ছিন্ন করে দিয়েছি। কারণ এটা আমার ইচ্ছা নয়, এবং কখন আমার অভিপ্রায় ছিল না যে, তুমি এই কাজ নিয়ে থাক্‌বে। তোমার জন্যে আমি অন্য কাজ ঠিক করে রেখেছি এবং তার জন্যে তোমাকে এখানে এনেছি। তুমি নিজে যা শিখতে পারনি, তাই তোমাকে শিখিয়ে দিতে এবং তোমাকে আমার কাজের জন্য তৈরী করে তুলতে। তিনি আমার হাতে গীতা দিলেন। তাঁর শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ কর্‌লো এবং আমি গীতার সাধনা অনুসরণ করতে সক্ষম হলাম। আমাকে শুধু বুদ্ধি দিয়েই বুঝতে হয়নি, পরন্তু অনুভূতি উপলব্ধির ভেতর দিয়ে জান্‌তে হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের কাছ থেকে কি চেয়েছিলেন, যাঁরা তাঁর কাজ করবার আকাঙ্ক্ষা করে, তাদের কাছ থেকে তিনি কি চান—রাগদ্বেষ থেকে মুক্ত হতে হবে, ফলাকাঙ্ক্ষা না রেখে তাঁর জন্যে কর্ম্ম কর্‌তে হবে, নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ কর্‌তে হবে, ভগবানের হাতে নির্ব্বিরোধ ও বিশ্বস্ত যন্ত্র হতে হবে, উচ্চনীচ শত্রুমিত্র, জয়-পরাজয় সবের প্রতি সমভাবাপন্ন হতে হবে, অথচ তাঁর কাজে শৈথিল্য করা চলবে না। আমি অনুভব করলাম, হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম কি? আমরা অনেক সময়েই হিন্দুধর্ম্মের কথা, সনাতন ধর্ম্মের কথা বলি, কিন্তু সে ধর্ম্ম যে কি বস্তু তা আমাদের মধ্যে ক'জন জানে? অন্যান্য ধর্ম্মের কথা হচ্ছে বিশ্বাস ও মতবাদ কিন্তু সনাতন ধর্ম্ম হচ্ছে জীবনই; এটি এমন জিনিষ যা শুধুই বিশ্বাস করবার নয়, পরন্তু জীবনে ফুটিয়ে তোলবার। মানবজাতির মুক্তির জন্য এই ধর্ম্মকেই পুরাকাল থেকে এই উপদ্বীপের নিঃসঙ্গতায় পোষণ করা হয়েছে। অন্যান্য দেশের মত সে নিজের জন্য উঠছে না, অথবা যখন সে শক্তিমান হবে তখন দুর্ব্বলকে পদদলিত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করবার জন্যেও সে উঠছে না। যে সনাতন জ্যোতি তাকে দেওয়া হয়েছে, জগৎমাঝে তাই বিকিরণ করবার জন্য সে উঠছে। ভারত চিরদিনই মানবজাতির জন্য জীবন যাপন করেছে, নিজের জন্য নয়, আর তাকে যে বড় হতে হবে তাও তার নিজের জন্য নয়, মানবজাতির জন্যে।......

"জেল আমাকে যে মানবজগৎ থেকে আড়াল করে রেখেছে সেই দিকে আমি তাকালাম, কিন্তু দেখলাম আমি আর জেলের উচ্চ দেওয়ালের মধ্যে বদ্ধ নই; আমাকে ঘিরে রয়েছেন বাসুদেব। আমার সেলের সম্মুখবর্ত্তী বৃক্ষের ছায়াতলে আমি বেড়াতাম, কিন্তু আমি যা দেখলাম তা বৃক্ষ নয়, জানলাম তা বাসুদেব, দেখলাম শ্রীকৃষ্ণ সেখানে দণ্ডায়মান, এবং আমার উপর তাঁর ছায়া ধরে রয়েছেন। আমার সেলের দরজার গরাদের দিকে চাইলাম, আবার বাসুদেবকে দেখতে পেলাম। নারায়ণ দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে পাহারা দিচ্ছিলেন। আমার বিছানাস্বরূপ যে একটি কম্বল দেওয়া হয়েছিল তার উপরে শুয়ে উপলব্ধি করলাম শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বাহুদ্বয় দিয়ে জড়িয়ে রেখেছেন—সে বাহু আমার বন্ধুর, আমার প্রেমাস্পদের।......"

নিম্নে এই ইংরেজী বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল:

"......... When I went to jail the whole country was alive with the cry of Bande Mataram, alive with the hope of a nation, the hope of millions of men who had newly risen out of degradation. When I came out of jail I listened for that cry but there was instead a silence. A hush had fallen on the country and men seemed bewildered ; for instead of God's bright heaven full of the vision of the future that had been before us, there seemed to be overhead a leaden sky from which human thunders and lightnings rained......Now I also meet you again, I also come out of jail, and again it is you of Uttarpara who are the first to welcome me, not at a political meeting but at a meeting of a society for the protection of our religion.......I knew I would come out. The year of detention was meant only for a year of seclusion and of training. How could anyone hold me in jail longer than was necessary for God's purpose ? He had given me a word to speak and a work to do, and until that word was spoken I knew that no human power could hush me, until that work was done no human power could stop God's instrument, however weak that instrument might be or however small......My work was very dear to me and in the pride of my heart I thought that unless I was there, I would suffer or even fail and cease ; therefore I would not leave it. It seemed to me that He spoke to me again and said, 'The bonds you had not strength to

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

break, I have broken for you, because it is not my will nor was it ever my intention that that should continue. I have had another thing for you to do and it is for that I have brought you here, to teach you what you could not learn for yourself and to train you for my work".........We speak often of the Hindu religion, of the Sanatan Dharma, but few of us really know what that religion is. Other religions are preponderingly religions of faith and profession, but the Sanatan Dharma is life itself; it is a thing that has not so much to be believed as lived. This is the Dharma that for the salvation of humanity was cherished in the seclusion of this peninsula from of old. It is to give this religion that India is rising. She does not rise as other countries do, for self or when she is strong, to trample on the weak. She is rising to shed the eternal light entrusted to her over the world. India has always existed for humanity and not for herself and it is for humanity and not for herself she must be great............ For I know my weakness, I am prey to my own faults and backslidings. I was not blind to them before and when they all rose up against me in seclusion, I felt them utterly. I knew then that I the man was a man of weakness, a faulty and imperfect instrument, strong only when a higher strength entered into me..........He said to me, 'This is the young generation, the new and mighty nation that is arising at My command. They are greater than yourself. What have you to fear? If you stood aside or slept the work would still be done.........You have only got some strength from me to speak a word to this nation which will help to raise it'..........He showed me His wonders and made me realise the utter truth of the Hindu religion. I had had many doubts before. I was brought up in England amongst foreign ideas and an atmosphere entirely foreign. About many things in Hinduism I had once been inclined to believe that they were imaginations, that there was much of dream in it, much that was delusion and Maya. But now day after day I realised in the mind, I realised in the heart, I realised in the body the truths of the Hindu religion. They became living experiences to me, and things were opened to me which no material science could explain. When I first approached Him, it was not entirely in the spirit of the Bhakta, it was not entirely in the spirit of the Jnani. I came to Him long ago in Baroda some years before the Swadeshi began and

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

I was drawn into the public field.........When I approached God at that time, I hardly had a living faith in Him. The agnostic was in me, the atheist was in me, the sceptic was in me and I was not absolutely sure that there was a God at all. I did not feel His presence. Yet something drew me to the truth of the Vedas, the truth of the Gita, the truth of the Hindu religion. I felt there must be a mighty truth somewhere in this Yoga, a mighty truth in this religion based on the Vedanta. So when I turned to the Yoga and resolved to practise it and find out if my idea was right, I did it in this spirit and with this prayer to Him, "If Thou art, then Thou knowest my heart. Thou knowest that I do not ask for Mukti, I do not ask for anything which others ask for. I ask only for the strength to uplift this nation, I ask only to be allowed to live and work for this people whom I love and to whom I pray that I may devote my life."...... The first message said, "I have given you a work and it is to help to uplift this nation. Before long the time will come when you will have to go out of jail; for it is not my will that this time either you should be convicted or that you should pass the time, as others have to do, in suffering for their country.........When you go forth, speak to your nation always this word, that it is for the Sanatan Dharma that they arise, it is for the world and not for themselves that they arise. I am giving them freedom for the service of the world. When it is said that India shall rise, it is the Sanatan Dharma that shall rise. When it is said that India shall be great, it is the Sanatan Dharma that shall be great.' When it is said that India shall expand and extend herself, it is the Sanatan Dharma that shall expand and extend itself over the world. It is for the Dharma and by the Dharma that India exists. To magnify the religion means to magnify the country. I have shown you that I am everywhere and in all men and in all things, that I am in this movement and I am not only working in those who are striving for the country but I am working also in those who oppose them and stand in their path..........That which we call the Hindu religion is really the external religion, because it is the universal religion which embraces all others. If a religion is not universal, it cannot be eternal. A narrow religion, a sectarian religion, an exclusive religion can live only for a limited time and a limited purpose. This is the one religion that can

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

triumph over materialism by including and anticipating the discoveries of science and the speculations of philosophy. It is the one religion which impresses on mankind the closeness of God to us and embraces in its compass all the possible means by which man can approach God. It is the one religion which insists every moment on the truth which all religions acknowledge that He is in all men and all things and that in Him we move and have our being. It is the one religion which enables us not only to understand and believe this truth but to realise it with every part of our being. It is the one religion which shows the world what the world is, that it is the Lila of Vasudeva. It is the one religion which shows us how we can best play our part in that Lila, its subtlest laws and its noblest rules. It is the one religion which does not separate life in any smallest detail from religion, which knows what immortality is and has utterly removed from us the reality of death.........I say no longer that Nationalism is a creed, a religion, a faith ; I say that it is the Sanatan Dharma which for us is nationalism. This Hindu Nation was born with the Sanatan Dharma, with it it moves and with it it grows. When the Sanatan Dharma declines, then the nation declines, and if the Sanatan Dharma were capable of perishing, with the Sanatan Dharma it would perish.".........(*Extract from a speech delivered at* Uttarpara *just after acquital in the Alipore Bomb Case, May, 1909.*)

গিরিজাবাবু ১৪ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া সেখানে শ্রীনারায়ণ প্রেস স্থাপন করিলেন। সেখান হইতে ১৯০৯ সালের ২৬শে জুন 'কর্ম্মযোগিন্' বাহির হইল। পত্রিকার প্রচ্ছদপটে কুরুক্ষেত্রের রথী ও সারথির চিত্র—তাহার নীচে গীতার সেই অমর বাণী উদ্ধৃত—"তস্মাৎ যোগায় যুধ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।" পত্রিকার কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন গিরিজাবাবু, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সংবাদাদি পরিবেশন করিবার ভার লইলেন। রামচন্দ্র মজুমদার, সুরেশ চক্রবর্ত্তী, নলিনী গুপ্ত, বিজয় নাগ প্রভৃতি যুবকগণ ঐ কাগজের প্রুফ দেখার কাজ গ্রহণ করিলেন। মুদ্রাকর হইলেন 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার দণ্ডিত মুদ্রাকর মনোমোহন ঘোষ। 'কর্ম্ম-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যোগিন্' বাহির হইবামাত্র ভারতের সর্ব্বত্র আবার নবযুগের সূচনা হইল। এবার আর বিপ্লবের বিষাণ নয়, কর্ম্মযোগিনের উদাত্ত আহ্বান প্রতিধ্বনিত হইল, কর্ম্মযোগিনের রচনায় "বন্দে মাতরমের" আগ্নেয় প্রপাতের পরিবর্ত্তে প্রবাহিত হইল দিব্যচিন্তাপ্রসূত এক নূতন আদর্শের তরঙ্গধারা। শ্রীঅরবিন্দ বুঝিতে পারিয়াছিলেন—কর্ম্মপন্থার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। গীতাধর্ম্মের আশ্রয়ে কর্ম্মযোগের অভ্যাস না করিলে ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা আসিবে না, বা স্বাধীনতা রক্ষা করা যাইবে না। জাগ্রত দেশাত্ম-বোধকে তাই তিনি উত্তেজনার পথ হইতে ভিন্নপথে পরিচালিত করিতে চাহিলেন।

একটি প্রবন্ধে তিনি লিখিলেন :

"......ইউরোপের অনুকরণে আমাদের সমাজকে গঠিত করিলে আমাদের সমাজের ক্লেদ দূর হইবে না। সমাজহিতৈষীদের এই অনুকরণস্পৃহা, যন্ত্রচালিতের ন্যায় এই প্রাণহীন প্রচেষ্টা এবং দোষগুণ যাই থাকুক না কেন, এতে জাতির আত্মচেতনা মুক্তি পায় না, তার অধঃপতনও রোধ করতে পারে না। এ হলো সেই আত্মিক শক্তি, কারণ এই শক্তি দ্বারাই আমরা অন্তরে মুক্ত উদার হ'য়ে রাষ্ট্রজীবনে স্বাধীনতা ও মহত্বলাভ করতে পারি।......"

ভারতীয় সংস্কৃতির উৎস-সন্ধানে ব্যগ্র হইয়া তিনি লিখিলেন :

"রামায়ণে, মহাভারতে, প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রে, কাব্যে, শিল্পে, স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যের মধ্যে যে ভারতকে আমরা পাই, ভারতের যে বিরাট আত্মিক শক্তির পরিচয় আমরা পাই—তাহার রহস্য কি? জ্ঞানে বিজ্ঞানে গরীয়সী ভারত তার সমাজজীবনের যে অপূর্ব্ব সৌধ গড়ে তুলেছিল, তার ভিত্তিই বা কি? ক্ষত্রিয়, শিখ এবং রাজপুতের অনন্যসাধারণ বীরত্ব ও ত্যাগের ভিতর দিয়ে ভারতের যে অপরাজেয় জীবনীশক্তি অভিব্যক্ত হয়েছিল, তার পিছনে কি ছিল? এই যে সর্ব্বাঙ্গীণ নিখুঁত বিরাট সভ্যতা, এর পিছনেই বা কি ছিল? এসব কিছুই সম্ভব হত্‌না যদি না আত্মার ও মনের শিক্ষায় ভারত সম্পূর্ণতা লাভ করে কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতার পথে চল্‌তো।"

কর্ম্মযোগিনের এইসব চিন্তাপূর্ণ অপূর্ব্ব প্রবন্ধের ভিতর দিয়া শ্রীঅরবিন্দ ভারতবাসীকে তাহার জন্মভূমির সংস্কৃতি সম্বন্ধে এমনভাবে সচেতন করিয়া তুলিলেন যে, তাহারা এক নবভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। "বন্দে মাতরমের" শ্রীঅরবিন্দ আর এক মহিমান্বিত মূর্ত্তিতে তাঁহার স্বদেশবাসীর নিকট

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আশ্রমমাতা—শ্রীমা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রকাশিত হইলেন। তিনি যদি একজন সাধারণ রাষ্ট্রনেতা হইতেন, তাহা হইলে আলিপুর বোমার মামলাকে মূলধন করিয়া রাজনৈতিক জীবনে উত্তেজনাময় একটা বিরাট খ্যাতি ও সাফল্য অনায়াসেই অর্জ্জন করিতে পারিতেন। এবং সেই সঙ্গে বাংলার কেন, সমগ্র ভারতের নেতৃত্ব তাঁহার পক্ষে দুর্লভ হইত না। কিন্তু ভারতের বহু রাষ্ট্রনেতা হইতে শ্রীঅরবিন্দের পার্থক্য এইখানেই। বন্দে মাতরম্-মন্ত্রে তিনি আকৈশোর দীক্ষিত, দেশ তাঁহার কাছে দেশজননী, তাই তিনি রাজনীতি লইয়া বিলাসিতা করেন নাই, স্বাধীনতা-সংগ্রামের নামে ভাবের ঘরে চুরি করেন নাই। "বন্দে মাতরম্" হইতে "কর্ম্মযোগিন্"—একই স্রোতের একলক্ষ্যমুখী দুই ধারা। বন্দে মাতরমে স্বাধীনতার সুর ছিল ঝঙ্কার মাত্র, কর্ম্মযোগিনে সেই সুর জ্ঞানের অনুভূতিতে আরও প্রগাঢ়, আরও স্পষ্ট।

কর্ম্মযোগিনের এই ভাবধারা প্রকাশ্য বক্তৃতায় আরও সজীব এবং সাবলীল হইয়া উঠিল। এই সময় বীডন স্কোয়ারে প্রদত্ত একদিনের বক্তৃতায় তিনি বলিলেন :

"স্বাধীনতার জন্য পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যে মূল্য দিয়াছে, তাহার তুলনায় আমরা কতটুকু দিয়াছি ? স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌছাইবার জন্য তাহারা যথেষ্ট দুঃখকষ্ট ও নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছে। ইহাই ভগবানের বিধান। এই মূল্যপ্রদানের দাবী শাসকবর্গের নিকট হইতে আসে না। ইহা আসে ভগবানের নিকট হইতে। অপরিসীম দুঃখকষ্ট ভোগ এবং প্রবল প্রচেষ্টা ভিন্ন কোন পরাধীন জাতি স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না।—ইহাই ঈশ্বরের বিধান।......শাসকবর্গ কেবলই বলিয়া থাকেন, আমরা যোগ্য হইলেই স্বায়ত্তশাসন লাভ করিব। এই যোগ্যতার উৎস হইল জাতীয় শক্তি এবং জাতীয় শক্তি মানেই হইল স্বাধীনতা অর্জ্জনের ক্ষমতা। লর্ড মর্লে যখন বলেন আমাদের এই অভ্যুত্থান প্রকৃত না ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনা মাত্র—তখন তিনি এই ক্ষমতার কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন।......... কারাগারে থাকিতে আমি আভাসে ইঙ্গিতে শাসন-সংস্কারের কথা শুনিয়াছিলাম। ইহা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। চৌদ্দ বছর আমি ইংলণ্ডে কাটাইয়াছি—ইংরেজ জাতি ও তাহার রাজনীতি সম্বন্ধে আমি কিছু জানি। আমি তাই বিশ্বাস করিতে পারি না যে আমাদের এই ক্ষণস্থায়ী আন্দোলন এবং শক্তির এই সামান্য প্রমাণ দেখিয়াই ইংরেজ বড় রকমের কোন সংস্কারের কথা চিন্তা করিবে।..........স্বরাজের স্বর্গ আমাদের অন্তরে।

 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভারতের গৌরবে এবং ইহার ভবিষ্যতের উপর বিশ্বাস রাখিয়া এবং আমাদের অন্তরে ও জাতির মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখিয়া, কর্ম্মে এবং চিন্তায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াই স্বরাজের স্বর্গ আমাদের আবিষ্কার করিতে হইবে এবং ইহা রক্ষা করিতে হইবে।"

নিম্নেও আমরা আসল ইংরেজী বক্তৃতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

"......Let them win and keep that Kingdom of Swaraj, the sense of the national separateness and individuality, the faith in its greatness and future, the feeling of God within ourselves and in the nation, the determination to devote every thought and action to His service. Here no coercion or repression could interfere; here there was no press law or sunset regulations. And it was a law of the psychology of men and nations that the Brahman once awakened within must manifest itself without and nothing could eventually prevent that manifestation. Moreover, their methods were borrowed from England. England gave them and encouraged their use when it was inoffensive to her, but the moment they were used so as to conflict with British interests and to expand national life and strength, they were taken away. But the Indians were a nation apart; they were not dependent on these methods. They had a wonderful power of managing things without definite means. Long before the Press came into existence or telegraph wires, the nation had a means of spreading news from one end of the country to another with electrical rapidity—a Press too impalpable to be touched. They had the power of enforcing the public will without any fixed organisation, or associating without an association—without even the European refuge of a secret association. The spirit was that mattered, if the spirit were there, the movement would find out its own channels; for after all it was the power of God manifested in the movement which would command its own means and create its own channels. They must have the firm faith that India must rise and be great and that everything that happened, every difficulty, every reverse must help and further their end. The trend was upward and the time of decline was over. The morning was at hand and once the light had shown itself, it could never be night again. The dawn would soon be complete and the sun rise over the horizon. The sun of India's destiny would rise and fill all India with its light and overflow India and overflow Asia and overflow the

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

world. Every hour, every moment could only bring them nearer to the brightness of the day that God has decreed."—(*Extract from a speech delivered at Beadon Square in June, 1909.*)

গভর্ণমেণ্টের নির্য্যাতন যতই প্রবল ও প্রচণ্ড হউক না কেন তাহা যে জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে কিছুতেই খর্ব্ব করিতে পারিবে না, সেই বিষয়ে দেশবাসীকে সচেতন করিয়া দিয়া ঝালকাটি (বরিশাল) বক্তৃতায় শ্রীঅরবিন্দ বলিলেন :

"ইহা অদ্ভুত কথা, নির্ব্বোধের ধারণা—এবং যুগযুগান্তের ইতিহাসে এই ধারণার কোন সমর্থন নাই—যে যে জাতি উঠিতে চাহিতেছে, ঈশ্বরের নির্দ্দেশে যে জাতি উঠিতে চাহিতেছে —কেবলমাত্র শারীরিক নির্য্যাতনের দ্বারা তাহার সেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে খর্ব্ব করা সম্ভব? কোন জাতির ইতিহাসে কখনো ইহা ঘটে নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসেও এরূপ ঘটিতে পারে না। পৃথিবীতে তাঁহার কার্য্য করিবার জন্য নির্য্যাতনের আঘাতেই ঈশ্বর আমাদিগকে গড়িয়া পিটিয়া এক বিরাট শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করিতে চাহিতেছেন। এই আঘাত আমাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য নয়, নূতন করিয়া গড়িবার জন্য।......আমাদিগকে নির্য্যাতন করিতে গবর্ণমেণ্ট যদি শক্তিশালী হয়, তাহা হইলে উহা সহ্য করিতে আমরা কম শক্তিশালী হইব না। আমরা সামান্য জাতি নই। এক বিরাট ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী আমরা......ভগবানের অভিপ্রায় এই, আমরা আবার জাগিয়া উঠিব।......স্বরাজ কোনও ঔপনিবেশিক ধরণের শাসনব্যবস্থা নহে—ইহার অর্থ আমাদের জাতীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতা। আমাদের ব্যষ্টিজীবনে, সমষ্টিজীবনে, রাষ্ট্রজীবনে, সমাজজীবনে,—সর্ব্বত্র এই পরিপূর্ণতাকেই আমরা অন্বেষণ করিব।......প্রচণ্ড বেগে ঝড় আবার আসিতে পারে...... হৃদয়ের সমস্ত ক্ষমতা এবং সাহস লইয়া সেই প্রচণ্ড ঝড়ের সম্মুখীন হইতে হইবে।"

আসল ইংরেজী বক্তৃতাটির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

".........When I come to this District, when I come to this soil of Backergunge which has been made sacred and ever memorable in the history of this country—I come to no ordinary place. When I come to Barisal, I come to the chosen temple of the Mother—I come to a sacred *pithasthan* of the national spirit—I come to the birth-place and field of work of Aswini Kumar Dutt......It is now the fourth year since I came to Barisal first on the occasion of the Provincial Conference. Three years have passed since then—they have been years of storm and stress to the country,—they have been years during which history has been making, during which the people of India have been undergoing

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

a process of re-birth......you had then the regulation lathi of the Police and the Gurkha visitation......There have indeed been charges—vague charges, shameless charges—made. The law under which they have been exiled requires no charge.........What is meant—what does Lord Morley mean—by a "good law"?.........Lord Morley says it is a good law. We say it is a lawless law,—a dishonest law,—a law that is, in any real sense of the word, no law at all.........Well, we have had many other forms of repression besides these deportations. We have had charges of sedition, charges of dacoity and violence brought against the young men who are the hope of our country—charges such as those which we have seen breaking down and vanishing into nothing when tested by a high and impartial tribunal. This is the nature of the repression we have been called upon to suffer...But it is a strange idea, a foolish idea, which men have, indeed, always cherished under such circumstances, but which has been disproved over and over again in history,—to think that a nation which has once risen, once has been called up by the voice of God to rise, will be stopped by mere physical repression. It has never so happened in the history of a nation, nor will it so happen in the History of India. Storm has swept over us today. I saw it come, I saw the striding of the storm blast and the rush of the rain and as I saw it an idea came to me. What is this storm that is so mighty and sweeps with such fury upon us? And I said in my heart, "It is God who rides abroad on the wings of the hurricane,—it is the might and force of the Lord that manifested itself and His almighty hands that seized and shook the roof so violently over our heads today.".........Repression is nothing but the hammer of God......without suffering there can be no growth ......They do not know that great as he is, Aswini Kumar Dutt is not the leader of this movement, that Tilak is not the leader,—God is the leader.......And if they are mighty to afflict, we are mighty to endure. We are no ordinary race. We are a people ancient as our hills and rivers and we have behind us a history of manifold greatness, not surpassed by any other race, we are the descendants of those who performed Tapasya and underwent unheard of austerities for the sake of spiritual gain and of their own will submitted to all the sufferings of which humanity is capable. We are the children of those mothers who ascended with a smile the funeral pyre that they might follow

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

their husbands to another world. We are a people to whom suffering is welcome and who have a spiritual strength within them, greater than any physical force, we are a people in whom God has chosen to manifest Himself more than any other at many great moments of our history. It is because God has chosen to manifest Himself and has entered into the hearts of His people that we are rising again as a nation......It will move forward irresistibly until God's will in it is fulfilled. He fulfils His purpose inevitably and these too He will fulfil......When they pass away others will arise or even if no great men stand forth to lead, still the soul of this people will be great with the force of God within and do the work......Swaraj is not the Colonial form of Government nor any form of Government. It means the fulfilment of our national life. That is what we seek, that is why God has sent us into the world to fulfil Him by fulfilling ourselves in our individual life, in the family, in the community, in the nation, in the humanity ......There are some who fear to use the word "freedom", but I always used the word because it has been the *Mantra* of my life to aspire towards the freedom of my nation. Your repression cannot for ever continue, for it will bring anarchy into the country. You will not be able to continue your administration if this repression remains permanent. Your Government will become disorganised ; the trade you are using such means to save will languish and capital be frightened from the country......The storm may come down on us again and with greater violence. Then remember this, brave its fury, feel your strength, train your strength in the struggle with the violence of the wind, and by that strength hold down the roof over the temple of the Mother."—(*Extracts from a lengthy speech delivered in the Conference at Jhalakati, Barisal, at the end of June, 1909.*)

"বন্দে মাতরমের" ন্যায় "কর্ম্মযোগিন্" দিন দিন জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিতে লাগিল। শ্রীঅরবিন্দের লেখা পড়িবার জন্য লোকে আগ্রহের সহিত 'কর্ম্মযোগিনের' প্রত্যেকটি সংখ্যার জন্য প্রতীক্ষা করিত। কিন্তু ইংরেজী লেখা সব লোকে পড়িতে পারিত না বলিয়া অনেকেই কর্ম্মযোগিনের বাংলা সংস্করণ পাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত। ঠিক

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই সময়ে উত্তরপাড়ার শ্রমজীবী সমবায়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং বাংলার বিপ্লবীদের অন্যতম শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ম্মযোগিনের একটি বাংলা সংস্করণ বাহির করিবার সংকল্প করিলেন। এই বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দকে অনুরোধ করিতেই তিনি সম্মতি দিলেন। হাওড়া কর্ম্মযোগ প্রেস হইতে বাংলা 'কর্ম্মযোগিন্' প্রকাশিত হইবামাত্র বাংলার ঘরে ঘরে ইহা সমাদৃত হইল। এতদিনে বাংলা ভাষায় শ্রীঅরবিন্দের প্রবন্ধসমূহের অনুবাদ পড়িতে পাইয়া বাঙ্গালীর অন্তর ভরিয়া গেল। এইভাবে ইংরেজী কর্ম্মযোগিন্ ও বাংলা কর্ম্মযোগিন্ সমগ্র ভারতে শ্রীঅরবিন্দের বাণী প্রচার করিতে লাগিল।

এই সময় মানুষের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ হাওড়া পিপলস্ এসোসিয়েসনে ইংরেজী ভাষায় একটি উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন :

"প্রত্যেক স্বাধীন জাতির তিনটি মৌলিক অধিকার থাকিবেই। প্রথম—সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বক্তৃতা করিবার স্বাধীনতা এবং সংঘবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা। এই তিনটি অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। বাক্যের স্বাধীনতার ভিতর দিয়াই জাতি তাহার আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মধ্যেই এই স্বাধীনতা প্রতিফলিত। আর এই দুইপ্রকার স্বাধীনতার পথেই দেখা দেয় পর পর মিলিত ঐক্যবদ্ধ হইবার আকাঙ্ক্ষা ও অধিকার।......মানবসমাজে ঐক্যের অপেক্ষা শক্তিশালী জিনিষ আর কিছুই নাই—ইহার দ্বারাই মানবসমাজ পরিচালিত হইয়াক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয়।...... ভারতবর্ষে আজ এই ঐক্য—এই সংঘবদ্ধতারই সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।"

মূল বক্তৃতাটির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"......In addressing you today I wish to say a few words about the general right of association especially as we have practised and are trying to practise it in India today......There are three rights which are particularly cherished by the nations. In a nation sovereign powers of Government may be enjoyed by the few or the many but there are three things to which the people in European countries cling, which they persistently claim and after which, if they have them not, they always aspire. There are first, the right of a free

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Press, secondly, the right of free public meeting and, thirdly, the right of association......According to our philosophy it is the idea which is building up the world. It is the idea which expresses itself in matter and takes to itself bodies. This is true also in the life of humanity ; it is true in politics, in the progress and life of a nation. It is the idea which shapes material institutions. It is the idea which builds up and destroys administration and Government. Therefore the idea is a mighty force, even when it has no physical behind it, even when it is not equipped with means, even when it has not organised itself in institutions and associations......Association is the mightiest thing in humanity ; it is the instrument by which humanity moves, it is the means by which it grows, it is the power by which it progresses towards its final development. There are three ideas which are the supreme moment to human life and have become the watchwords of humanity. Three words have the power of re-moulding nations and Governments, liberty, equality and fraternity... We in India have found a mighty freedom within ourselves, our brother-men in Europe have worked towards freedom without. We have been moving in parallel lines towards the same end......We meet and give to each other what we have gained......Not until you have realised Him, known Narayana in all, and the Brahmin and the Sudra, the high and low, the saint and the sinner are equal in your eyes, then and not until then you have knowledge, you have freedom, until then you are backward and ignorant......Again there is fraternity. It is the last term of the gospel......It is the Nature, the *dharma* of humanity that it should be unwilling to stand alone. Every man seeks the brotherhood of his fellow and we can only live by fraternity with others. Through all its differences and discords humanity is striving to become one. In India in the ancient times we had many kinds of associations, for our life was much more complex and developed than it became afterwards. We had our political associations, we had our commercial associations, our educational, our religious associations. As in Europe so in India men united together for many interests and worked in association for common ideals...... There is no longer the bond of love which once held us together, because the old ties and habit of association are being broken up. Our caste has lost its reality. The life has gone from within it and

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

it is no longer an institution which helps towards unity, a common life or any kind of brotherhood. For once the idea is broken, the ideal within which is the principle of life is impaired, the form breaks up and nothing can keep it together......But on the other hand we looked at the civilised nations of the West who are rushing upon us and breaking our society to pieces, and we saw that in those nations there were other centres of association, other means of uniting together.......Then there came the flood of national life, the mighty awakening which appeared first in Bengal.......Out of that grew the idea of service to the Mother. That was the first stage and the root from which it grew into our political life......It is a monstrous charge. The charge is that these associations are associations of hatred and violence, associations for rebellion and dacoity. That is the charge under which these associations have been suppressed...... When they heard of a respectable-sized dacoity, they immediately began to reason it out. They said "Now why are there so many dacoities in the land? Obviously the lathi fathered the bomb and the bomb fathers the dacoities. Who have lathis? The *Samitis*. Therefore it is proved, the *Samitis* are the dacoits." Our efficient police have always shown a wonderful ability. Generally when a dacoity is committed, the police are nowhere near. They have not altered that; the golden rule still obtains. They are not to be found when the dacoity takes place. They only come up when the dacoity is long over and say, "Well, this is the work of the National volunteers."......So they caught hold of some likely men and the people so charged were about to be "punished for the day's work"; but fortunately for them a judge sat upon the High Court Bench who remembered that there was such a thing as law and another thing called evidence, things whose existence was in danger of being forgotten in this country. He applied the law, he insisted on having the evidence, and you all know the result.......We see the sword of Damocles hanging lower and lower over our heads. Our association may be declared criminal and illegal at any moment. The executive can at any moment it pleases confiscate our Press. We ourselves are liable to be arrested and harassed at a moment without evidence, "on suspicion", by an irresponsible and apparently unpunishable police. Under whatever difficulties and whatever restrictions may be put

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

upon us, we must of course go on. But the restrictions may be greater in future. The sword is hanging lower and lower over our heads. Still we cannot stop in our work. The force within us cannot be baulked, the call cannot be denied. Whatever penalty be inflicted on us for the crime of patriotism, whatever peril we may have to face in the fulfilment of our duty to our nation, we must go on, we must carry on the country's work......It is the association of the whole country to which every son of India and every son of Bengal ought by the duty of his birth to belong, an association which no force can break up, the association of a unity which grows closer day by day, of an impulse that comes from on high and has drawn us together in order that the Indian Nation may be united and united not merely in the European way, not merely by the common self-interest, but united by love for the common country, united by the ideal of brotherhood, united by the feeling that we are all sons of one common Mother who is also the manifestation of God in a united humanity......It is not merely a common self-interest. It awakens God within us and says, "You are all one, you are all brothers. There is one place in which you all meet and that is your common Mother. That is not merely the soil. That is not merely a division of land but it is a living thing. It is the Mother in whom you move and have your being. Realise God in the nation, realise God in your brother, realise God in a wide human association"...... This is for ever our national ideal and in its strength our nation will rise whatever law they make ; our nation will rise and live by the force of the law of its own being. For the fiat of God has gone out to the Indian nation, "Unite, be free, be one, be great."

ইতিমধ্যে বিক্ষুব্ধ ভারতকে শান্ত করিবার জন্য মিণ্টো-মর্লে শাসন-সংস্কারের একটি খসড়া পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়া ভারতে প্রেরিত হইয়াছে। মডারেটদলের নেতৃস্থানীয়েরা সেই খসড়ার কিঞ্চিৎ রদবদল করিয়া উহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। মডারেটদল মিণ্টো-মর্লে শাসনসংস্কার মানিয়া লইবার উদ্দেশে সহযোগিতার হস্ত প্রসারণ করিতেছেন দেখিয়া শ্রীঅরবিন্দ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। এদিকে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাঁহার নির্ব্বাসনের ব্যবস্থাও চলিতেছে বুঝিয়া ১৯০৯ সালের ৩১শে জুলাই তারিখে 'কর্ম্মযোগিন্' পত্রিকায় "An open letter to my countrymen" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া লিখিলেন :

"এই ভুয়া সংস্কার গ্রহণ করিলে দেশের প্রভূত ক্ষতি হইবে। ইংরাজ এখন যাহা দিতে চাহিতেছে তাহা পাকা গোলামী ভিন্ন আর কিছু নয়। কতকগুলি লোক ইহার দ্বারা প্ররোচিত হইলেও, চরমপন্থীরা এই সংস্কার কিছুতেই গ্রহণ করিবে না।"

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে ইহাই শ্রীঅরবিন্দের 'রাজনৈতিক উইল' (Political Will of Sri Aurobindo Ghosh) বলিয়া খ্যাত এবং ভিন্ন পুস্তিকাকারে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ইহা প্রচারিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধটি দেশের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এবং ইহা প্রকাশিত হইবার পর শাসকবর্গের শঙ্কিত দৃষ্টি শ্রীঅরবিন্দের প্রতি আরও বেশী করিয়া আসিয়া পড়িল। আমরা এই প্রবন্ধটির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :

"......Rumour is strong that a case for my deportation has been submitted to the Government by the Calcutta Police and neither the tranquillity of the country nor the scrupulous legality of our procedure is a guarantee against the contingency of the all-powerful fiat of the Government watch-dogs silencing scruples on the part of those who advise at Simla. Under such circumstances I have thought it well to address this letter to my countrymen, and especially to those who profess the principles of the Nationalist party, on the needs of the present and the policy of the future. ......The party is there, not less powerful and pervading than before, but in want of a policy and a leader. The first it may find, the second only God can give it. All great movements wait for their Godsent leader, the willing channel of His force, and only when He comes, move forward triumphantly to their fulfilment. ......Therefore the Nationalist party custodians of the future, must wait for the man who is to come, calm in the midst of calamity, hopeful under defeat, sure of eventual emergence

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

and triumph and always mindful of the responsibility which they owe not only to their Indian posterity but to the world. ......The whole of the moral strength of the country is with us, justice is with us, Nature is with us. The law of God which is higher than any human, justifies our action, youth is for us, the future is ours. ....Our ideal is an ideal which no law can condemn ; our chosen methods are such that no modern Government can expressly declare them illegal without forfeiting its claim to be considered a civilised administration. To that ideal and to those methods we must firmly adhere and rely on them alone for our eventual success. ...With the stray assassinations which have troubled the country we have no concern, and, having once clearly and firmly dissociated ourselves from them, we need notice them no further. They are the rank and noxious fruit of a rank and noxious policy and until the authors of that policy turn from their errors, no human power can prevent the poison-tree from bearing according to its kind. ....To deportation and proclamation, the favourite instruments of men incapable of a wise and strong rule, we can only oppose a steady and fearless adherence to the propagandism and practice of a lawful policy and a noble ideal. ......**Our ideal is that of Swaraj or absolute autonomy free from foreign control.** We claim the right of every nation to live its own life by its own energies according to its own nature and ideals. We reject the claim of aliens to force upon us a civilisation inferior to our own or to keep us out of our inheritance on the untenable ground of a superior fitness. While admitting the stains and defects which long subjection has induced upon our native capacity and energy, we are conscious of that capacity and energy reviving in us. We point to the unexampled national vigour which has preserved the people of this country through centuries of calamity and defeat, to the great action of our forefathers continued even to the other day, to the many men of intellect and character such as no other nation in a subject condition has been able to produce, and we say that a people capable of such unheard of vitality is not one which can be put down as a nation of children and incapables. We are in no way inferior to our forefathers. We have brains, we have courage, we have an infinite and various national capacity. All we need is a field and an opportunity. That field and opportunity can only be

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

provided by a national government, a free society and a great Indian culture.

Our ideal of Swaraj involves no hatred of any other nation nor of the administration which is now established by law in this country. We find a bureaucratic administration, we wish to make it democratic ; we find an alien government, we wish to make it indigenous ; we find a foreign control, we wish to render it Indian. ......Our ideal of patriotism proceeds on the basis of love and brotherhood and it looks beyond the unity of the nation and envisages the ultimate unity of mankind. But it is a unity of brothers, equals and free men that we seek, not the unity of master and serf, of devourer and devoured. Our methods are those of **self-help** and **passive resistance**. To unite and organise ourselves in order to show our efficiency by the way in which we can develop our industries, settle our individual disputes, keep order and peace on public occasions, attend to questions of sanitation, help the sick and suffering, relieve the famine-stricken, work out our intellectual, technical and physical education, evolve a Government of our own internal affairs so far as that could be done without disobeying the law or questioning the legal authority of the bureaucratic administration, this was the policy publicly and frankly adopted by the Nationalist party. In Bengal we had advanced so far as to afford distinct proof of our capacity in almost all these respects and the evolution of a strong, united well-organised Bengal had become a near and certain prospect. ......The **policy of passive resistance** was evolved partly as the necessary complement of self-help, partly as a means of putting pressure on Government. The essence of this policy is the refusal of co-operation so long as we are not admitted to a substantial share and an effective control in legislation, finance and administration. Just as "No representation, no taxation" was the watchword of American constitutional agitation in the eighteenth century, so "No control, no co-operation" should be the watchword of our lawful agitation—for constitution we have none,—in the twentieth. We sum up this refusal of co-operation in the convenient word "Boycott", refusal of co-operation in the industrial exploitation of our country, in education, in government, in judicial administration, in the details of official intercourse. ......It is generally supposed that the Nationalist party is committed

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

to the persistent and uncompromising refusal of co-operation until they get the full concession of Swaraj. Nationalist publicists have not cared to combat this error explicitly because they were more anxious to get their ideal accepted and the spirit of passive resistance and complete self-helf popularised than to discuss a question which was not then a part of practical politics. ......The Nationalist principle is the principle of "No control, no co-operation". ......The refusal of autocratic gifts does not involve a refusal to take up popular rights inalienably secured to the people. It is on the contrary with the object of compelling the concession of the various elements of Swaraj by peaceful moral pressure and in the absence of such concessions developing our own institution to the gradual extrusion and final supplanting of bureaucratic institution that the policy of self-help and passive resistance was started. The Nationalist programme was to build up a great deliberative and executive organisation on the basis of a reconstituted Congress, and this scheme still remains the only feasible means of organising the country. Even if a United Congress cannot be secured, the provinces ought to organise themselves separately, and perhaps this may prove to be the only possible way of restoring it from the bottom. ......There are now being suppressed by administrative order, it becomes a question whether we cannot replace them by a loose and elusive organisation of young men in groups ordering each its own work by common agreement and working hand in hand, but without a rigid or definite organisation. I throw out the suggestion for consideration by the leaders of thought and action in the provinces where unity seems at all feasible.

This then is the situation as it presents itself to me. The policy I suggest to the Nationalist party may briefly be summed up as follows :—

1. Persistence with a strict regard to law in a peaceful policy of self-help and passive resistance.

2. The regulation of our attitude towards the Government by the principle of "No control, no co-operation".

3. A rapproachment with the Moderate party wherever possible and the reconstitution of a United Congress.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

4. The regulation of the Boycott Movement so as to make both the political and the economic boycott effective.

5. The organisation of the Provinces if not of the whole country according to our original programme.

6. A system of co-operation which will not contravene the law and will yet enable workers to proceed with the work of self-help and national efficiency, if not quite so effectively as before, yet with energy and success.

July, 1909 }
Calcutta } AUROBINDO GHOSE

এই সময় কলিকাতা কুমারটুলির এক জনসভায় শ্রীঅরবিন্দ আসন্ন মর্লে-মিণ্টো শাসনসংস্কার সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। কেন তিনি শাসন-সংস্কারের বিরোধী তাহা বুঝাইয়া শ্রীঅরবিন্দ বলেন:

"...এই শাসনসংস্কার নিতান্তই অন্তঃসারশূন্য। ভারতবাসীর স্বার্থ আর ইংরেজের স্বার্থ এক নহে—এমন অবস্থায় ইংরেজের অনুগ্রহের দানকে আমি সন্দেহের চক্ষে না দেখিয়া পারি না। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না যে, যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা শাসকবর্গের হাতে রহিয়াছে, প্রস্তাবিত এই সংস্কার গৃহীত হইলে তাহারা সেই ক্ষমতা ত্যাগ করিবে। এই সংস্কার আমাদিগকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিবে মাত্র।"

উপরোক্ত বক্তৃতাটির মূল ইংরেজীর মর্ম্মের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল:

......But even if the response were less than he expected, even if the demoralisation he had heard of were real and there were a shrinkage in the numbers that attended, that would not discourage him. So long as in the country there were a few who had the courage of their faith, so long as there were even a few who were ready to proclaim their faith and live it, there was no fear for the ultimate triumph of the faithful. It is described in the Christian Bible how the cult of the true faith was almost extinguished by persecution and all Israel turned from Jehovah to foreign idols and even the chief prophet of the faith thought himself alone and hid his head. God called to him to go forth and strive with the priests of Baal, "Always", he said, "in the nation I have chosen there and some who confess me and now too in this nation there are seven thousand who have not bowed the knee to Baal." So always in this Bengal

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

which God had chosen there would always be several thousands who would be true to the faith and never bow the knee to false gods. If the voices that proclaimed it were silenced, if the organisers were taken away, others would rise in their place, if those were taken, still others would come, if few, yet faithful. Some would always be left who would not be afraid to utter the name of their Mother. Some would still preserve the faith and preach the gospel; theirs was the blood of *Raktabij* (*Laughter* and *cheers*). For their action sprang from no passing or material interest but from something that was imperishable and perennial. It was something which the fire could not burn and the sword could not kill, the winds of repression could not wither and all the waters could not drown. For all that there was a great importance in the nation's response on the seventh of August. On their action now it depended whether salvation came swiftly or were put off and the struggle and suffering prolonged for decades. On their fidelity to Swadeshi, to Boycott, to passive resistance rested the hope of a peaceful and spiritual salvation. On that it depended whether India would give the example unprecedented in history of a revolution worked out by moral force and peaceful pressure. For on the seventh August the strength of the nation would be measured, not the numerical strength, but the moral strength which was greater than anything physical. ......They must remember that it was a day of worship and consecration, when the Mother looked upon her assembled children. She would ask on this seventh of August how many were faithful to her and whether after her centuries of affliction she had still years of suffering to endure, or by the love and strength of her children might expect the approaching hour of her felicity. If they were unfaithful now, let them remember to whom they would be unfaithful,—to themselves, to their vows, to the future of their country, to God, to their Mother.—(Extracts from the summary of speech, *delivered in Kumartuli, Calcutta by the 1st week of August, 1909.*)

বাংলা "কর্ম্মযোগিন্" বাহির হইবার পর শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরিজাবাবু শ্রীঅরবিন্দের স্বহস্তলিখিত বাংলায় আর একখানি বাংলা সাপ্তাহিক প্রকাশিত করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিলেন। কিন্তু তিনি বাংলাভাষায় প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ প্রকাশ করিলে গিরিজাবাবু তাঁহাকে উৎসাহিত করেন। শ্রীঅরবিন্দ বাংলাভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিতে সম্মত হইলে সকলে তাঁহার লেখা বাংলা পড়িবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। নূতন বাংলা পত্রিকাখানির নাম হইল "ধর্ম্ম" এবং শ্রীঅরবিন্দ ইহার সম্পাদক হইলেন। যাঁহার কণ্ঠে এবং লেখনীতে বীণাপাণির নিত্য অবস্থান তাঁহার পক্ষে অসম্ভব কিছু ছিল না।

"ধর্ম্ম" বাহির হইল ১৯০৯ সালের ১৫ই আগষ্ট। প্রস্ফুটিত পদ্মের নীচে উৎকীর্ণ হইল গীতার শাশ্বত বাণী—"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত……।" এই পত্রিকার ভিতর দিয়া শ্রীঅরবিন্দ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া আত্ম-উৎসর্গের শক্তি অর্জ্জন করিবার শিক্ষাই বাঙ্গালীকে দিলেন। তিনি তাহাদের বলিলেন—কর্ম্মের মধ্যে নামের মোহ থাকা উচিত নয়, কারণ তাহা হইলে কোন কর্ম্মই সুসম্পন্ন হয় না। বিনা সংযমে, বিনা সাধনায় যে কাজ সম্পন্ন হয় তাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে। সেইজন্য তিনি দেশবাসীকে নামের মোহ পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ শক্তিসাধক হইয়া শক্তি-পূজার ব্রতী হইতে উপদেশ দিলেন। "ধর্ম্ম" পত্রিকায় মূলতঃ এই আদর্শই প্রচারিত হইত। নিয়মিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ভিন্ন শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি মূল্যবান্ রচনা এই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল—'কারাকাহিনী', 'বঙ্কিমচন্দ্র', 'ক্ষমার আদর্শ', 'জগন্নাথের রথ', 'গীতার ভূমিকা' প্রভৃতি। 'ধর্ম্ম' পত্রিকায় স্বাধীনতার ব্যাখ্যায় লিখিলেন ঃ

"স্বাধীনতা আমাদের রাজনৈতিক চেষ্টার উদ্দেশ্য, কিন্তু স্বাধীনতা কি, তাহা লইয়া মতভেদ বর্ত্তমান। অনেকে স্বায়ত্তশাসন বলেন, অনেকে ঔপনিবেশিক স্বরাজ বলেন, অনেকে সম্পূর্ণ স্বরাজ বলেন। আর্য্য ঋষিগণ সম্পূর্ণ ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা এবং তৎফলস্বরূপ অক্ষুণ্ণ আনন্দকে স্বারাজ্য বলিতেন। রাজনীতিক স্বাধীনতা স্বারাজ্যের একমাত্র অঙ্গ। তাহার দুই দিক আছে, বাহ্যিক স্বাধীনতা, ও আন্তরিক স্বাধীনতা। বিদেশীর শাসন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি বাহ্যিক স্বাধীনতা, প্রজাতন্ত্র আন্তরিক স্বাধীনতার চরম বিকাশ। ……যতদিন প্রজাতন্ত্র সংস্থাপন না হয় ততদিন জাতির অন্তর্গত প্রজাকে স্বাধীন মনুষ্য বলে না। আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

স্বাধীনতাই জীবনরক্ষা, স্বাধীনতাই উন্নতির সম্ভাবনা। ......পরের স্বভাবনিয়ত পথে অগ্রসর হইবার শক্তি ও প্রেরণা আমাদের নাই। ......উপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন স্বরাজ নয়, তবে যদি বিনাসর্ত্তে সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয় এবং জাতি আদর্শভ্রষ্ট ও স্বধর্ম্মভ্রষ্ট না হয়, স্বরাজের অনুকূল ও পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা হইতে পারে বটে। ......কিন্তু আমরা পূর্ণাঙ্গ স্বরাজ ভিন্ন মিথ্যা রাজনীতি ও দেশরক্ষার ভুল মার্গ প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত নহি"।

'আর্য্য আদর্শ ও গুণত্রয়' প্রবন্ধে লিখিলেন :

"......আজ পর্য্যন্ত যাহাকে আমরা আর্য্য শিক্ষা বলি, তাহা প্রাচ্য সাত্ত্বিক গুণের অনুশীলন। রজোগুণের আদর এই দেশে ক্ষত্রিয় জাতির লোপে লুপ্ত হইয়াছে। অথচ জাতীয় জীবনে রজঃশক্তির নিরতিশয় প্রয়োজন আছে। সেইজন্য গীতার দিকে লোকের মন আজকাল আকৃষ্ট হইয়াছে। গীতার শিক্ষা পুরাতন আর্য্য শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়াও অতিক্রম করিয়াছে। গীতোক্ত ধর্ম্ম রজোগুণকে ভয় করে না, তাহাতে রজঃশক্তিকে সত্ত্বসেবায় নিযুক্ত করিবার পন্থা আছে, প্রবৃত্তিমার্গে মুক্তির উপায় প্রদর্শিত আছে। এই ধর্ম্ম অনুশীলনের জন্য জাতির মন কিরূপ প্রস্তুত হইতেছে, তাহা জেলেই প্রথম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম, এখনও স্রোত নির্ম্মল হয় নাই, এখনও কলুষিত ও আবিল, কিন্তু অতিরিক্ত বেগ যখন অল্প প্রশমিত হইবে, তখন তাহার মধ্যে যে বিশুদ্ধ শক্তি লুক্কায়িত, তাহার নিখুঁত কার্য্য হইবে।

"...যাঁহারা আমার সঙ্গে বন্দী ও এক অভিযোগে অভিযুক্ত, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে নির্দ্দোষী বলিয়া মুক্তি পাইয়াছেন, আর সকলে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া দণ্ডিত। মানবসমাজে হত্যা হইতে গুরুতর অপরাধ হইতে পারে না। জাতীয় স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া যে হত্যা করে, তাহার ব্যক্তিগত চরিত্র কলুষিত না হইতে পারে কিন্তু তাহাতে সামাজিক হিসাবে অপরাধীর গুরুত্ব লাঘব হইল না। ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে হত্যার ছায়া অন্তরাত্মায় পড়িলে মনে যেন রক্তের দাগ বসিয়া থাকে, ক্রূরতার সঞ্চার হয়। ক্রূরতা বর্ব্বরোচিত গুণ, মনুষ্য-উন্নতির ক্রম-বিকাশে যে সকল গুণ অল্পে অল্পে বর্জ্জিত হইতেছে, এই সকলের মধ্যে ক্রূরতা প্রধান। ইহা সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিতে পারিলে মানবজাতির উন্নতির পথে একটি বিঘ্নকর কণ্টক উন্মূলিত হইয়া যাইবে। আসামীর দোষ ধরিয়া লইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে রজঃশক্তির ক্ষণিক উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা মাত্র। তাহাদের মধ্যে এমন সাত্ত্বিক শক্তি নিহিত যে এই ক্ষণিক উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বারা দেশের অমঙ্গল সাধিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই।"

"......অন্তরের যে স্বাধীনতার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমার সঙ্গীগণের সে স্বাধীনতা স্বভাবসিদ্ধ গুণ। যে কয়দিন আমরা একসঙ্গে এক বৃহৎ দালানে রক্ষিত ছিলাম, আমি তাঁহাদের আচরণ ও মনের ভাব বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। দুইজন ভিন্ন * কাহারও মুখে বা কথায় ভয়ের ছায়া পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই। প্রায় সকলেই তরুণবয়স্ক, অনেকে অল্পবয়স্ক বালক, যে অপরাধে ধৃত, দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহার দণ্ড যেরূপ ভীষণ †

* সর্ব্বসমেত ৪৭ জন আসামী ছিল।

† ফাঁসি বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড এবং সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাহাতে দৃঢ়মতি পুরুষেরও বিচলিত হইবার কথা। আর ইঁহারা বিচারে খালাস হইবার আশাও বড় রাখিতেন না। বিশেষতঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে সাক্ষী লেখা-সাক্ষীর যেরূপ ভীষণ আয়োজন চলিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া আইন-অনভিজ্ঞ ব্যক্তির মনে সহজেই ধারণা হয় যে নির্দ্দোষীরও এই ফাঁদ হইতে নির্গমনের পথ নাই। অথচ তাঁহাদের মুখে ভীতি বা বিষণ্নতার পরিবর্ত্তে কেবল প্রফুল্লতা, সরল হাস্য, নিজের বিপদকে ভুলিয়া ধর্ম্মের ও দেশের কথা।...... ...কাছেরী না থাকিলে কেহ ঘুমাইত, কেহ কেহ খেলা করিত—যে দিন যে খেলা জোটে, আসক্তি কাহারও নাই। কোনদিন মণ্ডপে বসিয়া কোন শান্ত খেলা—কোনদিন বা দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি, দিনকতক ফুটবল চ'লিল। ফুটবলটা অবশ্য অপূর্ব্ব উপকরণে গঠিত। দিনকতক কাণামাছিই চলিল। এক একদিন ভিন্ন ভিন্ন দল গঠন করিয়া একদিকে জুজিৎসু শিক্ষা অন্যদিকে উচ্চ লম্ফ ও দীর্ঘ লম্ফ আর একদিকে drafts বা দশপঁচিশ। দুই চারিজন গম্ভীর প্রৌঢ় লোক ভিন্ন সকলেই প্রায় বালকদের অনুরোধে এইসকল খেলায় যোগ দিতেন। দেখিলাম ইহাদের মধ্যে বয়স্ক লোকেরও বালস্বভাব। সন্ধ্যাবেলায় গানের মজলিস্ জমিত। উল্লাস, শচীন্দ্র, হেম দাস, যাহারা গানে সিদ্ধ, তাহাদের চারিদিকে আমরা সকলে বসিয়া গান শুনিতাম। স্বদেশী বা ধর্ম্মের গান ব্যতীত অন্য কোনরূপ গান হইত না। এক একদিন কেবল আমোদ করিয়া উল্লাসকর হাসির গান অভিনয়, Ventriloquism, অনুকরণ বা গেঁজের গল্প করিয়া সন্ধ্যা কাটাইত।......মোকদ্দমায় কেহ মন দিত না, সকলেই ধর্ম্মে বা আনন্দে দিন কাটাইত। এই নিশ্চিন্ত ভাব কঠিন কুক্রিয়াভ্যস্ত হৃদয়ের পক্ষে অসম্ভব; তাহাদের মধ্যে কাঠিন্য, ক্রূরতা, কুক্রিয়াসক্তি, কুটিলতা, লেশমাত্র ছিল না। কি হাস্য কি কথা কি খেলা তাহাদের সকলই আনন্দময়, পাপহীন, প্রেমময়।

"...এই মানসিক স্বাধীনতার ফল অচিরে বিকাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপ ক্ষেত্রেই ধর্ম্মবীজ বপন হইলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ফল সম্ভবে। যীশু কয়েকজন বালককে দেখাইয়া শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন "যাঁহারা এই বালকের তুল্য, তাঁহারাই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।" জ্ঞান ও আনন্দ সত্ত্বগুণের লক্ষণ। যাঁহারা দুঃখকে দুঃখ জ্ঞান করেন না, যাঁহারা সকল অবস্থায় আনন্দিত প্রফুল্লিত, তাঁহাদেরই যোগে অধিকার। জেলে রাজসিক ভাব প্রশ্রয় পায় না, আর নির্জ্জন কারাগারে প্রবৃত্তির পরিপোষক কিছুই নাই। এই অবস্থায় অসুরের মন চিরাভ্যস্ত রজঃশক্তির উপকরণের অভাবে আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় নিজেকে নাশ করে। পাশ্চাত্য কবিগণ যাহাকে Eating one's own heart বলেন, সেই অবস্থা ঘটে। ভারতবাসীর মন সেই নির্জ্জনতায়, সেই বাহ্যিক কষ্টের মধ্যে চিরন্তন টানে আকৃষ্ট হইয়া ভগবানের নিকট ছুটিয়া যায়। আমাদের ইহাই ঘটিয়াছে। জানি না কোথা হইতে একটি স্রোত আসিয়া সকলকে ভাসাইয়া নিয়া গেল। যে কখনও ভগবানের নাম করে নাই, সেও সাধনা করিতে শিখিল। আর সেই পরম দয়ালুর দয়া অনুভব করিয়া আনন্দময় হইয়া পড়িল। অনেক দিনের অভ্যাসে যোগীর যাহা হয়, এই বালকদের দু'চারি মাসের সাধনায় তাহা হইয়া গেল। রামকৃষ্ণ পরমহংস একবার বলিয়াছিলেন, "এখন তোমরা কি দেখ্‌ছ,—ইহা কিছুই নয়, দেশে এমন স্রোত আস্‌ছে যে, অল্প বয়সের ছেলে তিন দিন সাধনা করে' সিদ্ধি পাবে।" এই বালকদিগকে দেখিলে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র থাকে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

না। ইঁহারা যেন সেই প্রত্যাশিত ধর্ম্মপ্রবাহের মূর্ত্তিমন্ত পূর্ব্বপরিচয়। এই সাত্ত্বিক ভাবের তরঙ্গ কাঠগড়া বাহিয়া চার পাঁচজন ভিন্ন অন্য সকলের হৃদয় মহানন্দে আপ্লুত করিয়া তুলিত। ইহার আস্বাদ যে একবার পাইয়াছে, সে কখনও তাহা ভুলিতে পারে না এবং কখনও অন্য আনন্দকে ইহার তুল্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। এই সাত্ত্বিক ভাবই দেশের উন্নতির আশা। ভ্রাতৃভাব, আত্মজ্ঞান, ভগবৎপ্রেম যেমন সহজে ভারতবাসীর মনকে অধিকার করিয়া কার্য্যে প্রকাশ পায়, আর কোনও জাতির তেমন সহজে হওয়া সম্ভব নয়। চাই তমো-বর্জ্জন, রজোদমন, সত্ত্বপ্রকাশ। ভারতবর্ষের জন্য ভগবানের গূঢ় অভিসন্ধিতে তাহাই প্রস্তুত হইতেছে।" —("ধর্ম্ম" সাপ্তাহিক পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দের নিজস্ব বাংলায় লিখিত)।

'কারাকাহিনী' প্রবন্ধে লিখিলেন :

"......কোর্টে ইহাদের আচরণ দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে বঙ্গের নূতন যুগ আসিয়াছে, নূতন সন্ততি মায়ের কোলে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে কালের বাঙ্গালী ছেলে দুই প্রকারের ছিল, হয় শান্ত, শিষ্ট ও নিরীহ, সচ্চরিত্র, ভীরু, আত্মসম্মান ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাশূন্য—নয় দুশ্চরিত্র, দুর্দ্দান্ত, অস্থির, ঠগ্, সংযম ও সততাশূন্য।......কিন্তু এই বালকগণকে দেখিয়াই বোধ হইত যেন অন্য কালের অন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত উদারচেতা, দুর্দ্দান্ত তেজস্বী পুরুষসকল আবার ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেই নির্ভীক সরল চাহনি, সেই তেজোপূর্ণ কথা, সেই ভাবনাশূন্য আনন্দময় হাস্য, এই ঘোর বিপদের সময়ে সেই অক্ষুণ্ণ তেজস্বিতা, মনের প্রসন্নতা—বিমর্ষতা, ভাবনা বা সন্তাপের অভাব—সে কালের তমঃক্লিষ্ট ভারতবাসীর নহে, নূতন যুগের, নূতন জাতির, নূতন কর্ম্মস্রোতের লক্ষণ। ইঁহারা যদি হত্যাকারী হন, তবে বলিতে হয় যে, হত্যার রক্তময়-ছায়া তাঁহাদের স্বভাবে পড়ে নাই,—ক্রূরতা, উন্মত্ততা, পাশবিক ভাব তাঁহাদের মধ্যে আদবে ছিল না...এই অদ্ভুত দৃশ্যে দেখা যাইত যে, মোকদ্দমা চলিতেছে, ত্রিশ চল্লিশজন আসামীর সমস্ত ভবিষ্যৎ লইয়া টানাটানি হইতেছে, তাহার ফল ফাঁসীকাঠে মৃত্যু বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইতে পারে, অথচ সেই আসামীগণ সেইদিকে দৃকপাত না করিয়া কেহ বঙ্কিমের উপন্যাস, কেহ বিবেকানন্দের রাজযোগ বা Science of Religion, কেহ গীতা, কেহ পুরাণ, কেহ য়ুরোপীয় দর্শন একাগ্র মনে পড়িতেছেন।............।"

... ...

"...... অনেকদিন হৃদয়স্থ নারায়ণের সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য প্রবল চেষ্টা করিয়াছিলাম, উৎকট আশা পোষণ করিতেছিলাম জগদ্ধাতা পুরুষোত্তমকে বন্ধুভাবে লাভ করি। কিন্তু সহস্র সাংসারিক বাসনার টান, নানা কর্ম্মে আসক্তি, অজ্ঞানের প্রগাঢ় অন্ধকারে তাহা পারি নাই। শেষে পরম দয়ালু সর্ব্বমঙ্গলময় শ্রীহরি সেইসকল শত্রুকে এক কোপে নিহত করিয়া সুবিধা করিলেন, যোগাশ্রম দেখাইলেন, স্বয়ং গুরুরূপে, সখারূপে সেই ক্ষুদ্র সাধন-কুটীরে অবস্থান করিলেন। সেই আশ্রম ইংরাজের কারাগার।...বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কোপ-দৃষ্টির একমাত্র ফল—আমি ভগবানকে পাইলাম"।—("ধর্ম্ম" সাপ্তাহিক পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দের লিখিত বাংলা)।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই সময়ে "ধর্ম্ম" পত্রিকায় "ধর্ম্ম ও জাতীয়তা" প্রভৃতি প্রবন্ধে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে নিম্নে দুইএকটি উদ্ধৃত করিলাম:

"১৯০৭ এর পর আমরা এক নূতন যুগে এসে উত্তীর্ণ হয়েছি। ভারতের পক্ষে এই যুগ আশা ও অভ্যুদয়ের যুগ। শুধুই ভারতে নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে এই মধ্যযুগের আকস্মিক অভ্যুত্থান ঘটবে। এতে অনেক কিছুই ওলোট পালোট হয়ে যাবে। উচ্চের স্থান নিচে নেমে আসবে, নিচের জিনিষ উঁচুতে উঠে যাবে। যারা পতিত, যারা পদদলিত, তারা হবে নবীন মর্য্যাদায় উন্নত। সকল জাতি ও সমগ্র মানবসম্প্রদায় একটা নূতন চৈতন্যলাভে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবে, নূতন ভাবে আর নূতন প্রেরণায় তারা নূতন রকম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবে। আর এই সমস্ত যুগান্তকারী পরিবর্ত্তনের মধ্যে ভারত হয়ে যাবে সম্পূর্ণ স্বাধীন।" —(১৯০৯ সালের 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকা হইতে অনূদিত।)

"অনেক পরস্পরবিরোধী জাতি এই দেশে বাস করে। কখনও সদ্ভাব মৈত্রী একতা ছিল না, কিন্তু তাহাতে ভয় কি? ধর্ম্মমত এক নহে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মিল নাই, মিলের আশাও নাই, কিন্তু তথাপি ভয় নাই। একদেশে নানা ভাষা, ভাই ভাইয়ের কথা বুঝিতে অক্ষম, পরস্পরের ভাবে প্রবেশ করি না, হৃদয়ে হৃদয়ে আবদ্ধ হইবার পথে অভেদ্য প্রাচীর পড়িয়া রহিয়াছে, অতি কষ্টে লঙ্ঘন করিতে হয়, তথাপি ভয় নাই।......এইসকল বাধায় চিরকাল আটকায় না। মায়ের প্রয়োজন, মায়ের টান, মায়ের প্রাণের বাসনা বিফল হয় না, তাহা সকল বাধা, সকল বিরোধ অতিক্রম করে।......প্রাকৃতিক নিয়ম এই, সর্ব্বদেশের ইতিহাসের শিক্ষা এই। দেশ-জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা, সেই সম্বন্ধ অব্যর্থ। স্বদেশ থাকিলে জাতীয়তা অবশ্যম্ভাবী। এক দেশে দুই জাতি চিরকাল থাকিতে পারে না, মিলিত হইবেই। ....।"—(১৯১০ সালের 'ধর্ম্ম' পত্রিকা হইতে।)

বন্দে মাতরম্—কর্ম্মযোগিন্—ধর্ম্ম—এই তিনটি কাগজের ভিতর দিয়া একই সুর ঝঙ্কৃত হইয়াছিল—তাহা দেশাত্মবোধের সুর, স্বাধীনতার সুর। তিনটি সুরে একই ভাবের বিকাশ—একই জাতীয় আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি। শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতিতে ফাঁকির কোনও ফাঁকই ছিল না, উত্তেজনার ক্ষণস্থায়ী উত্তাপ ছিল না। ধাপে ধাপে তিনি জাতিকে তাহার লক্ষ্যের পথে পৌঁছাইবার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন এই তিনটি পত্রিকার মারফৎ। 'বন্দে মাতরম্' হইতে 'ধর্ম্ম'—আপাতদৃষ্টিতে anti-climax মনে হইতে পারে, কিন্তু সমগ্রভাবে বিচার করিয়া দেখিলে আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই যে, ভারতের রাজনীতি ইউরোপের 'পলিটিকস্' নয়—ইহার একটা বিশেষ লক্ষ্য আছে—সেই লক্ষ্যে পৌঁছাইতে হইলে এই তিনটি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সোপান অতিক্রম করিতেই হইবে। গান্ধীযুগের রাজনৈতিক ভারত এবং বর্ত্তমানের ভারত—ইহাই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক দৃষ্টি এই তিনটি পত্রিকার ভিতর দিয়া সেই ইঙ্গিত বহু পূর্ব্বেই দিয়াছিল।

কর্ম্মযোগিনের ন্যায় ধর্ম্মও অচিরকালমধ্যে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে স্থান পাইল। এই সময় দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় সহযোগিতার সুর ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। মডারেটদের প্রবীণ নেতা গোখলের কণ্ঠেই প্রথম এই সুর ধ্বনিত হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ অন্যান্য নেতাদের কণ্ঠেও তাহা প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। কিন্তু সহযোগিতা বা co-operation বলিতে দেশবাসীর মনে তখনও স্পষ্ট কোন ধারণা জন্মে নাই। শ্রীঅরবিন্দ বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করিয়া জুলাইএর শেষে কর্ম্মযোগিন্ কাগজে "An open letter to my countrymen" প্রবন্ধে সব ব্যক্ত করিয়াছিলেন আবার কলেজ স্কোয়ারের এক বক্তৃতায় দেশবাসীর নিকট সহযোগিতার মর্ম্মার্থ-বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। নিম্নে কলেজ স্কোয়ার বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ঃ

"......The time fixed by the law for the breaking up of the meetings is also at hand, ...But there is just one word that has to be spoken to-day. ......Recently a speech has been made in the Bengal Legislative Council by the Lieutenant Governor of this province, a speech which I think is one of the most unfortunate and most amazing that have ever been delivered by a ruler in his position. The occasion of the speech was a reference to certain murders that have recently been committed in London. ......And he wanted from us one thing more and that was co-operation. He wants co-operation from the whole community. He further saddled his request with the threat that if this co-operation were not obtained, steps would have to be taken in which there would be no room for nice discrimination between the innocent and the guilty. ......There has been much talk recently, in a wider sense, of co-operation. Now gentlemen, we are a people who demanded self-government. We

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

have a government in which we are not at all associated and over which we have no control. What is the thing a co-operation of this kind can really demand from us? It can only demand from us obedience to the law, co-operation in keeping the law and observing peace and order. ......The ruler of Bengal in his speech spoke in approval of a certain speech made by Mr. Gokhale at Poona recently. In that speech Mr. Gokhale declared that the ideal of independence was an ideal which no sane man could hold. He said that it was impossible to achieve independence by peaceful means and the people who advocate the peaceful methods of passive resistance are men who, out of cowardice, do not speak out the thought that is in their heart. That idea of Mr. Gokhale's has been contradicted beforehand by the Sessions Judge of Alipore and even an Anglo-Indian paper was obliged to say that Mr. Gokhale's justification of the repression on the ground that stern and relentless repression was the only possible attitude the Government could adopt towards the ideal of independence was absurd because the ideals and thoughts of a nation could not be punished. This was a very dangerous teaching which Mr. Gokhale introduced into his speech, that the ideal of Independence whether we call it Swaraj or Autonomy or Colonial Self-Government, because these two things in a country circumstanced like India meant in practice the same (*loud applause*),—cannot be achieved by peaceful means; Mr. Gokhale knows or ought to know that this ideal which decries is deeply rooted in the minds of thousands of the people and cannot be driven out. ......If any doctrine can be dangerous, if any teacher can be said to have uttered words dangerous to the peace of the country, it is Mr. Gokhale himself. (*Loud cheers*). ......We have told the young men of our country, "Build up your own industries, build up your schools and colleges, settle your own disputes. You are always told that you are not fit for Self-Government. Show by example that you are fit to govern yourselves, show it by developing Self-Government through self-help and not by depending upon others." There is a second limb to that policy and it is passive resistance. Passive resistance means two things. ......Co-operation can only be given if the Government which is now alien becomes our own, if the people have a share in it, not merely in name, not merely by

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

the right of talk in the Legislative Council, not merely by apparent concessions, but by getting some measures of control in the matter of legislation, in the expenditure of the taxes they are called on to pay for the maintenance of the administration, if, in short, they can be given some starting-point from which in future the Government of the country can be developed into a Government of the people. ......We cannot sacrifice our country. We cannot give up the ideal that is dear to our heart. We cannot sacrifice our Mother. If you take away our primary rights all that is left for us is passive resistance and peacefully to suffer, peacefully to refuse the parody of co-operation which we are asked to give".—(*Extracts from a speech delivered in* College Square *by the middle of July, 1909.*)

১৯০৯ সাল, ২৩শে নভেম্বর। হাইকোর্টেই আলিপুর বোমার মামলার আপীলের রায় বাহির হইল। হাইকোর্টে এই মামলার অন্যতম বিচারক ছিলেন চীফ জাষ্টিস্ জেনকিন্স্। ন্যায়বিচারক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। জেনকিন্সের রায়ের উপর বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করিয়া শ্রীঅরবিন্দ কর্ম্মযোগিন্ ও ধর্ম্ম পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিলেন। সেই তীব্র সমালোচনা গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এড়াইল না। কারামুক্তির পর হইতে তাঁহারা শ্রীঅরবিন্দের লেখা ও বক্তৃতার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। গভর্ণমেণ্ট বুঝিলেন দেশে বিপ্লবের আদর্শকে সঞ্জীবিত রাখিতে একা এই মানুষটি যথেষ্ট। জনসাধারণ আজও ইঁহার চিন্তায় প্রভাবান্বিত হইতেছে। গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এই মানুষটি সত্যই বিপজ্জনক—এই ধারণাই শাসকবর্গের অন্তরে এখন দৃঢ় হইল।

ইহার অনতিকাল পরেই ১৯১০ সালের প্রথম ভাগে কর্ম্মযোগিন্ পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ 'বর্ত্তমান অবস্থা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিলেন। গভর্ণমেণ্টের চক্ষে এই প্রবন্ধটি রাজদ্রোহমূলক বলিয়া মনে হইল। রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভ হইতেই যখন যাহা বলিবার শ্রীঅরবিন্দ তাহা নির্ভীকভাবেই বলিয়াছেন, অকুণ্ঠ ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। কোন্ লেখাটি রাজ-দ্রোহমূলক হইবে—ইহা কোনও দিন চিন্তা করিয়া দেখেন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নাই, দেখিবার প্রয়োজনই মনে করেন নাই। দেশকে জাগাইতে হইবে, প্রাণ জাগাইতে হইবে—ইহাই ছিল শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনের স্বপ্ন এবং সাধনা। তাই ইংরেজের রক্তচক্ষু তাঁহার চিরনির্ভীক অন্তরে বিন্দুমাত্র ভয় উদ্রেক করিতে পারিত না। তাঁহার সে দিনের এই "Present Situation" প্রবন্ধটি শাসকবর্গকে সত্যই উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল।

শ্রীঅরবিন্দ যখন এইসব প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় অপ্রত্যাশিতভাবে বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করিয়া শাসকবর্গকে বিস্মিত করিয়া দিল। সরকারের পক্ষ হইতে আলিপুর বোমার মামলার তদ্বিরকার্য্যে নিযুক্ত পুলিশের ইন্‌সপেক্টর মৌলভী সামস্থল আলাম পুলিশের ডেপুটি স্থপারিন্টেণ্ডেণ্টের পদে উন্নীত হইয়া সরকারের কাজে হাইকোর্টে আসিতেন। একদিন হাইকোর্টের সিঁড়ি হইতে নামিবার সময় (অর্থাৎ ১৯১০ সালের ২৪শে জানুয়ারী) বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত নামক এক যুবকের হস্তে নিহত হন। শ্রীঅরবিন্দ এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখিলেন। কর্তৃপক্ষ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাদের ধারণা হইল শ্রীঅরবিন্দকে অবিলম্বে সরাইতে না পারিলে বৈপ্লবিক কার্য্য থামিবে না। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তখনও নিরুদ্বিগ্নচিত্তে নিজেকে দেশের কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া "কর্ম্মযোগিন্" ও "ধর্ম্ম" পত্রিকা দুইটির ভিতর দিয়া স্বাধীনতার নূতন আদর্শ প্রচার করিতে লাগিলেন।

মর্লে-মিণ্টো শাসনসংস্কারের প্রস্তাব এদেশে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে (১৯১০, জানুয়ারী) ভারতবাসীর নিকট সরকারী হৃদয়-পরিবর্ত্তনের প্রমাণ হিসাবে বাংলার নির্ব্বাসিত নেতৃবৃন্দকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। নির্ব্বাসন হইতে ফিরিয়া শ্রীঅরবিন্দের অন্তরঙ্গ সহকর্ম্মী শ্যামসুন্দর "কর্ম্মযোগিন্" ও "ধর্ম্মের" সহকারী সম্পাদকের কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন কিন্তু "অমৃতবাজার পত্রিকার" সম্পাদক মতিলাল ঘোষের বিশেষ অনুরোধে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাঁহাকে 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' যোগদান করিতে হইল। অবসর সময়ে শ্যামসুন্দর "ধর্ম্ম" ও "কর্ম্মযোগিনের" জন্যও দুইএকটি প্রবন্ধ লিখিতেন। শ্রীঅরবিন্দের অনুপস্থিতিকালে "কর্ম্মযোগিন্" ও "ধর্ম্মের" কাজ শ্যামবাবু যাহাতে চালাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা হইতে লাগিল।

ঠিক এই সময়েই তাঁহার জীবনবিধাতা শ্রীঅরবিন্দের জীবনের গতিকে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে পরিচালিত করিবার জন্য নেপথ্যে আয়োজন করিতেছিলেন। সামসুল আলামের হত্যার অব্যবহিতকাল পরেই একদিন ভগিনী নিবেদিতা আসিয়া সংবাদ দিলেন দুইএকদিনের মধ্যেই শ্রীঅরবিন্দকে নির্ব্বাসিত করা হইবে এবং আর কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহার কলিকাতা পরিত্যাগ করা উচিত।

ভগিনী নিবেদিতার কথা ভগবদ্‌বাক্য বলিয়াই শ্রীঅরবিন্দ গ্রহণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুরক্ত ভক্তেরা তাঁহাকে কলিকাতা হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইবার আয়োজন করিলেন। ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমে একদিন বৈকালে শ্রীযুক্ত সুরেশ চক্রবর্ত্তী, নলিনী গুপ্ত, বিজয় নাগ, রামচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির সহিত তিনি শ্যামপুকুরের "কর্ম্মযোগিন্" আফিস হইতে অজানা পথের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। শ্যামপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। সেখান হইতে নৌকাযোগে সুরেশ চক্রবর্ত্তী ও বিজয় নাগের সহিত তিনি চন্দননগর যাত্রা করিলেন। পরদিন সকালে মতিলাল রায় নৌকাতে শ্রীঅরবিন্দকে দেখিয়া তাঁহাকে নিজ বাড়ীতে লুকাইয়া রাখিলেন। মতিবাবুর বাড়ী বসিয়া তিনি যোগ-সাধন করিতে লাগিলেন এবং সেইখানে তিনি "Yoga and its object" নাম দিয়া যোগ সম্বন্ধে একখানি বই লেখেন। তারপর ১৯১০ সালের ৪ঠা এপ্রিল ছদ্মনামে পণ্ডিচেরীতে উপস্থিত হন। ইহার পর চারি বৎসরকাল তাঁহার স্বদেশবাসী বা অন্তরঙ্গরা জানিতে পারে নাই শ্রীঅরবিন্দ কোথায়।

শ্যামপুকুরের "কর্ম্মযোগিন্" আফিস হইতে বাহির হইয়া শ্রীঅরবিন্দ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আর কলিকাতায় ফিরিলেন না। তাঁহার বিশ্বস্ত দেহরক্ষী ধরম সিং খোঁজ-খবর লইতে আসিল। শ্রীঅরবিন্দের তৎকালীন সেক্রেটারী রামচন্দ্র মজুমদার ৬ নং কলেজ স্কোয়ারে সঞ্জীবনী আফিসে গিয়া শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং শ্রীঅরবিন্দের সহধর্ম্মিণী ও ভগিনীকে বলিয়া আসিলেন যে শ্রীঅরবিন্দ কয়েক-দিনের জন্য বিশেষ কাজে বাহিরে গিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দের আকস্মিক অনুপস্থিতিতে কাহাকেও বিশেষ উৎকণ্ঠিত করিল না। রামবাবুকে তাঁহার বন্ধুরা শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"কর্ত্তা বলে গেছেন '১৯৫৬ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করবে, ভারতের স্বাধীনতা যাহাতে রক্ষা হয় তাহার জন্য আমাকে তপস্যা করিতে যাইতে হইতেছে।"

দিন যায়। শ্রীঅরবিন্দের কোন সংবাদ নাই। ইতিমধ্যে তাঁহার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বাহির হইয়াছে। কিন্তু কেহই জানে না শ্রীঅরবিন্দ কোথায়। পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া তিনি কোথায় গেলেন, কিভাবে গেলেন কেহই তাহা জানিতে পারিল না। শাসকবর্গের বিস্ময়ের ও দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না। শ্রীঅরবিন্দের অনুপস্থিতিতে "কর্ম্মযোগিন্" ও "ধর্ম্ম" সম্পাদনার ভার গ্রহণ করিলেন শ্যামসুন্দর। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দকে ধরিতে না পারিয়া পুলিশের কোপদৃষ্টি স্বভাবতঃই এই দুইখানি পত্রিকার উপর পড়িল। "কর্ম্মযোগিন্" ও "ধর্ম্ম" পত্রিকার ছাপাখানায় পুলিশ আসিয়া তালা লাগাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকা দুইখানির প্রকাশও বন্ধ হইয়া গেল। পুলিশ পত্রিকা দুইখানি বন্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হইল না। কর্ম্মযোগিনে প্রকাশিত রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধের জন্য এই পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা করিল। কর্ম্মাধ্যক্ষ গিরিজাবাবু এই মামলা চালাইলেন। যে প্রবন্ধের জন্য এই মামলা আনা হইয়াছিল বিচারে তাহা রাজদ্রোহমূলক বলিয়া প্রমাণিত হইল না।

কিন্তু কোথায় শ্রীঅরবিন্দ? দেশাত্মবোধের মূর্ত্ত বিগ্রহ লোকচক্ষুর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অন্তরালে সহসা কোথায় আত্মগোপন করিলেন? তাঁহার দেশবাসী অনেক চেষ্টা করিয়াও শ্রীঅরবিন্দের কোন সন্ধানই আর পাইল না। তাঁহার দেদীপ্যমান রাজনৈতিক জীবনের উপর সহসা এক রহস্যের যবনিকা নামিয়া আসিল। তাঁহার এই আকস্মিক অন্তর্দ্ধানকে কেন্দ্র করিয়া নানা জনে নানা কথা বলিল। মুখে মুখে নানা রকমের গুজব পল্লবিত হইয়া উঠিল। এক বৎসর দুই বৎসর করিয়া চারি বৎসর অতীত হইয়া গেল, তাঁহার কোন সংবাদই কেহ জানিতে পারিল না।

———

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নবম অধ্যায়

"আর্য্য" পত্রিকা ও যোগজীবন

"......আমার যোগের প্রতিষ্ঠা কর্‌তে চাই—ব্যষ্টিতে সমষ্টিতে to realise God in life"—শ্রীঅরবিন্দ।

শ্রীঅরবিন্দের অপ্রত্যাশিত অন্তর্দ্ধানের পর দেখিতে দেখিতে চারি বৎসর কাটিয়া গেল। এই চারি বৎসরের ঘটনাস্রোত দ্রুত বহিয়া গিয়াছে—বাংলা ও ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়া অনেকখানি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। মৃতকল্প এই জাতির প্রাণে যে সঞ্জীবন-মন্ত্র শ্রীঅরবিন্দ সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতে সেই মন্ত্র ব্যর্থ হইল না। বাংলার বিপ্লবী যুবকবৃন্দ স্বদেশপ্রেমের আহিতাগ্নি বক্ষে প্রজ্বলিত রাখিয়া প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে সংগ্রামমুখী মনোবৃত্তি লইয়া নিজেদের কার্য্য করিতে লাগিল। দ্বীপান্তর, দেশান্তর, নিপীড়ন, নির্য্যাতন কিছুই তাহাদিগকে দমন করিতে সক্ষম হইল না। এমন কি ফাঁসীর মঞ্চে উঠিয়াও হাসিমুখে তাহারা জীবনের জয়গান গাহিয়া শাসকবর্গকে বিস্মিত করিল। শ্রীঅরবিন্দ নাই, কিন্তু তাঁহার 'বন্দে মাতরমে'র আদর্শ মরে নাই, 'কর্ম্মযোগিন্' ও 'ধর্ম্মের' আদর্শ মরে নাই। অলক্ষ্য হইতে তিনিই যেন স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই অগ্নিশিশুদের প্রেরণা দিতে লাগিলেন। এমনই করিয়া তিনি বক্ষের পঞ্জর দিয়া আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার অবর্ত্তমানেও সেই আগুন নিভিল না। শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্ব যে ব্যর্থ হয় নাই, তিনি চলিয়া যাইবার পর বিপ্লবীদের পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপ নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়া দিল।

মর্লি-মিণ্টো শাসনসংস্কার ভারতবাসী প্রত্যাখ্যান করিল। বঙ্গভঙ্গের প্রারম্ভে বাঙ্গালী শ্রীঅরবিন্দের অনুপ্রেরণায় যে পণ লইয়াছিল, তাহা বিফল হইল না—ভাঙ্গা বাংলা জোড়া লাগিল। জাগ্রত বাংলার অজেয় প্রাণশক্তি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রিফর্মের ফাঁদে কিছুতেই পড়িল না। দাম্ভিক কার্জ্জনের গর্ব্বিত উক্তি 'settled fact' শেষ পর্য্যন্ত unsettled হইয়া গেল। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ স্বয়ং কলিকাতায় আসিয়া বঙ্গভঙ্গ রদ করিতে বাধ্য হইলেন। কলিকাতা হইতে ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইল। বিপ্লবের রুদ্রমূর্ত্তি আবার নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। ১৯১২ সালে নূতন রাজধানীতে সাড়ম্বরে প্রবেশ করিবার সময় বিপ্লবীরা বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জকে বোমার মুখে অভ্যর্থনা জানাইল। ভারতের বাহিরেও বিপ্লবীদের আয়োজন পূর্ণোদ্যমে চলিতে লাগিল। এমনি করিয়া বহু ঘটনার গতিপথে ইতিহাস ১৯১৪ সালে আসিয়া পৌছাইল। তখনও শ্রীঅরবিন্দের কোন উদ্দেশ নাই, কোন সংবাদ নাই। ইংরেজের গোয়েন্দা পুলিশ এই চারি বৎসর অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াও শ্রীঅরবিন্দের কোন সন্ধানই পাইল না।

১৯১৪ সাল, ৪ঠা আগষ্ট। ইংরেজের বিশ্বব্যাপী মহাসমর আরম্ভ হইল। এই বৎসরের আগষ্ট মাসে একদিন শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর নামে ডাকযোগে একখানি ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা আসিল। তাহার নাম 'আর্য্য'। দেখা গেল এই কাগজ শ্রীঅরবিন্দের এবং ইহা পণ্ডিচেরী হইতে প্রেরিত হইয়াছে। সকলে জানিতে পারিলেন শ্রীঅরবিন্দ ভারতবর্ষের ফরাসী উপনিবেশের রাজধানী পণ্ডিচেরীতে অবস্থান করিতেছেন। অল্পকালমধ্যেই এই শুভ সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া গেল—শ্রীঅরবিন্দের সংবাদে সর্ব্বত্র আশা এবং আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল।

এইবার তাঁহাকে দেখা গেল এক সম্পূর্ণ নূতন ভূমিকায়। 'বন্দে মাতরম্', 'কর্ম্মযোগিন্' এবং 'ধর্ম্ম' পত্রিকার শ্রীঅরবিন্দ হইতে 'আর্য্য' পত্রিকার শ্রীঅরবিন্দ অন্য মানুষ। দিব্যজীবনের পথিক শ্রীঅরবিন্দ এইবার এক নূতন পথে যাত্রা করিয়াছেন। সেই পথ ভারতের আর্য্যসাধকদের প্রবর্ত্তিত ভগবৎজীবনের পথ। আলিপুর জেলে বন্দীদশায় থাকিবার সময় তিনি এই পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন—নিজের মুখেই তিনি এই কথা বলিয়াছেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'আর্য্য' পাঠ করিয়া সকলেই জানিতে পারিল যে সাগরতীরে পণ্ডিচেরীর তীর্থে শ্রীঅরবিন্দের নবজীবন সুরু হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে আরম্ভ হইয়াছে ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এক সম্পূর্ণ অভিনব অধ্যায়। 'বন্দে মাতরম্' ছিল তাঁহার মানস সন্তান, 'আর্য্য' তাঁহার তপঃসিদ্ধ জীবনের আধ্যাত্মিক সন্তান। ঈশ্বরের আদেশে ভারতের সভ্যতা, সাধনা, সংস্কৃতি, ধর্ম্মকর্ম্ম—যাহা কিছু সভ্য মানুষের জীবনে অপরিহার্য্য—তাহাই শ্রীঅরবিন্দের লেখনীমুখে ধারাবাহিকভাবে এই 'আর্য্য' পত্রিকার প্রত্যেকটি রচনায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। এইসব রচনার ভিতর দিয়া ভারতবাসী নূতন করিয়া ভারতকে আবার জানিতে পারিল। ভারতের যে অধ্যাত্ম সম্পদ্ এতদিন বিস্মৃতির অন্তরালে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, শ্রীঅরবিন্দের 'আর্য্য' পত্রিকার রচনার মধ্যে তাহারা সেই অমূল্য সম্পদের সন্ধান আবার পাইল।

১৯১৪ হইতে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত 'আর্য্য' পত্রিকায় "Synthesis of Yoga", "Isha Unpanishad", "Defence of Indian Culture", "War and Self-Determination", "League of Nations", "Ideal of Human Unity", "Essays on Gita", "The Divine Life" প্রভৃতি অমূল্য প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হইয়াছিল। "Defence of Indian Culture"-এ শ্রীঅরবিন্দ ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিভার সমর্থনে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার শেষ অংশের বঙ্গানুবাদ :

"...তাহার পর আসিল নিশার অন্ধকার। সকল রাষ্ট্রনীতিক উদ্যম ও সৃষ্টি সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া গেল। আমাদের একপুরুষ পূর্ব্বে পাশ্চাত্য আদর্শ ও অনুষ্ঠানগুলি দাসসুলভ নিষ্ঠার সহিত অনুকরণ ও গ্রহণ করিবার যে প্রাণহীন প্রয়াস দেখা গিয়াছিল, তাহা হইতে ভারতবাসীর রাষ্ট্রনীতিক মনীষা ও প্রতিভার কোন সত্য পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু আবার অনেক ভ্রান্তি কুজ্ঝটিকার মধ্যেও এক নূতন সন্ধ্যার আলোক দেখা যাইতেছে, প্রদোষের সন্ধ্যা নহে, প্রভাতেরই যুগসন্ধ্যা। যুগযুগান্তের ভারত মরে নাই, তাহার সৃষ্টির শেষ কথা এখনও বলা হয় নাই ; সে জীবিত রহিয়াছে, নিজের জন্য, সমগ্র মানবজাতির

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জন্য এখনও তাহার কিছু করিবার রহিয়াছে। আর এখন যাহা জাগ্রত হইতে চাহিতেছে, তাহা একটা ইংরাজী ভাবাপন্ন (Anglicized) প্রাচ্য জাতি নহে, পাশ্চাত্যের অনুগত শিষ্য হওয়া এবং পাশ্চাত্য ফলাফলগুলির পুনরভিনয় করাই তাহার নিয়তি নহে। পরন্তু তাহা এখনও সেই প্রাচীন স্মরণাতীত কালেরই শক্তি পুনরায় নিজের গভীরতর আত্মার সন্ধান পাইতেছে, সকল জ্যোতি ও শক্তির পরম উৎসের দিকে নিজের মাথা আরও উচ্চ করিয়া তুলিয়া ধরিতেছে, নিজের ধর্ম্মের পূর্ণ অর্থ ও বিশালতর রূপ আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে।"

১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের অব্যবহিতকাল পরে ফরাসীদেশের তৎকালীন মনীষী পল রিসার সাধু অন্বেষণে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া পণ্ডিচেরী সহরে আসিয়া উপনীত হন। এইখানে আসিয়া তিনি শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং 'আর্য্য' পত্রিকার সম্পাদনায় তাঁহাকে সাহায্য করেন। যুদ্ধের পর ইউরোপে ফিরিয়া পল রিসার লিখিলেন ঃ

"পৃথিবীর সর্ব্বত্র আমি সাধু সন্ন্যাসীর অন্বেষণে ঘুরিয়াছি কিন্তু পণ্ডিচেরীতে গিয়া আমি প্রকৃত সাধু দর্শন করিলাম। এই সাধুর নাম শ্রীঅরবিন্দ। তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার সান্নিধ্যে থাকিয়া, তাঁহার যোগৈশ্বর্য্য এবং দিব্য জীবনের জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখিয়া আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে শুধু ভারতের নয় সমগ্র এশিয়ার তিনি ধর্ম্মগুরু।"

শ্রীঅরবিন্দের সহধর্ম্মিণী মৃণালিনী ঘোষ বাংলা ১৩২৫ সালের ২রা পৌষ, রাঁচিতে তাঁহার পিত্রালয়ে, শ্রীঅরবিন্দের যোগের সাধনা করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন।

মহাযুদ্ধের অব্যবহিতকাল পরে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ১৯১৯ সালে মুক্তিলাভ করেন। আলিপুর বোমার মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতিকেও মুক্তি দেওয়া হয়। সেই সময় মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন সুরু হইয়া গিয়াছে। মুক্তিলাভ করিয়া বারীন্দ্র পর পর তিনখানি পত্র শ্রীঅরবিন্দকে লেখেন। তাহার উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ যাহা লিখিলেন তাহার কিয়দংশ পরপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল ঃ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৭ই এপ্রিল, ১৯২০

"স্নেহের বারীন,

পর পর তোমার তিনখানি চিঠি পেয়েছি, এ পর্য্যন্ত উত্তর লেখা হ'য়ে ওঠেনি। এই যে লিখতে বসেছি, সেটাও একটা miracle (আশ্চর্য্য কাণ্ড), * কেননা আমার পত্র লেখা হয় once in a blue moon (ক্ষুদে মঙ্গলবারে একবার) বিশেষ বাংলায় লেখা, যা এই পাঁচ সাত বৎসর একবারও করিনি। শেষ ক'রে যদি post-এ (ডাকে) দিতে পারি, তা হ'লেই miracle (অসাধ্যসাধনটা) সম্পূর্ণ হয়।

প্রথম, তোমার যোগের কথা। তুমি আমাকেই তোমার যোগের ভার দিতে চাও; আমিও নিতে রাজী। তার অর্থ, যিনি আমাকে, তোমাকে প্রকাশ্যেই হোক, গোপনেই হোক, তাঁর ভগবতী শক্তি দ্বারা চালাচ্ছেন, তাঁকেই দেওয়া। তবে এর এই ফল অবশ্যম্ভাবী জানবে যে তাঁহারই দত্ত আমার যোগপন্থা—যাকে পূর্ণযোগ বলি—সেই পন্থায় চলতে হবে। * * * যা নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম, লেলে যা দিয়েছিলেন * * * সেটি ছিল পথ খোঁজার অবস্থা, এদিক ওদিক ঘুরে দেখা; পুরাতন সকল খণ্ডযোগের এটা ওটা ছোঁয়া, তোলা; হাতে নিয়ে পরীক্ষা করা; এটার এক রকম পুরো অনুভূতি পেয়ে ওটার পিছনে যাওয়া।

তারপর পণ্ডিচেরীতে এসে এই চঞ্চল অবস্থা কেটে গেল। অন্তর্যামী জগৎগুরু আমার পন্থার পূর্ণ নির্দেশ দিলেন। তার সম্পূর্ণ theory (তত্ত্ব) যোগ শরীরের দশ অঙ্গ; এই দশ বৎসর ধরে তারই dovelopment (বিকাশ) করাচ্ছেন অনুভূতিতে; এখনও শেষ হয়নি; আরও দুই বৎসর লাগতে পারে।

যোগপন্থাটা কি, তাহা পরে লিখবো; অথবা তুমি যদি এখানে এস, তখনই সেই কথা হবে। এ বিষয়ে লেখা কথার চেয়ে মুখের কথা ভাল। এখন এইমাত্র বলতে পারি যে, পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ কর্ম্ম ও পূর্ণ ভক্তির সামঞ্জস্য ও ঐক্যকে মানসিক ভূমির (level) উপরে তুলে মনের অতীত বিজ্ঞানভূমিতে পূর্ণ সিদ্ধ করা হচ্ছে তার মূল তত্ত্ব। পুরাতন যোগের দোষ এই ছিল যে, সে মনবুদ্ধিকে জানত আর আত্মাকে জানত। মনের মধ্যেই অধ্যাত্ম অনুভূতি পেয়ে সন্তুষ্ট থাকত। কিন্তু মন খণ্ডকেই আয়ত্ত করতে পারে; অনন্ত অখণ্ডকে সম্পূর্ণ ধরতে পারে না; ধরতে হলে সমাধি, মোক্ষ, নির্ব্বাণ ইত্যাদিই মনের উপায়, আর উপায় নেই। সেই লক্ষ্যহীন মোক্ষলাভ এক একজন করতে পারেন বটে; কিন্তু লাভ কি? ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান ত আছেনই। ভগবান মানুষে যা চান, সেটা হচ্ছে তাঁকে এখানেই মূর্ত্তিমান করা, ব্যষ্টিতে সমষ্টিতে—to realise God in life (জীবনক্ষেত্রে ভগবানকে মূর্ত্ত করা)।

পুরাতন যোগপ্রণালী অধ্যাত্ম ও জীবনের সামঞ্জস্য বা ঐক্য করতে পারেনি। জগৎকে মায়া বা অনিত্য লীলা বলে উড়িয়ে দিয়েছে। ফল হয়েছে জীবনশক্তির হ্রাস, ভারতের অবনতি; গীতায় যা বলা হয়েছে, "উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্"

* বন্ধনীর ভিতরের বাংলা অনুবাদ বারীন বাবুর।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

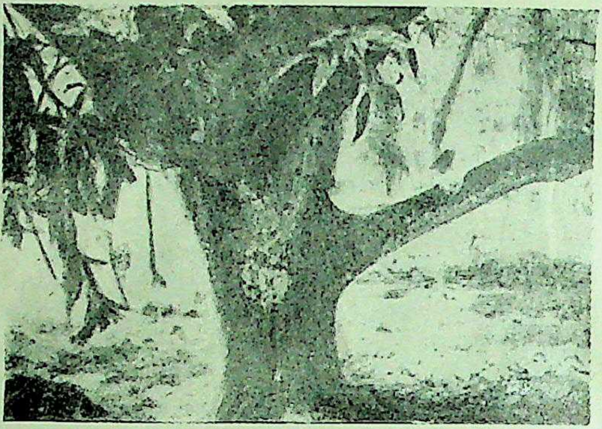

শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের বিখ্যাত মানিকতলা বাগান—যেখানে পিস্তল চালনা ও বোমা তৈয়ারী হইত। (১৯০৭-০৮)

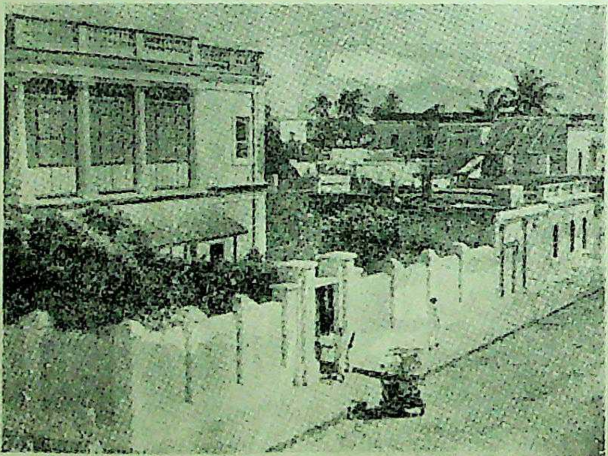

পণ্ডিচেরীর আশ্রম

যে বাড়ীটিতে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা সাধনা করেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভারতের 'ইমে লোকাঃ' সত্য সত্যই উৎসন্ন হয়ে গেছে। কয়েকজন সন্ন্যাসী ও বৈরাগী সাধু সিদ্ধ মুক্ত হয়ে যাবে, কয়েকজন ভক্ত প্রেমে, ভাবে, আনন্দে অধীর হয়ে নৃত্য করবে, আর সমস্ত জাতি প্রাণহীন, বুদ্ধিহীন হয়ে ঘোর তমোভাবে ডুবে যাবে, এ কিরূপ অধ্যাত্মসিদ্ধি ? আগে মানসিক level-এ (ভিত্তিতে) যত খণ্ড অনুভূতি পেয়ে মনকে অধ্যাত্মরসাপ্লুত, অধ্যাত্মের আলোকে আলোকিত করতে হয়, তারপর উপরে উঠা। উপরে অর্থাৎ বিজ্ঞান-ভূমিতে না উঠলে জগতের শেষ রহস্য জানা অসম্ভব, জগতের সমস্যা solved (মীমাংসা) হয় না। সেইখানেই আত্মা ও জগৎ, অধ্যাত্ম ও জীবন—এই দ্বন্দ্বের অবিদ্যা ঘুচে যায়। তখন জগৎকে আর মায়া বলে দেখতে হয় না ; জগৎ ভগবানের সনাতন লীলা, আত্মার নিত্য বিকাশ। তখন ভগবানকে পূর্ণভাবে জানা, পাওয়া সম্ভব হয় ; গীতায় যাকে বলে "সমগ্রং মাং জ্ঞাতুম্"। অন্নময় দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, বিজ্ঞান, আনন্দ, এই হল আত্মার পাঁচটি ভূমি। যতই উঁচুতে উঠি, মানুষের Spiritual evolution-এর (আধ্যাত্মিক বিকাশের) চরম সিদ্ধির অবস্থা ততই নিকট হয়ে আসে। বিজ্ঞানে উঠায় আনন্দে উঠা সহজ হয়ে যায়। অখণ্ড অনন্ত আনন্দের অবস্থায় স্থির প্রতিষ্ঠা হয় ; শুধু ত্রিকালাতীত পরব্রহ্মে নয়—দেহে, জগতে, জীবনে। পূর্ণ সত্তা, পূর্ণ চৈতন্য, পূর্ণ আনন্দ বিকসিত হয়ে জীবনে মূর্ত্ত হয়। এই চেষ্টাই আমার যোগপন্থার central clue (মূল কথা)।

এরূপ হওয়া সহজ নয়। এই পনের বৎসরের পরে আমি এইমাত্র বিজ্ঞানের তিনটী স্তরের নিম্নতর স্তরে উঠে নীচের সকল বৃত্তি তার মধ্যে টেনে তোলবার উদ্যোগে আছি, তবে এই সব সিদ্ধি যখন পূর্ণ হবে, তখন ভগবান আমার through (মধ্য) দিয়ে অপরকে অল্প আয়াসে বিজ্ঞান-সিদ্ধি দেবেন, এর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। তখন আমার আসল কাজের আরম্ভ হবে। আমি কর্ম্মসিদ্ধির জন্য অধীর নই। যা হবার ভগবানের নির্দ্দিষ্ট সময়ে হবে, উন্মত্তের মত ছুটে ক্ষুদ্র অহংয়ের শক্তিতে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দিতে প্রবৃত্তি নেই। যদি কর্ম্মসিদ্ধি না-ও হয়, আমি ধৈর্য্যচ্যুত হব না ; এ কর্ম্ম আমার নয়, ভগবানের। আমি আর কারুর ডাক শুনব না ; ভগবান যখন চালাবেন তখন চলব।

ভেদপ্রতিষ্ঠ সমাজ চাই না, আত্মপ্রতিষ্ঠা—আত্মার ঐক্যের মূর্ত্তি—সংঘ চাই। এই idea বা ভাবকে নিয়েই দেবসংঘ নাম দেওয়া হয়েছে, যারা দেবজীবন চায় তাদেরই সংঘ দেবসংঘ। সেইরূপ সংঘ এক জায়গায় স্থাপন করে পরে দেশময় ছড়িয়ে দিতে হবে। এইরূপ চেষ্টার উপর অহংয়ের ছায়া যদি পড়ে সংঘ দলে পরিণত হয়। এই ধারণা সহজে হতে পারে যে, যে (শুদ্ধ) সংঘ শেষে দেখা দেবে এটিই তাই ; (যেন) সব হবে এই একমাত্র কেন্দ্রের পরিধি, যারা এর বাহিরে তারা ভেতরকার লোক নয়, (অথবা ভেতরকার) হলেও তারা ভ্রান্ত, আমাদের যে বর্ত্তমান ভাব তার সঙ্গে মেলে না বলেই (যেন ভ্রান্ত)।

তুমি হয়ত বলবে সংঘের কি দরকার ? মুক্ত হয়ে সর্ব্বঘটে থাকব ; সব একাকার হয়ে যাক, সেই বৃহৎ একাকারের মধ্যেই যা হয়। সে সত্যি কথা ; কিন্তু (তা হচ্ছে) সত্যের একটি দিক মাত্র। আমাদের কারবার শুধু নিরাকার আত্মা নিয়ে নয়, জীবনকেও চালাতে হবে ; আবার মুক্তি ভিন্ন জীবনের effective (কার্য্যকরী) গতি নেই। অরূপ যে মূর্ত্ত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হয়েছে সে নামরূপ গ্রহণ মায়ার খামখেয়ালি নয় ; রূপের নিতান্ত প্রয়োজন আছে বলেই রূপ গ্রহণ, আমরা জগতের কোনও কাজ বাদ দিতে চাই না ; রাজনীতি, বাণিজ্য, সমাজ, কাব্য, শিল্পকলা, সাহিত্য সবই থাকবে ; এই সকলকে নূতন প্রাণ, নূতন আকার দিতে হবে।

রাজনীতিকে ছেড়েছি কেন ? আমাদের রাজনীতি ভারতের আসল জিনিস নয় বলে, বিলাতী আমদানি, বিলাতী ঢঙের অনুকরণ মাত্র। তবে তারও দরকার ছিল। আমরাও বিলাতী ধরণের রাজনীতি করেছি ; না করলে দেশ উঠত না; আমাদের experience (অভিজ্ঞতা.) লাভ ও পূর্ণ development (বিকাশ) হতো না। এখনও তার দরকার আছে, বঙ্গদেশে তত নাই, যেমন ভারতের অন্য প্রদেশে। কিন্তু এখন সময় এসেছে ছায়াকে বিস্তার না করে বস্তুকে ধরবার ; ভারতের প্রকৃত আত্মাকে জাগিয়ে সকল কর্ম্ম তারই অনুরূপ করা চাই।

লোকে এখন রাজনীতিকে spiritualise (অধ্যাত্মভাবে) অনুপ্রাণিত করতে চায় * * তার ফল হবে, যদি কোন স্থায়ী ফল হয়, এক রকম Indianised Bolshevism (ভারতীয় বোল্‌সেভীজম)। সে রকম কর্ম্মেও আমার আপত্তি নেই, যাঁর যে প্রেরণা, তিনি তাই করুন। তবে এটা আসল বস্তু নয় ; অশুদ্ধ রূপে Spiritual (অধ্যাত্ম) শক্তি ঢাললে—কাঁচা ঘটে কারণোদধির জল—হয় ঐ কাঁচা জিনিসটা ভেঙ্গে যাবে, জল ছড়িয়ে নষ্ট হবে, নয় অধ্যাত্ম শক্তি evaporate করে (লুপ্ত হয়ে) সেই অশুদ্ধ রূপই থাকবে ; সর্ব্বক্ষেত্রেই তাই। Spiritual influence (অধ্যাত্ম প্রেরণা) দিতে পারি, তবে সেই শক্তি expended (খরচ) হবে শিব-মন্দিরে বানরের মূর্ত্তি গড়ে স্থাপন করতে। বানরটি প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় শক্তিমান হয়ে ভক্ত হনুমান সেজে রামের অনেক কাজ হয়ত করবে, যতদিন সেই শক্তি থাকবে। আমরা কিন্তু ভারতমন্দিরে চাই হনুমান নয়—দেবতা, অবতার, স্বয়ং রাম।

সকলের সঙ্গে মিলতে পারি—কিন্তু সমস্তকে প্রকৃত পথে টানবার জন্য, আমাদের আদর্শের spirit (ভাব) ও রূপকে অক্ষুণ্ণ রেখে। তা না করলে দিশেহারা হব, প্রকৃত কর্ম্ম হবে না। Individually (ব্যক্তিগতভাবে) সর্ব্বত্র থেকে কিছু হবে বটে, সংঘরূপে সর্ব্বত্র তার শতগুণ হয়। তবে এখনও সে সময় আসেনি। তাড়াতাড়ি রূপ দিতে গেলে ঠিক যা চাই তা হবে না। সংঘ হবে প্রথম চড়ান রূপ ; যারা আদর্শ পেয়েছে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নানাস্থানে কাজ করবে; পরে Spiritual Commune-এর (অধ্যাত্ম-সংঘ) মত রূপ দিয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে সব কর্ম্মকে আত্মানুরূপ, যুগানুরূপ আকৃতি দেবে। শক্ত বাঁধা রূপ নয়, অচলায়তন নয় ; স্বাধীন রূপ, সমুদ্রের মত যা ছড়িয়ে যেতে পারে, নানাভঙ্গী লয়ে এটাকে ঘিরে, ওটাকে প্লাবিত করে, সবকে আত্মসাৎ করবে ; করতে করতে Spiritual Community (দেবজাতি) দাঁড়াবে। এইটি হচ্ছে আমার বর্ত্তমান idea (ভাব), এখনও পূরো developed হয়নি। সবটা ভগবানের হাতে, তিনি যা করান।

তারপর তোমার পত্রের কয়েকটি বিশেষ কথার আলোচনা করি। তোমার যোগের সম্বন্ধে যা লিখেছ, সে সম্বন্ধে এই পত্রে বিশেষ কিছু লিখতে চাই না, দেখা হলে সুবিধা হবে। দেহকে শব দেখা সন্ন্যাসের নির্ব্বাণ-পথের লক্ষণ, এই ভাব নিয়ে সংসার করা যায় না, সর্ব্ব

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বস্তুতে আনন্দ চাই—যেমন আত্মায় তেমনি দেহে। দেহ চৈতন্যময়, দেহ ভগবানের রূপ। জগতে যা আছে তাতে ভগবানকে দেখলে, "সর্ব্বমিদম্ ব্রহ্ম—বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" এই দর্শন পেলে বিশ্বানন্দ হয়। শরীরেও সেই আনন্দের মূর্ত্ত তরঙ্গ ছোটে; এই অবস্থায় অধ্যাত্মভাবে পূর্ণ হয়ে সংসার বিবাহ সবই করা যায়, সকল কর্ম্মে পাওয়া যায় ভগবানের আনন্দময় বিকাশ। (আমি নিজের মধ্যে) অনেকদিন থেকে মানসিক ভূমিতে মনের ইন্দ্রিয়ের সকল বিষয় ও অনুভূতি আনন্দময় করে তুলছি। এখন সেই সব বিজ্ঞানানন্দের supramental রূপ ধারণ করছে। এই অবস্থায়ই সচ্চিদানন্দের পূর্ণ দর্শন ও অনুভূতি।

দেবসংঘের কথা বলে তুমি লিখেছ—"আমি দেবতা নই, অনেক পিটিয়ে শানান লোহা।" * * * দেবতা কেহই নয়, তবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দেবতা আছেন, তাঁকেই প্রকট করা দেবজীবনের লক্ষ্য। তা সকলেই করতে পারে। বড় আধার আছে, মানি। তোমার নিজের সম্বন্ধে সে বর্ণনাকে আমি accurate (যথাযথ) বলে গ্রহণ করছি না। তবে যেরূপ আধারই হোক, একবার ভগবানের স্পর্শ যদি পড়ে, আত্মা যদি জাগ্রত হন, তার পর বড় ছোট এ সবেতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। বেশী বাধা হতে পারে, বেশী সময় লাগতে পারে, বিকাশের তারতম্য হতে পারে, তারও কিছু ঠিক নেই। ভিতরের দেবতা সে সব বাধা ন্যূনতার হিসাব রাখে না; ঠেলে ওঠে। আমারও কি কম দোষ ছিল, মনের চিত্তের প্রাণের দেহের কম বাধা ছিল? সময় কি লাগে নি? ভগবান কি কম পিটিয়েছেন? দিনের পর দিন, মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত, দেবতা হয়েছি বা কি হয়েছি জানি না; তবে কিছু হয়েছি বা হচ্ছি—ভগবান যা গড়তে চেয়েছেন তাই যথেষ্ট। সকলেরই তা। * * * আমাদের শক্তি নয়, ভগবানের শক্তিই এই যোগের সাধক।

আমি যা অনেকদিন থেকে দেখছি তার দু' একটি কথা সংক্ষেপে বলি। আমার এ ধারণা হয় যে, ভারতের দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ পরাধীনতা নয়, দারিদ্র্য নয়, অধ্যাত্মবোধের বা ধর্ম্মের অভাব নয়, কিন্তু চিন্তাশক্তির হ্রাস—জ্ঞানের জন্মভূমিতে অজ্ঞানের বিস্তার। সর্ব্বত্রই দেখি inability or unwillingness to think (চিন্তা করবার অক্ষমতা বা অনিচ্ছা) বা চিন্তা-"ফোবিয়া"। মধ্যযুগে যাই হোক, এখন কিন্তু এই ভাবটী ঘোর অবনতির লক্ষণ। মধ্যযুগ ছিল রাত্রিকাল, অজ্ঞানীর জয়ের দিন। আধুনিক জগতে জ্ঞানের জয়ের যুগ। যে বেশী চিন্তা করে, বিশ্বের সত্য তলিয়ে শিখতে পারে, তার তত শক্তি বাড়ে। য়ুরোপ দেখ, দেখবে দুটী জিনিষ—অনন্ত বিশাল চিন্তার সমুদ্র, আর প্রকাণ্ড বেগবতী অথচ সুশৃঙ্খল শক্তির খেলা। য়ুরোপের সমস্ত শক্তি সেইখানে; সেই শক্তির বলে জগৎকে সে গ্রাস করতে পারছে; আমাদের পুরাকালের তপস্বীদের মত, যাঁদের প্রভাবে বিশ্বের দেবতারাও ভীত, সন্দিগ্ধ, বশীভূত। লোকে বলে য়ুরোপ ধ্বংসের মুখে ধাবিত। আমি তা মনে করি না। এই যে বিপ্লব, এই যে ওলটপালট—এসব নবসৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা।

তারপর ভারতে দেখ। কয়েকজন solitary giants (একক অতিকায় মহাপুরুষ) ছাড়া সর্ব্বত্রই * * * সোজা মানুষ অর্থাৎ average man (সাধারণ গড়পড়তা মানুষ) যে চিন্তা করতে চায় না, পারে না, যার বিন্দুমাত্র শক্তি নেই, আছে কেবল ক্ষণিক উত্তেজনা। ভারতে চায় সরল চিন্তা, সোজা কথা; য়ুরোপে চায় গভীর চিন্তা, গভীর কথা। সামান্য

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কুলীমজুরও চিন্তা করে, সব জানতে চায়, মোটামুটি জেনেও সন্তুষ্ট নয়, তলিয়ে দেখতে চায়। প্রভেদ এই যে, য়ুরোপের শক্তি ও চিন্তার fatal limitation (অলংঘ্য সীমা) আছে। অধ্যাত্মক্ষেত্রে এসে তার চিন্তাশক্তি আর চলে না। সেখানে য়ুরোপ সব দেখে হেঁয়ালি, nebulous metaphysics (কুহেলিকাময় তত্ত্বশাস্ত্র), yogic hallucination (যোগজ মতিভ্রম); ধোঁয়ায় চোখ রগড়ে কিছু ঠাহর করতে পারে না। তবে এখন এই limitation (সীমা) surmount (অতিক্রম) করবার য়ুরোপে কম চেষ্টা হচ্ছে না। আমাদের অধ্যাত্মবোধ আছে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের গুণে; আর যার সেই বোধ আছে তার হাতের কাছে রয়েছে এমন জ্ঞান, এমন শক্তি যার এক ফুৎকারে য়ুরোপের সমস্ত প্রকাণ্ড শক্তি তৃণের মত উড়ে যেতে পারে। কিন্তু সে শক্তি পাবার জন্য শক্তির (উপাসনা) দরকার। আমরা কিন্তু শক্তির উপাসক নই, সহজের উপাসক, সহজে শক্তি পাওয়া যায় না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বিশাল চিন্তা-সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে বিশাল জ্ঞান পেয়েছিলেন; বিশাল সভ্যতা দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা পথে যেতে যেতে অবসাদ এসে ক্লান্ত হয়ে পড়ায় চিন্তার বেগ কমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে শক্তির বেগও কমে গেল। আমাদের সভ্যতা হয়ে গেছে অচলায়তন, বাহ্য ধর্ম্মের গোঁড়ামি, অধ্যাত্মভাব একটি ক্ষীণ আলোক বা ক্ষণিক উন্মাদনার তরঙ্গ। এই অবস্থা যতদিন থাকবে, ততদিন ভারতের স্থায়ী পুনরুত্থান অসম্ভব।

বাঙ্গালা দেশেই এই দুর্ব্বলতার চরম অবস্থা। বাঙ্গালীর ক্ষিপ্র বুদ্ধি আছে, ভাবের capacity (সামর্থ্য) আছে, intuition (অন্তর্জ্ঞান) আছে; এই সব গুণে সে ভারতে শ্রেষ্ঠ। এই সকল গুণই চাই, কিন্তু এগুলিই যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে যদি চিন্তার গভীরতা, ধীশক্তি, বীরোচিত সাহস, দীর্ঘ পরিশ্রমের ক্ষমতা ও আনন্দ জোটে, তা হলে বাঙ্গালী ভারতে কেন, জগতের নেতা হয়ে যাবে। কিন্তু বাঙ্গালী তা চায় না, সহজে সারতে চায়, চিন্তা না করে জ্ঞান, পরিশ্রম না করে ফল, সহজ সাধনা করে সিদ্ধি। তার সম্বল আছে ভাবের উত্তেজনা, কিন্তু জ্ঞানশূন্য ভাবাতিশযাই হচ্ছে এই রোগের লক্ষণ; তারপর অবসাদ, তমোভাব। এ দিকে দেশের ক্রমশঃ অবনতি; জীবনশক্তি হ্রাস হয়েছে; শেষে বাঙ্গালী নিজের দেশে কি হয়েছে—খেতে পাচ্ছে না, পরবার কাপড় পাচ্ছে না, চারিদিকে হাহাকার, ধনদৌলত, ব্যবসা-বাণিজ্য, জমি, চাষ পর্য্যন্ত পরের হাতে যেতে আরম্ভ করেছে। শক্তিসাধনা ছেড়ে দিয়েছি, শক্তিও আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। প্রেমের সাধনা করি, কিন্তু যেখানে জ্ঞান ও শক্তি নাই সেখানে প্রেমও থাকে না; সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা আসে; ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ মনে প্রাণে, হৃদয়ে প্রেমের স্থান নাই। প্রেম কোথায়? বঙ্গদেশে? যত ঝগড়া, মনোমালিন্য, ঈর্ষা, ঘৃণা, দলাদলি এদেশে আছে, ভেদক্লিষ্ট ভারতে আর কোথাও তত নাই।

তুমি বলছ চাই ভাবোন্মাদনা, দেশকে মাতান। রাজনীতিক্ষেত্রে ও-সব করেছিলাম। স্বদেশী সময়ে যা করেছিলাম :সব ধূলিসাৎ হয়েছে। অধ্যাত্মক্ষেত্রে কি শুভতর পরিণাম হবে? আমি বলছি না যে কোন ফল হয়নি। হয়েছে; যত movement (আন্দোলন) হয়, তার কিছু ফল হয়ে দাঁড়াবে, তবে তা অধিকাংশ possibilityর (সম্ভাবনার) বৃদ্ধি:

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

স্থিরভাবে actualise (বাস্তবরূপদান) করবার এটা ঠিক রীতি নয়। সেইজন্য আমি আর emotional excitement (প্রাণজ উত্তেজনা, আবেগমত্ততা), ভাব, মনমাতানকে base (প্রতিষ্ঠা) করতে চাই না। আমার যোগের প্রতিষ্ঠা করতে আমি চাই বিশাল বীরসমতা; সেই সমতায় প্রতিষ্ঠিত আধারে সকল বৃত্তিতে পূর্ণ, দৃঢ়, অবিচলিত শক্তি, শক্তিসমুদ্রে জ্ঞানসূর্য্যের রশ্মির বিস্তার; সেই আলোকময় বিস্তারে অনন্ত প্রেম, আনন্দ, ঐক্যের স্থির ecstasy (তীব্রানন্দ)। লাখ লাখ শিষ্য চাই না, একশ ক্ষুদ্র-আমিত্বশূন্য পুরো মানুষ ভগবানের যন্ত্ররূপে যদি পাই, তাই যথেষ্ট। প্রচলিত গুরুগিরির উপর আমার আস্থা নাই; আমি গুরু হতে চাই না। আমার স্পর্শে জেগে হোক, অপরের স্পর্শে জেগে হোক, কেহ যদি ভেতর থেকে নিজের সুপ্ত দেবত্ব প্রকাশ করে ভগবৎজীবন লাভ করে, এটাই আমি চাই। এইরূপ মানুষই এই দেশকে তুলবে।

এই lecture (বক্তৃতা) পড়ে এ কথা ভাববে না যে, আমি বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ। ওঁরা যা বলেন যে বঙ্গদেশেই এবার মহাজ্যোতির বিকাশ হবে, আমিও সেই আশা করছি। তবে other side of the shield (বিপরীত দিক), কোথায় দোষ, ত্রুটি, ন্যূনতা তা দেখবার চেষ্টা করেছি। এগুলি থাকলে সে জ্যোতি মহাজ্যোতিও হবে না, স্থায়ীও হবে না।

এই অসাধারণ লম্বা চিঠির তাৎপর্য্য এই যে, আমিও পুটলি বাঁধছি। তবে আমার বিশ্বাস যে, সে পুঁটলি St. Peterএর (খৃষ্টের প্রথম শিষ্য, খৃষ্টীয় স্বর্গের দ্বারী) চাদরের মত; অনন্তের যত শিকার তার মধ্যে গিজ গিজ করছে। এখন পুঁটলি খুলছি না, অসময়ে খুলতে গেলে শিকার পালাতে পারে। দেশেও এখন যাচ্ছি না, দেশ তৈয়ারী হয়নি বলে নয়, আমি তৈয়ারী হইনি বলে। অপক্ব অপক্কের মধ্যে গিয়ে কি কাজ করতে পারে? ইতি—

তোমার 'সেজদা'"

১৯২১ সালে পল রিসারের সুযোগ্য সহধর্ম্মিণী মাদাম মীরা রিসার পণ্ডিচেরী আসিয়া শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ফ্রান্সে থাকাকালীন তিনি স্বামীর নিকট হইতে শ্রীঅরবিন্দের আলোকচিত্র দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন:

"দশ বৎসর বয়সে আমি স্বপ্নে এই মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম এবং ইনিই যে পৃথিবীর পরিত্রাতা তাহা তখনই অনুমান করিয়াছিলাম।"

ভারতের রাজনীতিতে এই সময় গান্ধীজীর নেতৃত্বে নবযুগের আরম্ভ হইয়াছে। নায়কহীন বাংলার নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে শ্রীঅরবিন্দকে অনুরোধ করিবার জন্য বারীন্দ্র, উপেন্দ্র, অবিনাশ পণ্ডিচেরী আসিলেন। পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্বয়ং পণ্ডিচেরী গিয়া শ্রীঅরবিন্দকে বিশেষ অনুরোধ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জানাইলেন। শ্রীঅরবিন্দ আসিলেন না। ১৯২৩-২৪ সালে দেশবন্ধু যখন মোস্‌লেম লীগের সহিত প্যাক্ট করিয়া স্বরাজ্যদল গঠন করিলেন, তখন দেশবন্ধুর একখানি জরুরী পত্র লইয়া অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পণ্ডিচেরী উপস্থিত হইলে শ্রীঅরবিন্দকে বিচলিত হইতে দেখা গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ ডাকযোগে দেশবন্ধু দাশকে পত্র লিখিয়া প্যাক্টের কুফল সম্বন্ধে সবিশেষ জানাইলেন। তারপর আবার চিত্তরঞ্জন স্বয়ং পণ্ডিচেরী গিয়া শ্রীঅরবিন্দকে বাংলায় আনিবার চেষ্টা করেন কিন্তু বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসেন।

এই সময়ে ভারতের বাহিরে শ্রীঅরবিন্দকে লইয়া অনেক গবেষণা আরম্ভ হইল। অনেক মনীষীই শ্রীঅরবিন্দের লেখা পড়িয়া তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়া লন। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ইংরেজী অধ্যাপক ডাক্তার এইচ. এস্. কুজিন (আইরিশ) এশিয়াটিক ম্যাগাজিনে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য করেন :

"......গীতিকবিতায় ইনি রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ না হইলেও ইঁহার সমগ্র প্রতিভায় ইনি ইঁহাদের বহু উচ্চে আসীন। কারণ কবিপ্রতিভার সহিত ইঁহার আছে বিরাট দার্শনিক জ্ঞান, জীবন্ত ভাস্বর ভাষা ও পারমার্থিক শিবদৃষ্টি। এইসব গুণে জগতে মন্ত্রদ্রষ্টাদের মধ্যে ইঁহার প্রধান স্থান। ......যাহার কথা বলিতেছি সেই অরবিন্দ জন্মে বাঙ্গালী। যৌবনের পাঠ্যজীবনে ষ্টিফেন ফিলিপস্-এর সহচর, এবং অধুনা পণ্ডিচেরীতে স্বেচ্ছায় দেশান্তরিত। যে ঘটনায় ইঁহার দেশত্যাগ তাহা সৌভাগ্যক্রমে অতীত ইতিহাসের একটি বিস্মৃতপ্রায় পৃষ্ঠা বই আর কিছুই নহে। সাধারণতঃ অন্তরে দেবতার ডাকই তাঁহাকে দেশত্যাগ করাইয়াছে। এইটিই ত হিন্দুর চিরন্তন নীতি। তাঁহার সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার ঘটে নাই। কিন্তু যে সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিরা বলেন যে অসাধারণ গুণে গুণী—এই মহাপুরুষের চক্ষে অন্তর্জগৎ নিত্য দেদীপ্যমান।......"

১৯২৬ সালে শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। এই সময় শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। শ্রীঅরবিন্দকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "ভারত কবে স্বাধীন হইবে ?" উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছিলেন :

"ভারত স্বাধীন হইবে ইহা ভগবানের নির্দ্দেশ—a thing decreed, তবে এখনও সে সময় আসে নাই।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কিভাবে ভারত স্বাধীন হইবে? জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমা বলেন ঃ

"ঘটনাচক্রে এমন দাঁড়াইবে যে ইংরাজ অতি শীঘ্র ভারত ছাড়িয়া যাইবে।" *

১৯২৬ সালেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে পণ্ডিচেরী গিয়া শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনের পর ফিরিয়া আসিয়া বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য দার্জ্জিলিঙ গমন করেন। সেখানে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে সেই শব কলিকাতায় সৎকারের জন্য আনা হয়। সেই সময় মহাত্মা গান্ধী শ্রীঅরবিন্দকে বাংলায় আসিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইলে তিনি জানাইয়াছিলেন এখনও তাঁহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার সময় আসে নাই।

১৯২৮ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দ দর্শন করিতে পণ্ডিচেরী আসেন এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া বলেন ঃ

"You have the word : and we are waiting to hear from you : India will speak through your voice to the world. Hearken to me." অর্থাৎ আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন সেই অপেক্ষায় থাক্‌ব। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে'।

১৯৪০ সালের ১৫ই আগষ্ট হের হিটলার ইংলণ্ডের বাকিংহাম রাজ-প্রাসাদে গিয়া মধ্যাহ্নভোজন করিবেন বলিয়া আশা করায় শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছিলেন তাঁহার জন্মদিনে কোন আসুরিক শক্তি এযাবৎ কোন অন্যায় কাজ করিতে পারে নাই, এজন্য হিটলারের এ মনোবাসনা পূর্ণ হইবার নয়। ১৯৪০ সালের ১৫ই আগষ্ট তিনি এই বাণীটি শিষ্যদের উদ্দেশ্যে প্রদান করেন ঃ

"The fifteenth August is a day of awaking, of the birth of the spirit into the truth of manifestation, into the hidden reality of the worlds.

It comes as the august messenger of a Light that transforms the seen, of a Love that bridges the gulf between the Seen and the Unseen.

---

* ১৯১০ সালের "ধর্ম্ম" পত্রিকায় ও "ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় অনুরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

The force wherewith its message is charged is the Force of a secret agent that sets slowly in motion all the elements of this universal cauldron, and after many combinings and breakings and recombinings, will establish the equilibrium of ordered movement.

Not the birthday, this, of a mere individual but the starting point of a mighty movement that shall unfold the meaning of all birthdays; no festivity this to celebrate individual greatness but the first notes of a hosanna to proclaim the sanctity and greatness and might of every individual life.

No evangel this of a Life that silences its movement into the void and inactivity of Nirvana or Samadhi, but of that which, when the storm rages and battle clangs, adds its own fund of Divine Energy to the working out of God's purpose in the world.

The fifteenth August marks the beginning of a new fight; new, because no longer in the wild impetuosity of a Titanic passion, but in the calm and ordered orcefulness of an Empyrean Will does it find the mighty secret of its outer roar and whirl.

It is the august herald of a new order, new, because no longer in the mind's bondage to magnificent ideas and personalities, but in the realised oneness of all in the Supramental does it find the mighty base and support of the social fabric.

It proclaims a New Heaven, a Heaven that resteth not in the shifting joys and half lights of the sathwic mind's suzerainty over life and body but one that proceedeth to find its fulfilment in the supreme joy of the supermind that embraces the ugly depraved and the terrible joys of the Earth.

It proclaims a New Earth, not the detestable home or passionate seeking and repulsions, of sin and vileness and suffering, but wherein God perfects Himself in the Grace and Glory of form and manifestation and the din and bustle of struggle and fight and opposition and death."—"*A New Order*."

১৯৪২ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিক্ষুব্ধ ভারতবাসীকে রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিবার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌কে ভারতবর্ষে পাঠাইলেন। ক্রীপস্ বলিলেন যদি ভারতবাসী বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করে তাহা হইলে যুদ্ধান্তে ভারতবাসীকে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"অখণ্ড ভারতে অখণ্ড স্বাধীনতা দেওয়া হইবে।" তাহাতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার কোন প্রশ্ন ছিল না। এই ঘোষণা শ্রীঅরবিন্দ রেডিও মারফৎ শ্রবণ করিয়া ভারতবাসীকে উহা গ্রহণ করিতে বলিলেন। সেই সঙ্গে আরও বলিলেন জাপান ও জার্ম্মানি শীঘ্রই পরাজিত হইবে, এজন্য এ প্রস্তাব এখনই গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু কংগ্রেস এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। তাহার ফলে ঐ সালে আগষ্ট আন্দোলনে নেতৃবর্গকে কারারুদ্ধ করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কি ভাবে দেশে দুর্ভিক্ষ আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, দেশবাসী মাত্রেই তাহা অবগত আছেন।

১৯২৬ সালে যোগে সিদ্ধিলাভ করার পর হইতে শ্রীঅরবিন্দ বৎসরে মাত্র তিন দিন শিষ্য ও ভক্তদের দর্শন দিতেন। এখন ঐ তিন দিনের পরিবর্ত্তে চারি দিন তিনি ভক্তদের দর্শন দেন। কাহারও সহিত কথা-বার্ত্তা হয় না। কেবলমাত্র শ্রীমা প্রত্যহ তাঁহার সহিত অল্পক্ষণের জন্য আলাপ আলোচনা করিবার সুযোগ পান। প্রয়োজন হইলে তিনি শ্রীমা মারফৎ অন্যান্য শিষ্যদের ডাকাইয়া উপদেশাদি দিয়া থাকেন। ১৯৪৩ সালে তাঁহার আশ্রমবাসী শিষ্য দিলীপকুমার রায় একঘণ্টা তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সুযোগ লাভ করেন। শ্রীযুক্ত দিলীপ রায় শ্রীঅরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কি এই ঘরে চিরদিন আবদ্ধ থাকিবেন, আপনি সাধারণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবেন না কেন?" তাহার উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বলেন:

"আমি কোথায় থাকিব বা যাইব, তাহা আমি জানি না। তবে সর্ব্বসাধারণের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে গেলে বা সর্ব্বদা দেখা করিতে গেলে, আমি যে কাজ করিতে যাইতেছি তাহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।"

১৯৪৬ সালের ১৬ই মে মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনার কথা ঘোষিত হইলে শ্রীঅরবিন্দ আর একবার দেশবাসীকে উহা গ্রহণ করিতে বলেন। ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন বৃটিশ সরকারের সর্ব্বশেষ প্রস্তাব যখন মাউণ্টব্যাটেন আসিয়া ঘোষণা করিলেন, তখন মহাত্মা গান্ধী ও কায়েদে আজাম জিন্না উহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু এ প্রস্তাবে ভারত খণ্ডিত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইবার কথা ছিল। অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার উপাসক শ্রীঅরবিন্দ এই ঘোষণা শ্রবণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"Not a solution but an ordeal." কিন্তু ভারতের নেতৃবৃন্দ শ্রীঅরবিন্দের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। আজ ভারতবর্ষ শ্রীঅরবিন্দের এই মন্তব্যের অভ্রান্ততা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিতেছে।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের স্বাধীনতা দিবসে তিনি যে বাণী প্রদান করেন তাহার কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। স্বহস্তলিখিত ইংরেজী বাণীটির তিন চারিটি ছত্রের প্রতিলিপিও এখানে প্রদত্ত হইল ঃ

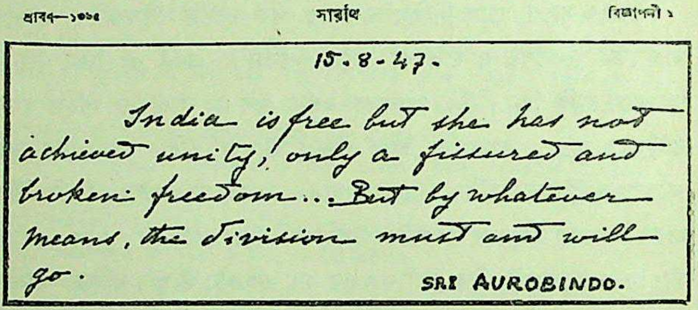
শ্রাবণ—১৩৫৪ সারথি বিজ্ঞাপনী ১

15.8.47.

India is free but she has not achieved unity, only a fissured and broken freedom... But by whatever means, the division must and will go.

SRI AUROBINDO.

"আজ ১৫ই আগষ্ট স্বাধীন ভারতের শুভ জন্মদিন। পুরাতন কাল এবার বিগত হলো, নূতন জীবনের হলো সুরু। শুধু যে আমাদের কাছে এর একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে তা নয়, সমগ্র এশিয়াখণ্ড এবং সমস্ত জগতের কাছেই রয়েছে এর গুরুত্ব। যাবতীয় স্বাধীন জাতির দরবারে আজ একটি নবশক্তি প্রবেশ লাভ করেছে ....১৫ই আগষ্ট এই বিশেষ দিনটি আমার জন্মদিন হিসাবে এতকাল পর্য্যন্ত কেবল আমার নিজের কাছেই স্মরণীয় ছিল এবং আমার জীবন আদর্শের যারা অনুগামী তারা প্রতিবছর এই দিনটিকে স্মরণ করে কিছু উৎসবানুষ্ঠান করতেন, কিন্তু এই নির্দ্দিষ্ট দিনটি আজ এমন সার্ব্বজনীন অসামান্যতা লাভ করাতে যদি আমি কিছু বিশেষ তৃপ্তিলাভ করে থাকি, সেটা আমার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। এমন একটা যোগাযোগ যে কেবল দৈবক্রমেই ঘটে গেছে, একজন যোগসাধক হিসাবে তা' বলে আমার মনে হয় না। আমার জন্মের প্রথম দিন থেকে যে বিধাতা আমাকে জীবনের এই নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থায় পরিচালিত করেছেন, এই যোগাযোগে যেন তাঁরই সহৃদয় অনুমোদন রয়েছে বলে আমার প্রতীতি হয়। আমার জীবদ্দশাতেই যে সকল জাগতিক পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষ করব বলে আমি এ যাবৎ আশা করে এসেছি, যদিও সে সকল এককালে নিতান্তই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অসম্ভব এবং স্বপ্নের অগোচর ছিল, কিন্তু কেবল এই নির্দ্দিষ্ট শুভ দিনটিকে আমি বারে বারে তা সার্থকতার পথে অগ্রসর হতে কিংবা সাফল্যের সম্ভাবনা নিয়ে আবির্ভাব হতে দেখেছি।

* * * * * *

আজ এই মহা-অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমি কিছু বাণী দিতে অনুরুদ্ধ হয়েছি, কিন্তু আমি হয়তো তার পক্ষে ঠিক উপযুক্ত নই। তবে ব্যক্তিগতভাবে কেবল এইটুকু বলতে পারি যে বাল্যকালে ও যৌবনে আমি যে সমস্ত আদর্শের উত্তরোত্তর পরিণতির কল্পনামাত্রই করে-ছিলাম, এখন একে একে সেগুলি সার্থক হ'তে চলেছে। ভারতের এই স্বাধীনতার নবোদয় তারই প্রথম নিদর্শন।............

আমি চিরকাল বিশ্বাস করেছি, বলে এসেছি যে ভারতের অভ্যুত্থান স্থূল স্বার্থসেবার জন্যে নয়; কেবল নিজের প্রসার, মহত্ত্ব, শক্তি, সমৃদ্ধি লাভের জন্যে নয়, যদিও এসকলকে তার অবহেলা করা উচিত হবে না—তবে তার জীবনধারণ হবে ভগবানের জন্যে, জগতের জন্যে, সকল মানবজাতির সহায় ও নেতারূপে, এইসব আকাঙ্খা, তাদের স্বাভাবিক ক্রমানুসারে এইরকম: (১) এক বিপ্লব যার ফলে ভারতের হবে মুক্তি ও ঐক্য; (২) এসিয়ার পুনরুত্থান ও মুক্তি—মানব সভ্যতার ক্রমোন্নতিকল্পে এক সময়ে তার ছিল সুমহৎ অবদান, পুনরায় সেই ব্রত গ্রহণ করা, (৩) মানুষের জন্যে একটা নূতন মহত্তর, উজ্জ্বলতর জীবনধারা—তার পূর্ণরূপ বাহ্যতঃ প্রতিষ্ঠিত থাক্‌বে আন্তর্জ্জাতিক ঐক্যের উপর—প্রত্যেক নেশন অক্ষুন্ন রাখ্‌বে তার পৃথক স্বকীয় জাতীয় জীবন। সেই সঙ্গেই সকলে সম্মিলিত থাক্‌বে, সকলের উপরে সকলের অন্তিম রয়েছে যে অনিবার্য্য একতা তার মধ্যে, (৪) ভারত জগৎকে দেবে তার অধ্যাত্মজ্ঞান, আর জীবনকে আধ্যাত্মিক করে তুলবার সাধনা, (৫) সর্ব্বশেষে এক উর্দ্ধতর চেতনায় মানুষের উত্তরণ। ফলে প্রকৃতির বিবর্ত্তনে একটা নূতন পর্য্যায়—তখনই আরম্ভ হবে জাগতিক যাবতীয় সেসব সমস্যার সমাধান, মানুষকে যা' বরাবর বিমূঢ় আর ক্ষুব্ধ করেছে, যেদিন থেকে মানুষ ব্যক্তিগত পরমোৎকর্ষের, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সমাজের চিন্তা করেছে, স্বপ্ন দেখেছে।......

......ভারত স্বাধীন হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও তার জাতীয় একতা ঘটেনি। এ শুধু একটা ভাঙা ফাটা দাগী স্বাধীনতা।............কেবল হিন্দু-মুসলমানের সেই পুরোণো সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদটা দেশের রাজনৈতিক বিভক্তিতে একটা স্থায়িত্বের আকার নিয়ে আরো যেন বেশি মাত্রায় প্রকট হয়ে উঠেছে। কিন্তু তবু আশা করা যায় যে আমাদের জাতি এবং জাতীয় কংগ্রেস এই বিভক্তিকে একটা সাময়িক সিদ্ধান্ত ছাড়া চিরস্থায়ী ঘটনা ব'লে কখনও মেনে নেবে না। এ যদি স্থায়ী হয় তাহলে এই ভারতবর্ষ মারাত্মক রকমে শক্তিহীন ও পঙ্গু হ'য়ে পড়বে, অন্তর্ব্বিপ্লবের সম্ভাবনা এখানে চিরদিনই থেকে যাবে, আর বাহির থেকে আক্রমণ ও পরাজয়ের সম্ভাবনাও যথেষ্টই থাকবে। দেশের এই অশুভ ব্যবচ্ছেদ অবশ্যই দূর করতে হবে। সাম্প্রদায়িক উন্মাদনাকে যুক্তির দ্বারা শান্ত ক'রেই হোক, শান্তি এবং ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা ভিতরে ভিতরে ক্রমশঃ উপলব্ধির দ্বারাই হোক, পরস্পরের নিত্যদিনের সহযোগিতা ও সাহচর্য্যের প্রয়োজন অপরিহার্য্যরূপে অনুভব করেই হোক, কিংবা ঐক্যবিধানের কোনো কার্য্যকুশল প্রতিষ্ঠান খাড়া করেই হোক, এ বিচ্ছেদ শেষ পর্য্যন্ত ঘুচে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যাবে। জাতীয় একতা নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত হবে, কেমন আকারে আর কেমন ভাবে তা ঘটবে সেটা কার্যক্ষেত্রে কঠিন মনে হলেও আসলে তা নিতান্তই অবান্তর। যে উপায়েই হোক্ এ বিচ্ছেদ ঘুচে যাওয়া চাই এবং অবশ্যই তা হবে। তা না হ'লে ভারতের মহান ভবিতব্য সফল হওয়ার সম্বন্ধে দারুণ বিঘ্ন ঘটতে পারে। এমন কি তা নষ্টও হ'য়ে যেতে পারে। কিন্তু কিছুতেই তেমন হবে না।................"

১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে গান্ধীজীর শোচনীয় মৃত্যুতে শ্রীঅরবিন্দ ভারতবাসীকে এই পরম সান্ত্বনার বাণী শুনাইয়াছিলেন :

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভারতের ও ভারতবাসীর রয়েছে এক মহৎ অখণ্ড ভবিষ্যৎ, তা' অনিবার্য্য নিয়তি। যে মহাশক্তি এত প্রয়াসের, এত বেদনার ভিতর দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে, সেই শক্তিই আবার যত দ্বন্দ্ব, যত দুঃখ কষ্টই হোক না, পার হয়ে লক্ষ্যে নিয়ে পৌঁছবে—সে লক্ষ্যটি লোকান্তরিত দেশনেতার চিন্তাকে এমন তীব্রভাবে অধিকার করেছিল, তাঁর শোচনীয় পরিণামের শেষ মুহূর্ত্ত অবধি। যে শক্তি স্বাধীনতা এনে দিয়েছে, সেই শক্তিই এনে দেবে ঐক্য। ঐক্যবদ্ধ পূর্ণ স্বাধীনতা ভারতের হবে—জননী তাঁর সন্তানদের তাঁর চারিদিকে একত্রিত করবেন, তাদের মিলিয়ে মিশিয়ে এক মহান অখণ্ড জাতীয় জীবনের সমষ্টিগত একমুখী সামর্থ্যে গেঁথে তুলবেন।"

এই ১৯৪৮ সালে দেশের অবস্থা দিনে দিনে শোচনীয় হইতেছে দেখিয়া ভক্তেরা ভীত হইয়া শ্রীঅরবিন্দের নিকট দেশের ভবিষ্যৎ জানিতে চাহিলে শ্রীঅরবিন্দ স্বহস্তে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এখানে মুদ্রিত হইল :

১৪-৭-৪৮

Night is darkest before dawn and the coming of dawn is inevitable. But the new world whose coming we envisage is not to be made of the same texture as the old and different only in pattern. It must come by other means, from within and not from without.

Sri Aurobindo.

এই পাপপূর্ণ পৃথিবীতে দেবজাতি গঠন করিয়া সত্যযুগ আনয়ন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে কিনা জিজ্ঞাসা করায় শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছিলেন :

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে কাজ করিতে বিরত ছিলেন, সেই কাজ আমি করিতে যাইতেছি দেখিয়া এজগতের লোকে যদি আমায় পাগল বলে তাহাতে কিছু আসে যায় না।"

১৯৪৯ সালের ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দ-আবির্ভাব মহোৎসব পৃথিবীর বহুস্থানে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে তিনি যে বাণী আমেরিকাকে দিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল :

"I have been asked to send on this occasion of the fifteenth August a message to the West, but what I have to say might be delivered equally as a message to the East. It has been customary to dwell on the division and difference between these two sections of the human family and even oppose them to each other; but, for myself I would rather be disposed to dwell on oneness and unity than on division and difference. East and West have the same human nature, a common human destiny, the same aspiration after a greater perfection, the same seeking after something higher than itself, something towards which inwardly and even outwardly we move. There has been a tendency in some minds to dwell on the spirituality or mysticism of the East and the materialism of the West; but the West has had no less than the East its spiritual seekings and, though not in such profusion, its saints and sages and mystics, the East has had its materialistic tendencies, its material splendours, its similar or identical dealings with life and Matter and the world in which we live. East and West have always met and mixed more or less closely, they have powerfully influenced each other and at the present day are under an increasing compulsion of Nature and Fate to do so more than ever before.

There is a common hope, a common destiny, both spiritual and material, for which both are needed as co-workers. It is no longer towards division and difference that we should turn our minds, but on unity, union, even oneness necessary for the pursuit and realisation of a common ideal, the destined goal, the fulfilment towards which Nature in her beginning obscurely set out and must in an increasing light of knowledge replacing her first ignorance constantly persevere.

But what shall be that ideal and that goal? That depends on our conception of the realities of life and the supreme Reality.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Here we have to take into account that there has been, not any absolute difference but an increasing divergence between the tendencies of the East and the West. The highest truth is truth of the Spirit; a Spirit supreme above the world and yet immanent in the world and in all that exists, sustaining and leading all towards whatever is the aim and goal and the fulfilment of Nature since her obscure inconscient beginnings through the growth of consciousness is the one aspect of existence which gives a clue to the secret of our being and a meaning to the world. The East has always and increasingly put the highest emphasis on the supreme truth of the Spirit; it has, even in its extreme philosophies, put the world away as an illusion and regarded the Spirit as the sole reality. The West has concentrated more and more increasingly on the world, on the dealings of mind and life with our material existence, on our mastery over it, on the perfection of mind and life and some fulfilment of the human being here: latterly this has gone so far as the denial of the Spirit and even the enthronement of Matter as the sole reality. Spiritual perfection as the sole ideal on one side, on the other, the perfectibility of the race, the perfect society, a perfect development of the human mind and life and man's material existence have become the largest dream of the future. Yet both are truths and can be regarded as part of the intention of the Spirit in world-nature; they are not incompatible with each other; rather their divergence has to be healed and both have to be included and reconciled in our view of the future.

The Science of the West has discovered evolution as the secret of life and its process in this material world; but it has laid more stress on the growth of form and species than on the growth of consciousness: even consciousness has been regarded as an incident and not the whole secret of the meaning of the evolution. An evolution has been admitted by certain minds in the East, certain philosophies and Scriptures, but there its sense has been the growth of the soul through developing or successive forms and many lives of the individual to its own highest reality. For if there is a conscious being in the form, that being can hardly be a temporary phenomenon of consciousness; it must be a soul fulfilling itself and this fulfilment can only take place if there is a return of the soul to earth in many successive lives in many successive bodies.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

The process of evolution has been the development from and in inconscient Matter of a subconscient and then a conscious Life, of conscious mind first in animal life and then fully in conscious and thinking man, the highest present achievement of evolutionary Nature. The achievement of mental being is at present her highest and tends to be regarded as her final work ; but it is possible to conceive a still further step of the evolution : Nature may have in view beyond the imperfect mind of man a consciousness that passes out of the mind's ignorance and possesses truth as its inherent right and nature. There is a truth-consciousness as it is called in the Veda, a supermind, as I have termed it, possessing Knowledge, not having to seek after it and constantly miss it. In one of the Upanishads a being of knowledge is stated to be the next step above the mental being ; into that the soul has to rise and through it to attain the perfect bliss of spiritual existence. If that could be achieved as the next evolutionary step of Nature here, then she would be fulfilled and we could conceive of the perfection of life even here, its attainment of a full spiritual living even in this body or it may be in a perfected body. We could even speak of a divine life on earth ; our human dream of perfectibility would be accomplished and at the same time the aspiration to a heaven on earth common to several religions and spiritual seers and thinkers.

The ascent of the human soul to the supreme Spirit is that soul's highest aim and necessity, for that is the supreme reality ; but there can be too the descent of the Spirit and its powers into the world and that would justify the existence of the material world also, give a meaning, a divine purpose to the creation and solve its riddle. East and West could be reconciled in the pursuit of the highest and largest ideal, Spirit embrace Matter and Matter find its own true reality and the hidden Reality in all things in the Spirit."

11-8-49 *Sri Aurobindo.*

আজ পর্য্যন্ত প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীর তীর্থে বসিয়া যে সাধনা করিয়াছেন তাহা ভারতের অমূল্য সম্পদ্‌রূপে পরিগণিত হইবে। তাঁহাকে রোমো রোঁলা, স্যার ফ্রান্সিস্ ইয়ংহাসবাণ্ড প্রভৃতি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ইউরোপের ও আমেরিকার মনীষিগণ অভিনন্দন জানাইতেছেন। তাঁহার যৌবনের লিখিত প্রবন্ধগুলির জন্য তাঁহাকে নোবেল পুরস্কার দিবার প্রস্তাব উঠিয়াছে। বর্ত্তমানে তিনি ইংরেজী ভাষায় "সাবিত্রী" মহাবাক্য রচনা করিতেছেন। উহার কতকাংশ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ মহাকাব্যখানি যেদিন সম্পূর্ণ হইবে সেইদিন জগৎ ভারতের অবদান দেখিয়া স্তম্ভিত হইবে। এখানে আমরা সাবিত্রী মহাকাব্যের কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিলাম ঃ

"Into a wonderful bodiless realm he came,
The home of a passion without name or voice,
A depth he felt answering to every height,
A nook was found that could embrace all worlds,
A point that was the conscious knot of space,
An hour eternal in the heart of Time.
The silent soul of all the world was there :
A Being lived, a Presence and a Power,
A single Person who was himself and all
And cherished Nature's sweet and dangerous throbs.
Transfigured into beats divine and pure.
One who could love without return for love,
Meeting and turning to the best the worst,
It healed the bitter cruelties of earth
Transforming all experience to delight ;
Intervening in the sorrowful paths of birth
It rocked the cradle of the cosmic Child
And stilled all weeping with its hands of joy ;
It led things evil towards their secret good,
It turned racked falsehood into happy truth ;
Its power was:to reveal divinity.
Infinite, coeval with the mind of God,
It bore within itself a seed, a flame,
A seed from which the Eternal is new-born,
A flame that cancels death in mortal things.
All grew to all kindred and self and near,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

স্বদেশীযুগের কয়েকজন বিপ্লবী নায়ক ও সহীদ—

ভারতপুরুষ—শ্রীঅরবিন্দ—

বাম দিকের উপর হইতে :—(১) বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, (২) অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, (৩) হেমচন্দ্র দাস, (৪) উল্লাসকর দত্ত, (৫) উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (৬) ৺কানাইলাল দত্ত, (৭) ৺ক্ষুদীরাম বসু, (৮) ৺যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

The intimacy of God was everywhere,
No veil was felt, no brute barrier inert,
Distance could not divide, Time could not change.
A fire of passion burned in spirit-depths,
A constant touch of sweetness linked all hearts,
The throb of one adoration's single bliss
In a rapt ether of undying love.
An inner happiness abode in all,
A sense of universal harmonies,
A measureless secure eternity
Of the truth and beauty and good and joy made one.
There was the welling bore of finite life ;
A formless spirit became the soul of form.
All there was soul or made of sheer soul-stuff :
A sky of soul covered a deep soul-ground.
All here was known by a spiritual sense :
Thought was not there but a knowledge near and one
Seized on all things by a moved identity,
A sympathy of self with other selves,
The touch of consciousness on consciousness
And being's look on being with inmost gaze
And heart laid bare to heart without walls of speech
And the unanimity of seeing minds
In myriad forms luminous with the one God.
Life was not there, but an impassioned force,
Finer than fineness, deeper than deeps
Felt as a subtle and spiritual power,
A quivering out from soul to answering soul,
A mystic movement, a close influence,
A free and happy and intense approach
Of being to being with no screen or check,
Without which life and love could never have been.
Body was not there, for bodies were needed not,
The soul itself was its own deathless form
And met at once the touch of other souls
Close, blissful, concrete, wonderfully true.
As when one walks in sleep through luminous dreams

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

And conscious, knows the truth their figures mean,
There where reality was its own dream,
He knew things by their soul and not their shape :
As those who have lived long made one in love
Need word nor sign for heart's reply to heart,
He met and communed without bar of speech
With beings unveiled by a material frame.
There was a strange spiritual scenery,
A loveliness of lakes and streams and hills,.
A flow, a fixity in a soul-space,
And plains and valleys, stretches of soul-joy,
And gardens that were flower-tracts of the spirit,
Its meditations of tinged reverie.:
Air was the breath of a pure infinite.
A fragrance wandered in a coloured haze
As if the scent and hue of all sweet flowers
Had mingled to copy heaven's atmosphere.
Appealing to the soul and not the eye
Beauty lived there at home in her own house,
There all was beautiful by its own right
And needed not the splendour of a robe.
All objects were like bodies of the Gods,
A spirit symbol environing a soul,
For world and self were one reality."

SRI AUROBINDO

Savitri, Book II, Canto XI.

এখানে শ্রীঅরবিন্দের Collected Poems and Plays হইতে সামান্য উদ্ধৃত হইল :

OCEAN ONENESS

Silence is round me, wideness ineffable,
White birds on the ocean diving and wandering,
A soundless sea on a voiceless heaven,
Azure on azure, is mutely gazing.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Identified with silence and boundlessness
My spirit widens clasping the universe
Till all that seemed becomes the Real,
One in a mighty and single vastness.

Someone broods there nameless and bodiless,
Conscious and lonely, deathless and infinite,
And, sole in a still eternal rapture,
Gathers all things to his heart for ever.

* * *

TRANCE OF WAITING

Lone on my summits of calm I have brooded with voice around me,
Murmurs of silence that steep mind in a luminous sleep,
Whispers from things beyond thought in the Secrecy flame-white for ever,
Unscanned heights that reply seek from the inconscient deep.
Distant below me the ocean of life with its passionate surges
Pales like a pool that is stirred by the wings of a shadowy bird.
Thought has flown back from its wheelings and stoopings, the nerve-beat of living
Stills ; my spirit at peace bathes in a mighty release.
Wisdom supernal looks down on me, Knowledge mind cannot measure ;
Light that no vision can render garments the silence with splendour.
Filled with a rapturous Presence the crowded spaces of being
Tremble with the Fire that knows, thrill with the might of repose.
Earth is now girdled with trance and Heaven is put round her for vesture.
Wings that are brilliant with fate sleep at Eternity's gate.
Time waits, vacant, the Lightning that kindles, the Word that transfigures :
Space is a stillness of God building his earthly abode.
All waits hushed for the fiat to come and the tread of the Eternal ;
Passion of a bliss yet to be sweeps from Infinity's sea.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

DESCENT

All my cells thrill swept by a surge of splendour,
Soul and body stir with a mighty rapture,
Light and still more light like an ocean billows
    Over me, round me.

Rigid, stone-like, fixed like a hill or statue,
Vast my body feels and upbears the world's weight ;
Dire the large descent of the Godhead enters
    Limbs that are mortal.

Voiceless, thronged, Infinity crowds upon me ;
Presses down a glory of power eternal ;
Mind and heart grow one with the cosmic wideness ;
    Stilled are earth's murmurs.

Swiftly, swiftly crossing the golden spaces
Knowledge leaps, a torrent of rapid lightnings ;
Thoughts that left the Ineffable's flaming mansions
    Blaze in my spirit.

Slow the heart-beats' rhythm like a giant hammer's ;
Missioned voices drive to me from God's doorway
Words that live not save upon Nature's summits,
    Ecstasy's chariots.

All the world is changed to a single oneness ;
Souls undying, infinite forces, meeting,
Join in God-dance weaving a seamless Nature,
    Rhythm of the Deathless.

Mind and heart and body, one harp of being,
Cry that anthem, finding the notes eternal,—
Light and might and bliss and immortal wisdom
    Clasping for ever.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই ঘটনাগুলি উল্লিখিত হইল এইজন্য যে ১৯১০ সালের পর হইতে শ্রীঅরবিন্দকে যাঁহারা "পলাতক রাজনৈতিক" বলিয়া থাকেন, তাঁহারা বুঝিবেন যে, তাঁহার চিন্তায় দেশ এবং দেশমাতৃকা চিরদিনই আছে এবং স্বাধীনতার একজন একনিষ্ঠ পুরোহিত হিসাবে শ্রীঅরবিন্দ প্রত্যক্ষ রাজনীতি হইতে দূরে থাকিলেও, ভারত এবং ভারতবাসীর সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ-চিন্তা হইতে তিনি একদিনও বিরত হন নাই।

———

AMERICAN TRIBUTES TO SRI AUROBINDO

PITIRIM A SOROKIN,

Chairman, Department of Sociology. Research Center in Altruistic Integration and Creativity, Harvard University, Combridge, Mass., U.S.A.

From the scientific and philosophical standpoint the works of Sri Aurobindo are a sound antidote to the pseudo-scientific psychology, psychiatry, and educational art of the West. Sri Aurobindo's *Life Divine* and other Yoga-treatises are among the most important works of our time in philosophy, ethics and humanities. Sri Aurobindo himself is one of the greatest living sages of our time, and a most eminent moral leader.

RAYMOND FRANK PIPER,

Professor of Philosophy, Syracuse University, Syracuse, N.Y., U.S.A.

The greatest gift of Sri Aurobindo to me as a philosopher is his magnificent perspective of existence, in three directions : the dignity and destiny of man, the meaning of long-time evolution, the laboratory of the Divine ; and the universal dynamic of Cosmic Intelligence.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

His sustained song of the nature and divine potentialities of the human mind comes as a refreshing breeze over the fragmentary, superficial, earthbound glimpses of the self in western psychology and epistemology. He helps me to discover what I am, and what I really and deeply want of existence. His new thoughts change in my mind into clear recognitions of truths about myself which I wonder I had not found before. His writings have extraordinary power to awaken the mind to philosophic insight. *The Life Divine* is in large part a declaration and design of the freedom of mankind.

His basic message concerning evolution, which the western world desperately needs, is that mind unfolds through many levels of consciousness towards the supreme, blissful goal of the realization of God within. I find this conception of levels, or ascending ranges of consciousness, one of the most fertile in his works. He knows matter too, but nature is not a wall, but a window, or better, a stage whose meaning comes from a light that shines from beyond the senses. Evolution proceeds towards a grand divine synthesis through the creative interaction of many opposites, such as of individual and universal, of personal and impersonal, of calm and active, of human and divine. And evil comprises many transitional devices for realizing otherwise unattainable goods. His spiritual interpretation of evolution is a much-needed supplement to the biological conception of the West.

Finally, he brings the ancient Hindu idea of the divine immanence to an unparalleled grandeur of expression in noble prose and poetry. In this process he realizes a happy blend of the perennial wisdom of the East and the best of modern western thought ; for we should not forget that he was educated at London and Cambridge, and was acquainted with European culture.

I could pick a thousand sentences from his writings and say of any one of them ; trace its implications and you will be led into the deep wonderlands of philosophic wisdom. I have never read an author who can compact so much of truth into one sentence as this master. Gandhi is the greatest saint, Tagore the greatest poet of modern India, but Sri Aurobindo is the greatest thinker, indeed has attained incomparable triune greatness, as poet, philosopher, and saint.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

DR. FREDERIC SPIEGELBERG,

Dept. of Asiatic Studies, Stanford University,
Stanford, Calif.. U.S.A.

I am very grateful that I came into contact with Sri Aurobindo so late in life, for after having wrestled with the ultimate problems of existence for years, I am now in a position to appreciate his answers to them. In 1947, I read his *The Life Divine* and was completely knocked over. I have never come across a philosopher so tolerant as Sri Aurobindo. He always knows why there was the necessity for a certain system of philosophy to exist at a particular time.

But the words philosopher, spiritual genius, mystic, seer or saint, do not describe him correctly. They leave me unsatisfied—these words have too many wrong associations. But I can say this, that the highest significance that can be attached to these words can only give a bare idea of what he really is.

Even if I regard him as only a philosopher, I shall not restrict his greatness to this age only. We have Plato, Spinoza, Kant and Hegel—but they do not have the same all-embracing metaphysical structure, they do not have the same vision.

My students and I send you, great master, our salutations to your birthday. I think that we study *The Life Divine* as thoroughly as it ought to be studied. For many of us it has opened entirely new horizons. I am convinced that the coming generation of young American thinkers will widely and deeply be impressed by it and that your name will stand out as a beacon. Nothing on my recent trip to India has impressed me as much as being in your presence in highest gratitude.

———

पुस्तकालय
गुरुकुल कांगड़ी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দশম অধ্যায়

শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁহার অধ্যাত্মজীবন

"দেবতা কেহই নয়, তবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই দেবতা আছেন, তাঁকে প্রকট করা দেবজীবনের লক্ষ্য। তা সকলেই কর্‌তে পারে……আমার স্পর্শে জেগে হোক, অপরের স্পর্শে জেগে হোক, কেহ যদি ভিতর থেকে নিজের সুপ্ত দেবত্ব প্রকাশ করে ভাগবৎজীবন লাভ করে, এটাই আমি চাই। এরূপ মানুষই এই দেশকে তুলবে।"—(শ্রীঅরবিন্দের ১৯২০ সালের পত্র ইতে)।

দক্ষিণেশ্বরের মহিমান্বিত বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়মুখী সাধনার চরম পরিণতি শ্রীঅরবিন্দ। ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনায় যত মত এবং যত পথ আছে তাহার প্রত্যেকটির রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া সমর্পণ-মন্ত্রে সিদ্ধ রামকৃষ্ণ ইহাই প্রমাণ করিলেন যে ঈশ্বর প্রাপ্ত বস্তু, তাঁহাকে পাইবার জন্য সাধনা করিতে হয় না; প্রমাণ করিলেন—উর্দ্ধমুখী অচঞ্চল দীপ-শিখার মত মনকে তাঁহার দিকে তুলিয়া ধরিতে পারিলেই ভগবানের করুণা আপনা হইতেই নামিয়া আসে। তাই দেখিতে পাই যত সাধকের যত সাধনার ধারা, রামকৃষ্ণের ধ্যানে আসিয়া যখন মিলিত হইল, তখন মাতৃচরণে আত্মনিবেদিতপ্রাণ আত্মহারা সাধকের কণ্ঠে উচ্চারিত হইল নূতন কথা—সাড়ে তিন হস্ত পরিমিত এই মানবদেহেই অতিমানস সত্তার নিত্য অবস্থান। রামকৃষ্ণের সেই বিস্ময়কর অনুভূতি সেদিন তাঁহার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিশ্বমানবের কল্যাণে সেই অনুভূতিকে ব্যাপক করিয়া তুলিবার পরীক্ষাই শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবনের সাধনার মধ্যে আজ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অধ্যাত্মজীবনের পটভূমিকাকেই বুঝিতে হইবে শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্মজীবন। শ্রীঅরবিন্দের সাধনা রামকৃষ্ণের সাধনারই পরিপূরক—এই কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখিলে শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনের দুর্গম পথে প্রবেশ করা সহজ হইবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভারতীয় সাধনার সুদীর্ঘ ইতিহাসে রামকৃষ্ণ যেমন একটি বিস্ময়কর ব্যতিক্রম, তেমনি বিস্ময়কর ব্যতিক্রম শ্রীঅরবিন্দ। তিনি প্রাচ্যের জাতীয়তাবাদের ঋষি রাজনারায়ণের দৌহিত্র হইয়াও সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন পিতার ঔরসে তাঁহার জন্ম। এদেশের শিক্ষাদীক্ষায় ছেলেকে মানুষ করিবেন না বলিয়াই বাংলা ভাষা শিখিবার পূর্ব্বেই ডাঃ কৃষ্ণধন অরবিন্দের শৈশবেই ইংরেজ শিক্ষকের হাতে পুত্রের শিক্ষাদীক্ষার ভার অর্পণ করেন। তাহার পর দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসরের ছাত্রজীবন ইংলণ্ডেই অতিবাহিত হইল। কাজেই তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান, রাজনৈতিক বুদ্ধি ও চিন্তা—সব কিছুই পাশ্চাত্য আদর্শ অনুযায়ী হওয়াই উচিত ছিল, স্বাভাবিক ছিল। ইউরোপীয় চিন্তাধারার সহিত সুগভীরভাবে পরিচিত হইয়াও, ইহা শ্রীঅরবিন্দের রক্তে কিংবা মজ্জায় বিন্দুমাত্র বিকৃতি ঘটাইতে পারে নাই। ভারতের শ্রীঅরবিন্দ বর্ণে-গন্ধে, আকারে এবং প্রকারে ভারতের শতদল হইয়াই রহিলেন—বিলাতী 'লোটাসে' পরিণত হন নাই। জম্বুদ্বীপে বিকশিত, শ্বেতদ্বীপে বর্দ্ধিত ভারত-আত্মার এই সহস্রদল পদ্মটি বিধাতার একটি অনুপম সৃষ্টি বলিয়াই এমনি ব্যতিক্রম সম্ভব হইয়াছে। জীবনের প্রারম্ভে সকলের আগে তাই ভারতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হইবার জন্য, ভারতের আত্মাকে উপলব্ধি করিবার জন্য হৃদয়ের সমস্ত ব্যাকুলতা লইয়া শ্রীঅরবিন্দ প্রথমে রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ্, পুরাণ, দর্শন প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অধ্যাত্মজীবনের ন্যায় শ্রীঅরবিন্দেরও অধ্যাত্মজীবনের বৈচিত্র্য উপলব্ধি করিবার জিনিষ। নর্ম্মদাতীরে কালীমূর্ত্তিদর্শনে আত্মহারা শ্রীঅরবিন্দকে কয়েকজন সিদ্ধ সন্ন্যাসী ও যোগী উপযাচক হইয়া যোগ-শিক্ষা প্রদান করেন। তাহার পর মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মহাযোগী বিষ্ণুভাস্কর লেলে স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে দীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার হৃদয়ের গ্রন্থি উন্মোচন করিয়া দেন। তাহার পর পর্ব্বতে নয়, অরণ্যে নয়, গুহায় নয়,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ইংরেজের কারাগারে গীতা-অধ্যয়নের ভিতর দিয়া তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের চরম বিকাশ। কথিত আছে, এই কারাগারেই ধ্যানমগ্ন শ্রীঅরবিন্দকে স্বামী বিবেকানন্দ আসিয়া দিব্যমূর্ত্তিতে সাক্ষাৎ প্রদান করেন এবং বাসুদেব স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া তাঁহার হস্তে গীতা প্রদান করেন। ইহার পর হইতেই আমরা শ্রীঅরবিন্দকে গীতার যোগমার্গে একান্তভাবে প্রবেশ করিতে দেখি। সেই হইতে যোগ ও জীবনের সমন্বয়ী সাধনায় দীর্ঘকাল সাগরতীরে পণ্ডিচেরীর নিভৃত আশ্রমে শ্রীঅরবিন্দ লোকচক্ষুর অন্তরালে রহিয়াছেন। তাঁহার সাধনা এবং সিদ্ধির কথা আজ জনসাধারণ কিছু জানিতে পারিলেও, অনেকেই এখনও ঠিকমত বুঝিতে পারেন নাই শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনের মর্ম্মকথা কি? ১৯২৮ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দকে তাঁহার ধ্যানের আসনে সমাসীন দেখিবার পর যখন বলিলেন, "আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন, সেই অপেক্ষায় থাক্‌বো। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে—শৃণ্বন্তু বিশ্বে।" যেন অনেকের মধ্যেই আগ্রহ এবং কৌতূহল জাগিল—শ্রীঅরবিন্দ কি? এবং তাঁহার সাধনাই বা কি?

এই সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন তাহা এই:

"গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকেই আমি ১৯০৪ সালে যোগ-সাধনায় প্রবৃত্ত হই। ১৯০৮ সালে একজন মহারাষ্ট্রীয় যোগীর নিকট হইতে আমি এই বিষয়ে যথেষ্ট উপদেশ লাভ করি এবং সেই সময়ই আমি আমার সাধনার ভিত্তি আবিষ্কার করিলাম। কিন্তু সেই সময় হইতে যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে শ্রীমায়ের আগমন না হইয়াছিল ততদিন পর্য্যন্ত আর কাহারও নিকট প্রত্যক্ষ কোনো উপদেশ পাই নাই। আমার সাধনা কোনো কালেই পুঁথি পুস্তক অবলম্বনপূর্ব্বক চলে নাই। বরং ভিতরের সঞ্চিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাসমূহের উপরই আমার সাধনার ভিত্তি ছিল। কারাগারে আমার সঙ্গে গীতা এবং উপনিষদ ছিল। গীতার যোগই আমি অভ্যাস করিতাম এবং উপনিষদের সাহায্যে ধ্যান করিতাম। এই গীতা এবং উপনিষদ হইতেই আমি পথের নির্দ্দেশ পাইয়াছিলাম। পণ্ডিচেরী আসিবার অনেক পরে আমি বেদ অধ্যয়ন করি এবং ইতিপূর্ব্বে আমার উপলব্ধ অভিজ্ঞতাগুলির সমর্থন পাই বেদের মধ্যে—আমার সাধনার সহায়ক হিসাবে ইহার বেশী কিছু বেদ হইতে আমি পাই নাই। যখনই কোনো সমস্যা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দেখা দিয়াছে, আমার সাধনার পথে যখনই কোনো বিঘ্ন বোধ করিয়াছি—অমনি গীতার দিকে চাহিয়াছি—এবং সেখান হইতেই সমাধানের ইঙ্গিত পাইয়াছি।"

ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—শঙ্করের এই মায়াবাদের কোন স্থান নাই শ্রীঅরবিন্দের সাধনায়। আবার নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভপূর্ব্বক নীরব নিঃশব্দ ব্রহ্মে লীন হইয়া ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন—ইহাও শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবনের বিষয় নহে। আনন্দেই জীবনের বিকাশ, আনন্দেই জীবনের স্থিতি—ইহাই শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবন। ধারায় ধারায় জ্যোতির প্লাবন ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে প্রবাহিত হইয়া জ্ঞানে কর্ম্মে এবং প্রেমে মানবীয় সত্তাকে অতিমানবীয় সত্তায় পরিণত করিয়া দিবে; তাহার প্রাত্যহিক জীবনের চাঞ্চল্যকে চৈতন্যময় এক নীরবতায় রূপান্তরিত করিবে; তাহার প্রতিক্ষণের অনুভূতিকে ভাগবতী শক্তির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাকে শক্তিমান্ করিয়া তুলিবে—ইহাই শ্রীঅরবিন্দের সাধনার মর্ম্মকথা।

শিব ও শক্তি—এক এবং অভিন্ন। শিবরূপে ব্রহ্ম শান্ত এবং সমাহিত, নিষ্ক্রিয় এবং নিস্তব্ধ; আর শক্তিরূপে ব্রহ্ম সৃষ্টির কার্য্যে সর্ব্বক্ষণের জন্য সক্রিয়। তন্ত্রের এই আদর্শকে শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার সাধনার অন্যতম সোপান হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তন্ত্র শিব ও শক্তির অভিন্নতা নিঃসংশয়ে ঘোষণা করিতে পারে নাই। শ্রীঅরবিন্দ আরও অগ্রসর এবং নিঃসংশয়। তিনি বলেন:

"Shiva and Kali, Brahman and Sakti are one and not two who are separable. Force inherent in existence may be at rest it existed none the less and is not abolished, diminished or in any way essentially altered." (*Life Divine*, *Chapt. X.*)

শঙ্কর, রামানুজ এবং চৈতন্যদেব—ইঁহারা প্রত্যেকেই ভগবৎলীলার উপর ঝোঁক দিয়াছেন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, ইহার বিচিত্র আবর্ত্তন-বিবর্ত্তন সব কিছুর মধ্যে ব্রহ্ম শক্তিরূপে লীলা করিতেছেন মাত্র। শ্রীঅরবিন্দও সেই একই কথা বলেন এবং তাঁহার সমন্বয়মুখী সাধনার মধ্যে ভগবৎলীলার বিশিষ্ট স্থান আছে। কিন্তু শক্তির এই লীলা তাঁহার কাছে "মাত্র" নয়—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব। জীবনে কিছুই মিথ্যা নয়, অর্থহীন নয়, উদ্দেশ্যহীন নয়, কারণ জীবনের প্রত্যেকটি গতি সেই ব্রহ্মেরই আনন্দময় বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নয়। লীলাই জীবনের সত্য, জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করে এবং জীবনকে সার্থকতার পথে পরিচালিত করে। গতি জীবন এবং আনন্দ—শক্তির লীলার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ সর্ব্বক্ষণ ইহাই অনুভব করেন। তাই তাঁহার সাধনায় ইচ্ছাশক্তি-বিহীন জীবনের স্থান নাই, কর্ম্ম-বিমুখ জীবনের স্থান নাই।

বুদ্ধের নির্ব্বাণের মধ্যে মহত্ত্ব দেখিতে পাইলেও জীবনে পূর্ণ সার্থকতা আনিতে অক্ষম বলিয়া শ্রীঅরবিন্দ ইহাকে স্বীকার করিতে পারেন নাই। স্বতোঃসারিত এবং অবিচ্ছিন্ন কর্ম্মের পথে জীবন যেভাবে সার্থক ও সুন্দর হইয়া উঠে, নির্ব্বাণের পথে সে আশা নাই—নির্ব্বাণের শান্তির মধ্যে সে আশা নাই। মানুষের ইচ্ছাশক্তির ভিতর দিয়াই ভগবৎপ্রেরণা কার্য্য করে এবং জীবন দেব-জীবন ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইচ্ছাশক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ ভিন্ন জীবনে সম্পূর্ণতা আসে না—ইহাই শ্রীঅরবিন্দ প্রত্যয়ের সঙ্গে বলিতে চাহিয়াছেন। জীবনের সমগ্র লীলাই হইল ঐশ্বরিক অভিব্যক্তি, কাজেই শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে জীবনের ভগ্নাংশরূপ প্রতিভাত হয় না, পূর্ণ জীবনই তাঁহার নিকট নির্ব্বাণের অপেক্ষা বেশী কাম্য। সক্রিয় আধ্যাত্মিক পূর্ণতাই শ্রীঅরবিন্দের অনুভূতির চরম কথা। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার ইতিহাসে এই জিনিষটি এতদিন উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। শ্রীঅরবিন্দের সাধনার অসাধারণত্ব এইখানেই। সক্রিয় আধ্যাত্মিক জীবন এবং জীবনের প্রত্যেকটি ছন্দ, প্রত্যেকটি গতির মধ্যে তীব্রভাবে সঞ্চারিত হইবে সেই আধ্যাত্মিকতা। নির্ব্বাণের পথে নয়, গতির পথেই জীবনকে সর্ব্বতোভাবে দিব্যজীবনে রূপান্তরিত করিতে হইবে এবং সেই দিব্যজীবনের উপরই প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে সমগ্র মানবসমাজকে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মানুষ কেমন করিয়া অতি-মানবত্ব অর্জ্জন করিতে পারে এবং পৃথিবীতে দেবজাতি সৃষ্টি করিতে পারে, শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় তাহার চূড়ান্ত পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার সাধনার মৌলিকত্ব এইখানেই। জার্ম্মানির শ্রেষ্ঠ দার্শনিক নীটশে একদিন এই অতি-মানবত্বের (Superman) স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার মতে উর্দ্ধতর বিবর্ত্তনের শেষ কথাই হইল অতিমানব। বিবর্ত্তনের পথে যেভাবে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই ধারা অনুসরণ করিয়াই একদিন এই মানুষই আরও উন্নত স্তরে—অতিমানবত্বের স্তরে—উপনীত হইবে। কিন্তু নীটশের 'সুপারম্যান' ক্ষমতাশালী মানুষ, অদম্য ইচ্ছাশক্তিশালী মানুষ মাত্র। তাঁহার পরিকল্পনায় মানবীয় ক্ষমতা এবং ইচ্ছাশক্তির অর্থাৎ অহং-এর প্রাধান্যই তাঁহার অতিমানবকে পূর্ণতা দিতে পারে নাই। নীটশের 'সুপারম্যান' হইতে শ্রীঅরবিন্দের 'সুপারম্যানের' পার্থক্য এইখানেই। এখানে মানুষ হইতে অতিমানবের—অর্থাৎ emergence—এমন কোন পরিকল্পনা নাই। এবং মানুষের মধ্যেই যে দেবত্ব সুপ্ত রহিয়াছে তাহাকেই জাগ্রত করিবার কথা বলা হইয়াছে। আরও পরিষ্কারভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, মানুষের মধ্যে ভগবৎশক্তির অবতরণই হইল শ্রীঅরবিন্দের পরিকল্পিত অতিমানবত্বের জাগরণ। মানবীয় সমস্ত ক্ষমতা ও উদ্যমকে ভগবৎমুখী করিয়া তুলিতে পারিলেই তাহার অতিমানবত্ব-লাভ সুনিশ্চিত। "The divine descent makes man a superman"—ইহাই শ্রীঅরবিন্দ প্রত্যয়ের ভূমিতে দাঁড়াইয়া আজ ঘোষণা করিয়াছেন।

জীবন ও যোগের মধ্যে ভগবৎশক্তিকে পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করাই হইল শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনের গুহ্যতম কথা এবং তাহারই ফলে পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণশক্তির অধিকারী ভাগবতী তনুবিশিষ্ট এক নূতন মানবজাতি পৃথিবীতে একদিন আবির্ভূত হইবেই। শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় ইহারই প্রতিশ্রুতি আমরা দেখিতে পাই। তাঁহার যোগসাধনা নিজের মুক্তির জন্য নহে,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সমস্ত মানবজাতির কল্যাণের জন্য। ভারতে স্মরণাতীত কাল হইতে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য যোগের যে সাধনা চলিয়া আসিতেছিল, কালে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। ফলে যোগসাধনা নিতান্তই ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণ সেই যোগের বিষয় অর্জ্জুনকে বলেন এবং সেই সঙ্গে ইহাতে কিছু নূতনত্ব আরোপ করেন। সেই নূতনত্ব হইল কর্ম্ম-ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় করিয়া আত্মসমর্পণে উদ্বুদ্ধ হওয়া। ইহাই গীতা—মহাভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত ইহারই মধ্যে ঝঙ্কৃত। শ্রীকৃষ্ণপ্রবর্ত্তিত সেই আত্মসমর্পণ-যোগের সাধনা ভারত হইতে লুপ্ত হইবার সন্ধিক্ষণেই শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাব। আত্মসমর্পণের যোগে আজন্ম সিদ্ধ শ্রীঅরবিন্দ এবার একই আধারে রথী এবং সারথি। বিংশ শতকের নাস্তিকবাদ, সংশয় এবং অবিশ্বাসের কুরুক্ষেত্রে তিনি একাই গীতার প্রবক্তা এবং শ্রোতা। শ্রীকৃষ্ণের গীতায় ছিল কর্ম্ম, জ্ঞান এবং ভক্তি, এবার শ্রীঅরবিন্দের গীতায় কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সঙ্গে একটি নূতন সুর মিশিয়াছে—শক্তি। এই শক্তি, এই ভাগবতী শক্তির অবতরণের ফলেই মানবজাতির উর্দ্ধতন বিবর্ত্তন সংসিদ্ধ হইবে। এই শক্তিকেই নিজের সুদীর্ঘ তপস্যার মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছেন আজ শ্রীঅরবিন্দ এবং ইহার অবতরণের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করাই তাঁহার আলোকময়ী সাধনার লক্ষ্য এবং জীবনের ব্রত। এবং ইহারই পশ্চাতে আকীর্ণ হইয়া আছে নব সৃষ্টির সংকল্প।

শ্রীঅরবিন্দ-দর্শন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিবার পর এইবার আমরা তাঁহার প্রবর্ত্তিত যোগ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। একবার একজন অনুসন্ধিৎসু শ্রীঅরবিন্দের এক শিষ্যকে প্রশ্ন করেন—শ্রীঅরবিন্দ কোন্ মতের সাধক? তিনি দ্বৈতবাদী, না অদ্বৈতবাদী, না বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী? উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—শ্রীঅরবিন্দ ইহার কোনটাই নহেন, তিনি অরবিন্দবাদী। কথাটির তাৎপর্য্য বুঝিবার মত। যাঁহারাই শ্রীঅরবিন্দের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অধ্যাত্মজীবন সম্পর্কে ভক্তিশ্রদ্ধাসহকারে এবং সংস্কারমুক্ত মন লইয়া চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছেন যে শ্রীঅরবিন্দ কোন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় সৃষ্টি করিতে আসেন নাই, নূতন কোনও মতবাদও তিনি প্রবর্ত্তন করেন নাই। যাহা ছিল, যাহা লুপ্তপ্রায় হইতে বসিয়াছিল, তিনি তাহার পুনরাবিষ্কার করিয়াছেন এবং আবিষ্কারক হিসাবে সেই সনাতন জিনিষকেই এক অভিনব রূপ দিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে। সত্যের সাধনা কতখানি সহজ এবং ঋজুপথে সম্ভব তাহারও অভ্রান্ত নির্দ্দেশ শ্রীঅরবিন্দের যোগের মধ্যে দেদীপ্যমান।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভে দিশাহারা অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বহুবিধ উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার ক্লৈব্য দূর করিয়া সর্ব্বশেষে এই কথা বলিলেন—"তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন।"—হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও, তোমার সকল সমস্যার সমাধান মিলিবে। এই কথা শুনিবার পর অর্জ্জুন যখন প্রশ্ন করিলেন—ভাল কথা, যোগী হইব। কিন্তু যোগ কি? তখন যোগাধীশ শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন—"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্"—যোগই কর্ম্মের প্রকৃত কৌশল। গীতার এই দুইটি বাণীর মধ্যেই শ্রীঅরবিন্দের যোগের সার কথা নিহিত। এই যোগ, শ্রীঅরবিন্দ বলেন, সাধু-সন্ন্যাসীদের একচেটিয়া জিনিষ নহে; ইহার জন্য পর্ব্বতে, অরণ্যে কিংবা গুহার মধ্যে যাইবার দরকার নাই। অধ্যাত্মজীবন এবং সাংসারিক জীবন বলিয়া বিভিন্ন বস্তু কিছু নাই। জীবনই যোগের অবলম্বন এবং আশ্রয়—সে জীবন সংসারের শত কর্ম্মের মধ্যেই হউক কিংবা দূরে নির্জ্জন-বাসেই হউক।

ভারতবর্ষে যুগে যুগে যোগ-সাধনার নানা পন্থা আবিষ্কৃত এবং অনুসৃত হইয়াছে। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলনযোগ বলিতে পূর্ব্বে ইহাই বুঝাইত। শ্রীঅরবিন্দ বলিতে চাহেন—এখন সেই সব পন্থার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সমন্বয় প্রয়োজন। আসক্তিহীন কর্ম্মের পথে আত্মসমর্পিত মন এবং বুদ্ধি লইয়া চলিতে পারিলেই মানুষের জীবনে অধ্যাত্মশক্তির প্রকাশ অনিবার্য্য। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামের পথে অষ্টাঙ্গ যোগসাধনার যুগ আজ নয়; বিংশ শতকের ধর্ম্মে কর্ম্মে বিশ্বাসহীন মানুষকে তাহার প্রাত্যহিক জীবনের স্বাভাবিক কাজকর্ম্মের ভিতর দিয়াই যোগী হইতে হইবে—দিব্যজীবনের অধিকারী হইতে হইবে। "All life is yoga"—সমস্ত জীবনই যোগ-সাধনা—এই কথার মধ্যেই শ্রীঅরবিন্দের যোগের মর্ম্মকথা নিহিত। বহিরাঙ্গ আচার-অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া যোগ-সাধনার কথা তিনি কখনও বলেন নাই। পূর্ণ আত্মসমর্পণ, দিব্যজীবনের জন্য অবিচল অভীপ্সা এবং আসক্তিবর্জ্জন—তাহা হইলেই জীবনের অন্তরে বাহিরে যোগ সার্থক হইল; উর্দ্ধের ভগবৎশক্তি নিম্নে অবতরণ করিয়া আমাদের সমগ্র সত্তাকে শান্তি, শক্তি, জ্যোতি এবং আনন্দে পূর্ণ করিয়া তুলিবে। সেই শান্তি ও নীরবতার মধ্যেই ধীরে ধীরে দিব্যজীবনের জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ—মানবের অতিমানবত্ব-লাভ। ইহাই শ্রীঅরবিন্দের Dynamic Yoga—সক্রিয় যোগ। মানুষমাত্রেই এই যোগের অধিকারী এবং যোগের পূর্ণ আদর্শকেই বিশ্বজনীন করিয়া তুলিবার সাধনাতেই শ্রীঅরবিন্দ আজ নিমগ্ন আছেন। সমগ্র মানবতার উন্নয়ন, বর্ত্তমানের এই খণ্ডজীবনের দৈন্য আর বেদনা হইতে সমগ্র মানুষকে এক নবতর উন্নততর দীপ্ততর জীবনের জ্যোতির্ম্ময় শিখরচূড়ায় উন্নীত করা। মানবসভ্যতায় এক দিব্যতর চেতনার সৃষ্টি করা—এই প্রতিশ্রুতিই রহিয়াছে শ্রীঅরবিন্দের এই যোগের মধ্যে।

পুস্তকালয় গুরুকুল কাংড়ী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকার
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত

১। ভারতের নারী (১১ সংস্করণ) মূল্য ২৲
২। সচিত্র গীতা (৭ম সংস্করণ) মূল্য ২॥০
৩। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস মূল্য ২৲
৪। ভারতপুরুষ—শ্রীঅরবিন্দ মূল্য ২৲

পুস্তকগুলি উচ্চ প্রশংসিত এবং সর্ব্বজন আদৃত।

মডার্ণ বুক্ এজেন্সি
কলিকাতা—১২

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar